পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক নং : ১২২/পি.এন./ও/ ১/ ৪এ- ৪/০৬ তারিখ : ৯.১.২০০৯

প্রেরক:
ড: মানবেন্দ্র নাথ রায়
প্রধান সচিব,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক:
১. সভাধিপতি
২. নির্বাহী আধিকারিক

..... জেলা পরিষদ

বিষয়: জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

মহাশয়/মহাশয়া,

সাধারণ মানুষের স্বার্থে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেলা পরিষদকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে এই দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা পরিষদের মতো আপনাদের জেলা পরিষদও পালন করে এসেছে। এই দায়িত্ব আরো ভাল ভাবে পালন করার জন্য জেলা পরিষদগুলিকে আরো শক্তিশালী ও জনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা দরকার।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় আমরা জেলা পরিষদগত ভাবে কতটা এগোতে পারলাম তা বোঝার একটি অন্যতম প্রধান উপায় হলো স্বমূল্যায়ন। দু'বছর আগে এটি প্রথম শুরু হয় এবং গত দু'বারে বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করে জেলা পরিষদগুলি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। তার জন্য জেলা পরিষদগুলিকে অভিনন্দন জানাই। যে সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিক এই প্রক্রিয়াটির তাৎপর্য বোঝাতে সাহায্য করেছেন অভিনন্দন জানাই তাঁদেরকেও। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যের জেলা পরিষদগুলি এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গিয়ে নিজেদের শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করেছিলেন ও সেই সংক্রান্ত নম্বরগুলি আমাদের জানিয়েছিলেন।

গত দু'বছরের মতো এবছরও জেলা পরিষদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে একত্র করে এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের মধ্যে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রশ্নগুলি আছে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সেগুলির উত্তর লিখবেন। কোনো তথ্য কোনোভাবেই পাওয়া না গেলে তথ্য নেই এমন কথা বলাই শ্রেয় হবে। উত্তর অনুযায়ী ঐ প্রশ্নে নিজেকে নম্বর দিতে হবে। কিভাবে নম্বর দেবেন তা বলা আছে প্রত্যেক প্রশ্নের 'নির্ধারিত নম্বরের ধরণ'-এ। এছাড়াও প্রতিটি প্রশ্নের উপর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রতিবেদনের ৮৩-৯৬ পাতায় দেওয়া আছে। উত্তর দেওয়ার আগে সেগুলি দেখে নিতে অনুরোধ করছি। এইভাবে নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করলে আপনারা ও আপনাদের সহকর্মীরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন নানা কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় (সর্বোচ্চ নম্বর) পৌঁছতে এখনো কী কী ঘাটতি আছে। এই ঘাটতিগুলির কারণ খুঁজে বের করার জন্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে 'ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ' বলে একটি কলম যোগ করা আছে। ভাল নম্বর কোনটিকে ধরা হবে তা আমরা ঠিক করে দিচ্ছি না। জেলা পরিষদ নিজেই ঠিক করবেন কোনটি ভাল নম্বর। একেকটি প্রশ্নে এই ভাল নম্বর এক এক রকম হতেই পারে। কোনো প্রশ্নে জেলা পরিষদ তার অবস্থান, পারিপার্শ্বিক ও সম্ভাবনার নিরিখে যে নম্বরটিকে ভাল নম্বর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেই নম্বরের থেকে কম নম্বর পেলে তখন ঐ ভাল নম্বর না পাওয়ার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। এই কারণ একটিও হতে পারে বা একাধিকও হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণের তালিকা দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটি বা যেগুলি এই জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটির বা সেগুলির বাঁদিকের ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করতে হবে। যে কারণগুলি উল্লেখ করা আছে তার বাইরে অন্য কোনো কারণ হলে সেটিকে অন্যান্য কারণের স্থানে লিখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বলতার কারণগুলি চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। দুর্বলতার নির্দিষ্ট কারণগুলি চোখের সামনে থাকলে তবেই আগামী দিনে জেলা পরিষদের পক্ষে সেগুলিকে কাটিয়ে উঠে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয়, শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়া এই প্রতিবেদনে যে সমস্ত তথ্য আছে তা অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেইজন্য 'এক নজরে জেলা পরিষদ' শীর্ষক একটি ফর্ম রাখা হয়েছে ৫-৬ পাতায়। এটিও যথাযথভাবে পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

এইভাবে সবকটি প্রশ্নের মূল্যায়ন করলে বেশ কিছু ভাল বা শক্তির দিক যেমন বেরিয়ে আসবে তেমন কারণ সহ দুর্বলতার দিকগুলিও চিহ্নিত হবে। এই শক্তির দিকগুলি থেকে উৎসাহিত হয়ে আপনারা ভবিষ্যতে দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারবেন। সেজন্যই এই মূল্যায়ন – যা একমাত্র আপনারা তথা আপনাদের জেলা পরিষদই করতে পারেন শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিজেকে উন্নত করার এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে – তাই স্বমূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে যে সামগ্রিক তথ্যভিত্তি তৈরী হবে তা আগামী দিনে আপনাদের জেলা পরিষদকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। এছাড়াও এই প্রতিবেদনটি থেকে আপনাদের জেলা পরিষদের দুর্বলতার যে কারণগুলি বেরিয়ে আসবে, জেলা বা রাজ্য স্তর থেকেও সেগুলি দূর করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বাস্তব অবস্থার সঠিক চিত্র পেলে তবেই ঘাটতিগুলি বোঝা যাবে তাই এই কাজটি সতর্কতা ও সততার সঙ্গে করা হবে বলে আশা করি।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

নবনির্বাচিত জেলা পরিষদের শুরুর অবস্থান এবারের স্বমূল্যায়ন থেকে বেরিয়ে আসবে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আগামী দিনে সপ্তম জেলা পরিষদের অগ্রগতি মাপা সম্ভব হবে।

এর পাশাপাশি সমস্ত জেলা পরিষদের তথ্যগুলি সংকলিত হয়ে যখন একটি রাজ্যস্তরের তথ্যভিত্তি তৈরী হবে তখন তার থেকে রাজ্যের জেলা পরিষদগুলির একটি সামগ্রিক চিত্র বেরিয়ে আসবে যা আগামী দিনে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকারের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

এই প্রতিবেদনটির বিভিন্ন বিষয় ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে ১ এপ্রিল, ২০০৮-এ (কোনো প্রশ্নে অন্য কোনো তারিখের উল্লেখ না থাকলে) জেলা পরিষদের অবস্থান ধরে পূরণ করতে হবে।

জেলা পরিষদের একটি বর্ধিত সাধারণ সভায় সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি (সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি) সহ জেলা পরিষদের সদস্যরা, সমস্ত স্থায়ী সমিতির সাথে যুক্ত সরকারী আধিকারিকরা ও জেলা পরিষদের কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে বিষয়টি আলোচনা করে প্রতিবেদনটি পূরণ করার অনুরোধ রাখি। যদি কোনও বেসরকারী তথা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তাঁদের প্রতিনিধিদেরও এই সভায় ডাকা যেতে পারে।

প্রতিবেদনটি পূরণ করে অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে অনুমোদন করিয়ে এক কপি নিজেদের কাছে রেখে অন্যটি **১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে** জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ-র কাছে জমা দিতে অনুরোধ করছি।

প্রতিবেদনটি দুটি ভাগে রাখা হয়েছে – (ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা এবং (খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার। এই দুটি ভাগে আলাদা করে যে জেলা পরিষদ রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবেন তাদের একটি উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়া হবে। অবশ্য এই তহবিল দেওয়ার ক্ষেত্রে মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ নম্বরের যথার্থতা পরীক্ষা করবেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পূরণ করা প্রতিবেদন মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ-র কাছে জমা না পড়লে সেই জেলা পরিষদ এই তহবিলের জন্য বিবেচিত হবে না। ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়নে জেলা পরিষদগুলির প্রাপ্ত নম্বর শেষ পাতায় দেওয়া আছে।

এবারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলির সাথে গত বারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন গত এক বছরে কতটা অগ্রগতি হয়েছে জেলা পরিষদের সামগ্রিক কাজকর্মে। এছাড়া মূল্যায়নে যে ঘাটতিগুলি বেরিয়ে এল সেগুলি মেটাতে দ্রুত পরিকল্পনা করার অনুরোধ জানাই। যে ঘাটতিগুলি মেটানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন সেইসব ক্ষেত্রে দ্বাদশ অর্থ কমিশন ও রাজ্য অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিল এবং নিজস্ব তহবিলের টাকা ব্যবহার করার অনুরোধ জানাই। সব ঘাটতি অবশ্য এক বছরের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের জন্য। তাই আগামীদিনে এই প্রতিবেদনের চেহারা কি রকম হবে সে বিষয়ে আপনাদের মতামত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কারণে আগামী বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে কি কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আপনাদের মতামত চাওয়া হয়েছে ৮১ পাতায়। এটিতে আপনাদের প্রস্তাবগুলি জানাতে অনুরোধ করি। জেলা পরিষদ ছাড়া অন্য যে কোনও স্তরের জনপ্রতিনিধি বা আধিকারিকরাও এই ৮১ পাতার ফর্মে তাঁদের মতামত জানিয়ে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন। গত এক বছরে জেলা পরিষদের প্রধান প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি জানতে চাওয়া হয়েছে ৮২ পাতায়। এই রকম সুনির্দিষ্ট তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটিও পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

আশা রাখি বিষয়টিকে আপনারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং যে উদ্দেশ্যে এটি ভাবা হয়েছে তা সফল করবেন। সমগ্র প্রয়াসটি আপনাদের উপকারে লাগবে এই আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে,

মানবেন্দ্র নাথ রায়

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)

স্মারক নং : ১২২/ ১(৬)/পি.এন./ও/ ১/ ৪এ- ৪/ ০৬ তারিখ : ৯.১.২০০৯

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১. মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা।

২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।

৩. জেলাশাসক, ... জেলা (সকল)।

৪. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৫. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... জেলা (সকল)।

৬. এই বিভাগের সকল শাখা।

দিলীপ ঘোষ

(দিলীপ ঘোষ)
বিশেষ সচিব

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

[পূরণ করার আগে সংযোজিত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা (পৃষ্ঠা ৮৩-৯৬) ভাল করে পড়ে নিন।]

এক নজরে জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদ :

---

(১) ডাক যোগাযোগের ঠিকানা (পিন কোড সহ) –

(২) জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –
(৩) তপশিলী জাতির জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –
(৪) তপশিলী উপজাতির জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –
(৫) সংখ্যালঘু জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –
(৬) সাক্ষরতার হার (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –

(৭) পরিবারের সংখ্যা (২০০৮) : তপশিলী জাতি – তপশিলী উপজাতি – সংখ্যালঘু সম্প্রদায় – অন্যান্য – মোট –
(৮) পরিবারগুলির আয়ের মূল উৎস (কতগুলি পরিবার প্রধানত এই সব উৎসগুলি থেকে আয় করেন) : কৃষি (পশুপাখী ও মাছচাষ সহ) –
শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ) – ব্যবসা – পরিষেবা (শিক্ষকতা, চাকরি ইত্যাদি) – অন্যান্য –

(৯) ভোটারের সংখ্যা (১.১.২০০৮ তারিখের নির্বাচক তালিকা অনুযায়ী) : পুরুষ – মহিলা – মোট –

নীচের (১০) থেকে (৩৫) পর্যন্ত প্রশ্নগুলি যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে সেই তারিখের অবস্থান অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(১০) জেলা পরিষদের সদস্যসংখ্যা : সাধারণ (পুরুষ) – , সাধারণ (মহিলা) – , তপশিলী জাতি (পুরুষ) – , তপশিলী জাতি (মহিলা) – , তপশিলী উপজাতি (পুরুষ) – , তপশিলী উপজাতি (মহিলা) – , মোট (পুরুষ) – , মোট (মহিলা) – , সর্বমোট –

(১১) সভাধিপতির নাম –
(১২) সভাধিপতি কোন শ্রেণীভুক্ত * –
(১৩) সহকারী সভাধিপতির নাম –
(১৪) সহকারী সভাধিপতি কোন শ্রেণীভুক্ত * –
(১৫) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম –
(১৬) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কোন শ্রেণীভুক্ত * –
(১৭) পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম –
(১৮) পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কোন শ্রেণীভুক্ত * –
(১৯) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম –
(২০) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কোন শ্রেণীভুক্ত * –
(২১) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম –
(২২) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কোন শ্রেণীভুক্ত * –
(২৩) শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম –

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(২৪) শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(২৫) বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম –

(২৬) বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(২৭) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম –

(২৮) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(২৯) খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম –

(৩০) খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(৩১) ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম –

(৩২) ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(৩৩) সভাধিপতি কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ** –

(৩৪) সহকারী সভাধিপতি কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ** –

(৩৫) জেলা পরিষদে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল/জোটের সদস্যসংখ্যা –

নীচের (৩৬) থেকে (৫৩) পর্যন্ত প্রশ্নগুলি ১লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(৩৬) জেলা পরিষদে কোন কোন কর্মচারীর পদ খালি আছে –

(৩৭) সাধারণ কলেজের সংখ্যা –

(৩৮) টেকনিক্যাল কলেজের (আই. টি. আই বা পলিটেকনিক বা প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং) সংখ্যা –

(৩৯) তপশিলী জাতি/উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা –

(৪০) জেলা হাসপাতালে বেডের সংখ্যা –

(৪১) মহকুমা হাসপাতালের সংখ্যা –

(৪২) ঐ হাসপাতালগুলিতে মোট বেডের সংখ্যা –

(৪৩) গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা –

(৪৪) ঐ হাসপাতালগুলিতে মোট বেডের সংখ্যা –

(৪৫) মেডিকেল কলেজের সংখ্যা : (ক) অ্যালোপ্যাথিক – , (খ) হোমিওপ্যাথিক – , (গ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) –

(৪৬) জেলায় মোট মৌজার সংখ্যা –

(৪৭) বিদ্যুতায়িত মৌজার সংখ্যা –

(৪৮) কৃষিজমির পরিমাণ – হেক্টর; সেচসেবিত কৃষিজমির পরিমাণ – (ক) খরিফ মরশুম: হেক্টর, (খ)রবি মরশুম: হেক্টর; (গ) পতিত জমির পরিমাণ – হেক্টর

(৪৯) শস্য নিবিড়তা (Cropping Intensity) –

(৫০) উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল (গড় জমির পরিমাণ সহ) – (ক) (গড় জমি:), (খ) (গড় জমি:), (গ) (গড় জমি:)

(৫১) জেলা পরিষদের অধীনস্থ খাস পুকুরের সংখ্যা –

(৫২) ১০০ জন বা তার বেশী ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয় এমন কারখানার সংখ্যা (প্রসেসিং ইউনিট সহ) –

(৫৩) মুখ্য বা গৌণ খনিজ দ্রব্য কী পাওয়া যায় – (ক) মুখ্য: নাম – খনির সংখ্যা – মোট কর্মীর সংখ্যা –

(খ) গৌণ: নাম – খনির সংখ্যা – মোট কর্মীর সংখ্যা –

---

* ১ – সাধারণ (পুরুষ), ২ – সাধারণ (মহিলা), ৩ – তপশিলী জাতি (পুরুষ), ৪ – তপশিলী জাতি (মহিলা), ৫ – তপশিলী উপজাতি (পুরুষ), ৬ – তপশিলী উপজাতি (মহিলা)।

** ১ – সি.পি.আই.(এম.), ২ – সি.পি.আই, ৩ – ফরওয়ার্ড ব্লক, ৪ – আর.এস.পি., ৫ – কংগ্রেস, ৬ – তৃণমূল কংগ্রেস, ৭ – বি.জে.পি., ৮ – এস.ইউ.সি.আই., ৯ – নির্দল, ১০ – অন্যান্য।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) জেলা পরিষদের দায়িত্বে যত রাস্তা আছে তার সম্পূর্ণ তালিকা (রোড রেজিস্টার – রাস্তার নাম, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, প্রকৃতি ও গুণমান লেখা) আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. রোড রেজিষ্টার রাখতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. রোড রেজিস্টার কী ফরমায় রাখতে হবে তা জানা ছিল না। ৩. রোড রেজিষ্টার রাখার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৪. যেহেতু নতুন রাস্তা করার মতো অর্থ বা জমি জেলা পরিষদের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব মনে হয়েছে, তাই রোড রেজিস্টার তৈরী করা অর্থহীন। ৫. এরকম একটি রেজিষ্টার তৈরী হয়েছিল কিন্তু হালনাগাদ করা হয়নি। ৬. তালিকাটি আংশিক সম্পূর্ণ হয়ে আছে। ৭. রোড রেজিষ্টার আছে কিন্তু এটির দায়িত্ব কার জানা নেই বলে রেজিষ্টারটি সম্পূর্ণ করা বা হালনাগাদ করার কাজ কেউ করে না। ৮. রোড রেজিস্টার রাখার ব্যাপারে কোনো স্থায়ী সমিতির সদস্য বা জেলা পরিষদের সদস্য উৎসাহ দেখান নি বলে এদিকে নজর দেওয়া হয়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) জেলা পরিষদের দায়িত্বে থাকা রাস্তার কত শতাংশ সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত?		রোড রেজিস্টার/অন্য তথ্যের ভিত্তিতে ৯৫-১০০% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **৩**, ৭৫-৯৪% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **২**, ৬৫-৭৪% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **১**, ৬৫%-এর কম রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৩		১. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম কোনো রাস্তা নেই। ২. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম রাস্তা বেশী নেই। ৩. এ রকম রাস্তা আছে কিন্তু কখনো হিসাব করা বা মাপা হয়নি তাই কত শতাংশ জানা যাচ্ছে না। ৪. রোড রেজিষ্টার নেই বা থাকলেও কোনো রাস্তা নিয়ে দাবী উঠলে তাকে সব ঋতুতে চলার উপযুক্ত করার জন্য স্কীম নেওয়া হয়, তাই এরকম কোনো তথ্য রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি। ৫. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৬. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) যে সমস্ত রাস্তায় যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার দাবী ও প্রয়োজন আছে তার কত শতাংশ রাস্তা ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষ পর্যন্ত পরিবহনের উপযোগী করা হয়েছে?		দাবী ও প্রয়োজন আছে এমন রাস্তার ৭৫-১০০% রাস্তাকে পরিবহনের উপযোগী করা হলে **২**, ৫০-৭৪% রাস্তাকে পরিবহনের উপযোগী করা হলে **১** এবং ৫০%-এর কম রাস্তাকে পরিবহনের উপযোগী করা হলে **০**	২		১. সমগ্র জেলার ক্ষেত্রে পরিবহনের উপযোগী করা প্রয়োজন এই রকম রাস্তার পরিমাণ কত তার কোনো হিসাব নেই। ২. প্রয়োজন প্রচুর তাই কিছু কাজ করা হলেও শতাংশের হিসাবে তা উল্লেখযোগ্য নয়। ৩. সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা করা হয়নি। ৪. সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১ জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) জেলা পরিষদের দায়িত্বে থাকা রাস্তার কত শতাংশে সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন?		রোড রেজিস্টার থাকলে বা অন্যভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১০% বা তার কম হলে **৩**, ১১-১৫% হলে **২**, ১৬-২০% হলে **১**, ২০%-এর বেশী হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৩		১. মাটির প্রকৃতি এমন যে সারাই করলেও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ২. রাস্তার বহন ক্ষমতার তুলনায় বেশী ওজনের গাড়ী যাতায়াত করে বলে রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। ৩. সারাইয়ের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ষার ঠিক আগে করা হয় বলে বর্ষার পরে পরেই রাস্তা আবার নষ্ট হয়ে যায়। ৪. সমস্ত রাস্তা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৫. সারাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু অনেক সময় পাওয়া যায় না বা পেতে দেরী হয়। ৬. সারাইয়ের প্রয়োজন এমন রাস্তার পরিমাপ করা হয়নি তাই হিসাব নেই। ৭. রোড রেজিষ্টার নেই বা একটু বেশী বৃষ্টি হলে জল বের করে দেওয়া বা মাঠে জল নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা যথেচ্ছভাবে রাস্তা কেটে দেন বলে কোনো হিসাব রাখা সম্ভব নয়। ৮. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৯. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সব রাস্তা বা স্থান বেআইনি দখলমুক্ত আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. বে-আইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করতে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. বে-আইনি দখল কিনা বুঝবার জন্য মাপজোক করার লোকজন জেলা পরিষদে নেই। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে বে-আইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করার কাজ ব্যাহত হয়েছে। ৪. বে-আইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করতে গেলে অশান্তি হতে পারে এই ভেবে করা হয়নি। ৫. অধিকাংশ দখলকারী স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে এবিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া যায়নি। ৬. অনেক ক্ষেত্রে খুব নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকজন বে-আইনি ভাবে দখল করে রেখেছেন বলে মানবিক কারণে দখলমুক্ত করা হয়নি। ৭. দখলমুক্ত করতে গিয়ে কিছু মামলায় জড়িয়ে পড়ে এই উদ্যোগ নেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত বিভিন্ন সম্পত্তির তালিকা আছে কিনা ও সেগুলি কী অবস্থায় সংরক্ষিত আছে?		সম্পত্তির তালিকা আছে ও তার রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক হলে **৩** সম্পত্তির তালিকা আছে ও তার রক্ষণাবেক্ষণ আংশিক সন্তোষজনক হলে **২** সম্পত্তির তালিকা আছে কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক না হলে **১** সম্পত্তির তালিকা না থাকলে **-১**	৩		১. ন্যস্ত বিভিন্ন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ২. এইসব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অন্যান্য বিভাগ ও জেলা পরিষদের মধ্যে কার কতটা দায়িত্ব তা কোনো পক্ষেরই জানা নেই বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. ন্যস্ত বিভিন্ন সম্পত্তি সন্তোষজনক অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৪. ন্যস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তালিকা বা হিসাব নেই তাই সেগুলি কী অবস্থায় আছে জানা নেই। ৫. ন্যস্ত সম্পত্তি বেশীরভাগ বে-আইনি দখল হয়ে আছে বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ৭. ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সম্ভাব্য আয়ের থেকে বেশী বলে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ছ) জেলা পরিষদের উদ্যোগে বা তত্ত্বাবধানে গঠিত বাজার, বাসস্ট্যান্ড এবং অন্যান্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে পুরুষ ও মহিলার আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা আছে কি?		১০০% জায়গায় থাকলে **২**, ৫০-৯৯% জায়গায় থাকলে **১** এবং ৫০%-এর কম জায়গায় থাকলে **০**	২		১. সমস্ত স্থানে মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. সমস্ত স্থানে এই ব্যবস্থাগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৩. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (যেমন বাজার কমিটি, ব্যবসায়ী সমিতি, বাস মালিক বা অ্যাসোসিয়েশান ইত্যাদি) উৎসাহিত করা যায়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাগুলি করার কাজটি বিঘ্নিত হয়। ৫. শৌচাগারগুলি কতটা ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় এই ব্যবস্থাগুলি করা হয়নি। ৬. শৌচাগারগুলি রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর ব্যয় হবে ভেবে এই ব্যবস্থাগুলি করা হয়নি। ৭. শৌচাগারগুলি পরিষ্কার রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী পাওয়া যাবে কি না ভেবে এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) এলাকায় কত শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অনুমোদিত হাই মাদ্রাসাতে বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা আছে?		৮০% বা তার বেশী জায়গায় থাকলে **২**, ৬০-৭৯% জায়গায় থাকলে **১**, ৬০%-এর কম জায়গায় থাকলে **০**	২		১. সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বালক ও বালিকাদের আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. প্রয়োজনে বালক-বালিকারা বাড়ীতে বা অন্য কোথাও চলে যায় বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. সমস্ত স্থানে এই ব্যবস্থাগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাগুলি করার কাজটি বিঘ্নিত হয়। ৫. পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তরফে এই বিষয়ে আশানুরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. সর্বশিক্ষা অভিযান বা অন্যান্য বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দ থেকে এই ব্যবস্থাগুলি হয়ে যাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) জেলা পরিষদের উদ্যোগের ফলে বা মালিকানায় বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি আছে কিনা ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক কিনা?		এই রকম কেন্দ্র থাকলে ও রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক হলে **৩**, এই রকম কেন্দ্র থাকলে ও রক্ষণাবেক্ষণ আংশিক সন্তোষজনক হলে **২**, এই রকম কেন্দ্র থাকলে ও রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক না হলে **১** এবং এই রকম কেন্দ্র না থাকলে **০**	৩		১. এই সমস্ত কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. এই সমস্ত কেন্দ্র গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যায়নি। ৪. এই সমস্ত কেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিকে সন্তোষজনক অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে এই কেন্দ্রগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের কাজটিতে গুরুত্ব দেওয়া যায়নি। ৭. এই ধরণের কেন্দ্র গড়ে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সম্ভাব্য আয়ের থেকে বেশী বলে এই কাজে উৎসাহ দেখানো হয়নি। ৮. কেন্দ্রগুলিতে যেসব ব্যবসায়ী বা সুবিধাভোগীরা আছেন তাঁরা কোনো সহায়তা দেন নি বা উৎসাহ দেখান নি বলে রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঞ) জেলা পরিষদ এলাকার নিকাশী (বিশেষ করে একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা নিয়ে যে সব নিকাশী ব্যবস্থা আছে) ব্যবস্থাগুলির অবস্থা কী রকম?		সন্তোষজনক হলে **২**, আংশিক সন্তোষজনক হলে **১**, সন্তোষজনক না হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. নিকাশী ব্যবস্থার দিকে সেভাবে নজর দেওয়া হয় নি। ২. নিকাশী ব্যবস্থা থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলি কার্যকরী অবস্থায় নেই। ৩. সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থানে নিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৪. নিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জমি পাওয়া যায়নি। ৫. সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিকাশীব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগ নেয়নি। ৬. অনেক নিকাশী নালাই পাশের জমির মালিকরা জবরদখল করে নিয়েছেন। ৭. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে স্থানীয় চাপ অনেক বেশী থাকায় নিকাশীব্যবস্থার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। ৮. বেশী সমস্যার জায়গাগুলি আশ-পাশের তুলনায় বেশ নিচু হওয়ার ফলে বড় ধরণের পরিকল্পনা প্রয়োজন যা জেলা পরিষদের প্রশাসনিক/আর্থিক ক্ষমতার বাইরে (স্থানগুলি উল্লেখ করুন) - ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ট) জেলা পরিষদের পক্ষে বন্যা প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা করা সম্ভব তার অবস্থা কী রকম?		সন্তোষজনক হলে **২**, আংশিক সন্তোষজনক হলে **১** এবং সন্তোষজনক না হলে **০**	২		১. এই এলাকায় বন্যার সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই এরকম কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। ২. এই ব্যবস্থাগুলি কিরকম হবে জানা নেই। ৩. এই ব্যবস্থাগুলি করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই ব্যবস্থাগুলি করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৫. এই ব্যবস্থাগুলি করার জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায়নি বলে কিছু করা হয়নি। ৬. বন্যা প্রতিরোধের জন্য এখানে যে ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা জেলা পরিষদের সাধ্যের বাইরে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঠ) বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও তাদের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে মোট যত গাছ লাগান সেগুলি সব সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট নার্সারি জেলা পরিষদ এলাকায় আছে কি? (অর্থাৎ কোনো গাছ বাইরে থেকে কিনে আনতে হয় না)		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. নার্শারি গড়ে তোলার বিষয়টি কখনো ভাবা হয়নি। ২. এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক নার্শারি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. নার্শারি গড়ে তোলার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বলা হয়েছিল কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। ৪. স্থানীয় স্বনির্ভর দল বা অন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করার মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. যথেষ্ট সংখ্যক নার্শারি গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে নেই। ৬. নার্শারি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রচুর চারাগাছ নষ্ট হয়ে যায়। ৭. স্থানীয় মানুষদের গাছ লাগানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন করা যায় নি বলে বহু চারাগাছ নষ্ট হয়ে যায়। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ড) জেলা পরিষদের দায়িত্বে মোট যত রাস্তা বা ব্রীজ আছে তার মধ্যে যে পরিমাণ রাস্তায় আলো থাকা দরকার তার কত শতাংশ দৈর্ঘ্যে আলোর ব্যবস্থা আছে?		৬০-১০০% দৈর্ঘ্যে থাকলে **২**, ৩০-৫৯% দৈর্ঘ্যে থাকলে **১**, ৩০%-এর কম দৈর্ঘ্যে থাকলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. আলোর ব্যবস্থা করার দিকে সেভাবে নজর দেওয়া হয় নি। ২. আলোর ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কার্যকরী অবস্থায় নেই। ৩. আলোর ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৪. ব্যবস্থা করার পর সরঞ্জাম চুরি হয়ে যাচ্ছে দেখে সেখানে আলোর ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৫. আলোর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে তা জানা ছিল না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করন) -
(ঢ) যে সমস্ত বাড়ী বা কাঠামোর প্ল্যান অনুমোদনের জন্য জেলা পরিষদে আসে (গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি মারফৎ) সেগুলি কত দিনের মধ্যে অনুমোদন করা হয়?		৩০ দিনের মধ্যে হলে **২**, ৩১-৬০ দিনের মধ্যে হলে **১**, ৬০ দিনের পরে হলে **০** এবং এরকম প্ল্যান না আসলে **-১**	২		১. এগুলি জেলা পরিষদকে অনুমোদন করতে হবে জানা ছিল না। ২. গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এরকম কোনো প্ল্যান আসে না। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এরকম প্ল্যান আসে কিন্তু লোকবলের অভাবের জন্য অনুমোদনের কাজগুলি করা হয় না। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এরকম প্ল্যান আসে কিন্তু লোকবলের অভাবের জন্য অনুমোদনের কাজগুলি করতে দেরী হয়। ৫. আগে অনুমোদনের কাজগুলি করা হত কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদের প্রাপ্য অর্থ দেয় না বলে এখন করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৩০		

২. জেলা পরিষদের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ

(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতিগুলির কটি করে সভা হয়েছে?

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) জেলা পরিষদের সাধারণ সভা		সভার সংখ্যা ৬ বা তার বেশি হলে **১০**, ৫ হলে **৮**, ৪ হলে **৬**, ৩ হলে **৪** এবং ৩-এর কম হলে **০**	১০		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ জেলা পরিষদের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৪. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সব সময় পাওয়া যায় নি। ৫. সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে সভা ডাকার দরকার হয়নি। ৬. সভা হলে নানান আপত্তিকর প্রশ্ন উঠে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় বলে সভা ডাকা হয় না। ৭. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৮. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে হয়ে যায়, সেইজন্য সাধারণ সভার মিটিং নিয়মিত হয় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতিগুলির কটি করে সভা হয়েছে? (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২) অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ (সভাধিপতি) যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ (সভাধিপতি) নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর (সভাধিপতি) তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতিগুলির কটি করে সভা হয়েছে? (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতিগুলির কটি করে সভা হয়েছে? (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৬) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৭) শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতিগুলির কটি করে সভা হয়েছে? (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৮) বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৯) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতিগুলির কটি করে সভা হয়েছে? (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১০) খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(১১) ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি		সভার সংখ্যা ১২ বা তার বেশি হলে **৫**, ১০-১১ হলে **৩**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ী সমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. বিভাগীয় আধিকারিকরা না আসার ফলে সভাগুলি কাজের উপযোগী ও অর্থপূর্ণ হয়না বলে সভা ডাকা হয় না। ৯. বিশেষ করে বিরোধী সদস্যরা নানান অসুবিধাজনক প্রশ্ন তোলেন বলে সভা ডাকা হয় নি। ১০. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ১১. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১২. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৬০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৪)			১৫		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(খ) জেলা পরিষদের সাধারণ সভা বিষয়ক

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভার কটি মিটিং মুলতবী হয়েছে?		একটিও না হলে **২**, ১-২টি হলে **১** এবং ৩টি বা তার বেশি হলে **০**	২		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিযুক্ত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. নিজের নির্বাচনক্ষেত্রের কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে না থাকলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সভা মুলতবী হয়েছে। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের কতগুলি সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী মত/প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে?		৩-এর বেশি হলে **৩**, ৩ হলে **২**, ২ হলে **১** এবং ২-এর কম হলে **০**	৩		১. বিরোধী মত বা প্রস্তাব যে কার্যবিবরণীতে লেখা উচিৎ এটা জানা ছিল না। ২. বিরোধী মত বা প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখার রেওয়াজ নেই, শুধু সিদ্ধান্তই লেখা হয়। ৩. বিরোধী মত বা প্রস্তাব সভায় তেমনভাবে উঠে আসে না। ৪. বিরোধী মত বা প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লিখলে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হতে পারে বলে সেগুলি লেখা হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভাগুলিতে ও স্থায়ী সমিতিগুলির সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল?

ক্ষেত্র	গড় উপস্থিতি (%)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) জেলা পরিষদের সাধারণ সভা		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৬৫-৭৯% হলে **৮**, ৫০-৬৪% হলে **৬**, ৩৫-৪৯% হলে **৪**, ২৫-৩৪% হলে **২** এবং ২৫%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	১০		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. অনেক বিরোধী সদস্য সভায় আসতে চান না। ৫. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৮. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভাগুলিতে ও স্থায়ী সমিতিগুলির সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল? (চলছে)

ক্ষেত্র	গড় উপস্থিতি (%)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২) অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১২. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভাগুলিতে ও স্থায়ী সমিতিগুলির সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল? (চলছে)

ক্ষেত্র	গড় উপস্থিতি (%)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১২. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১২. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভাগুলিতে ও স্থায়ী সমিতিগুলির সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল? (চলছে)

ক্ষেত্র	গড় উপস্থিতি (%)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৬) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১২. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৭) শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১২. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভাগুলিতে ও স্থায়ী সমিতিগুলির সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল? (চলছে)

ক্ষেত্র	গড় উপস্থিতি (%)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৮) বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১২. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৯) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১২. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভাগুলিতে ও স্থায়ী সমিতিগুলির সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল? (চলছে)

ক্ষেত্র	গড় উপস্থিতি (%)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১০) খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১২. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(১১) ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৪**, ৬৫-৭৯% হলে **৩**, ৫০-৬৪% হলে **২**, ৩৩-৪৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৪		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে স্থায়ী সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. বিরোধী সদস্যরা সভায় আসতে চান না। ৮. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১২. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৫)			১০		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৩. জেলা পরিষদের কাজে অন্যস্তরের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ

(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের জেলা সংসদ সভাদুটিতে উপস্থিতির হার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) বার্ষিক জেলা সংসদ সভায় (জুলাই/অগাষ্ট ২০০৭) উপস্থিতির হার কত ছিল?	মোট জেলা সংসদ সদস্য: উপস্থিত সদস্য: উপস্থিতির হার (%):	উপস্থিতির হার ৫০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৪০-৪৯% হলে **৯**, ৩৫-৩৯% হলে **৮**, ৩০-৩৪% হলে **৭**, ২৫-২৯% হলে **৬**, ২০-২৪% হলে **৫**, ১৫-১৯% হলে **৪**, ১৩-১৪% হলে **৩**, ১১-১২% হলে **২**, ১০% হলে **১**, ১০%-এর কম হলে ০ এবং জেলা সংসদ সভা না হলে **-৫**	১০		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সবাই ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. ভিন্ন মতাদর্শী সদস্যরা জেলা সংসদ সভায় আসতে উৎসাহিত বোধ করেন না। ৩. সভা করার জন্য যে সময় ঠিক করা হয়েছিল, সেই সময়ে সকলে কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে সভায় সদস্যরা আসতে পারেন না। ৪. জেলা পরিষদের অধিকারে অকারণ হস্তক্ষেপ করা হবে মনে করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভায় তোলা হয় না। ৫. জেলা সংসদের আলোচ্য বিষয় সদস্যদেরকে প্রভাবিত করে না। ৬. জেলা সংসদ সভায় যে বিষয়গুলি আলোচিত হয় তা সমস্ত সদস্য খুব ভালো বুঝতে পারেন না। ৭. সদস্যরা জেলা সংসদ সভায় আলোচনার সুযোগ তেমনভাবে পান না। ৮. জেলা সংসদ সভায় শুধু আলোচনাই হয় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। ৯. সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী উপস্থিত হন না বলে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ১০. জেলা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সেই সিদ্ধান্তে এলাকার মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন প্রতিফলিত হয় না। ১১. জেলা সংসদ সভায় কিছু তালিকা তৈরী হয়, কোনো অগ্রাধিকার নিরূপণ হয় না। ১২. জেলা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রাধিকার নিরূপণ হলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) ষান্মাসিক জেলা সংসদ সভায় (জানুয়ারী/ ফ্রেরুয়ারী ২০০৮) উপস্থিতির হার কত ছিল?	মোট জেলা সংসদ সদস্য: উপস্থিত সদস্য: উপস্থিতির হার (%):	উপস্থিতির হার ৫০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৪০-৪৯% হলে **৯**, ৩৫-৩৯% হলে **৮**, ৩০-৩৪% হলে **৭**, ২৫-২৯% হলে **৬**, ২০-২৪% হলে **৫**, ১৫-১৯% হলে **৪**, ১৩-১৪% হলে **৩**, ১১-১২% হলে **২**, ১০% হলে **১**, ১০%-এর কম হলে ০ এবং জেলা সংসদ সভা না হলে **-৫**	১০		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সবাই ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. ভিন্ন মতাদর্শী সদস্যরা জেলা সংসদ সভায় আসতে উৎসাহিত বোধ করেন না। ৩. সভা করার জন্য যে সময় ঠিক করা হয়েছিল, সেই সময়ে সকলে কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে সভায় সদস্যরা আসতে পারেন না। ৪. জেলা পরিষদের অধিকারে অকারণ হস্তক্ষেপ করা হবে মনে করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভায় তোলা হয় না। ৫. জেলা সংসদের আলোচ্য বিষয় সদস্যদেরকে প্রভাবিত করে না। ৬. জেলা সংসদ সভায় যে বিষয়গুলি আলোচিত হয় তা সমস্ত সদস্য খুব ভালো বুঝতে পারেন না। ৭. সদস্যরা জেলা সংসদ সভায় আলোচনার সুযোগ তেমনভাবে পান না। ৮. জেলা সংসদ সভায় শুধু আলোচনাই হয় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। ৯. সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী উপস্থিত হন না বলে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ১০. জেলা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সেই সিদ্ধান্তে এলাকার মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন প্রতিফলিত হয় না। ১১. জেলা সংসদ সভায় কিছু তালিকা তৈরী হয়, কোনো অগ্রাধিকার নিরূপণ হয় না। ১২. জেলা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রাধিকার নিরূপণ হলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

৪. জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির কার্যকারিতা

(ক) কোন কোন স্থায়ী সমিতি ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের জন্য তাদের বাজেট তৈরী করে জমা দিয়েছে?

কোন কোন স্থায়ী সমিতি বাজেট তৈরী করে জমা দিয়েছে (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	বাজেট তৈরী করে জমা দেওয়া স্থায়ী সমিতির সংখ্যা	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ২. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ ৩. পূর্তকার্য ও পরিবহন ৪. কৃষি, সেচ ও সমবায় ৫. শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া ৬. শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ ৭. বন ও ভূমি সংস্কার ৮. মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ ৯. খাদ্য ও সরবরাহ ১০. ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি		উক্ত সংখ্যা × ১	১০		১. স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরী করার প্রয়োজন ঠিকমতো বোঝা যায় নি। ২. স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরীর পদ্ধতিটি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। ৩. বাজেট তৈরীর পদ্ধতিটি বুঝলেও হাতে কলমে বাজেট করতে অসুবিধা হয়েছে। ৪. বিভিন্ন কর্মসূচির বাজেটকে স্থায়ী সমিতির ভিত্তিতে ভাঙ্গা অসুবিধাজনক মনে হয়েছে। ৫. স্থায়ী সমিতিগুলি বাজেট তৈরী করতে পারবে না ধরে নিয়ে তাদেরকে বলা হয় নি। ৬. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি সকল স্থায়ী সমিতির বাজেট করে দেবে এই ভেবে অন্য স্থায়ী সমিতিতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৭. বাজেট তৈরী করতে বললেও স্থায়ী সমিতিগুলির কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় নি। ৮. স্থায়ী সমিতিগুলির বাজেট তৈরী করার মতো সক্ষমতা নেই। ৯. স্থায়ী সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে সংশ্লিষ্ট কর্মী/আধিকারিকরা উৎসাহিত হন না। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			৫		

(খ) কোন কোন স্থায়ী সমিতি ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের বাজেট ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০০৭-এর মধ্যে তৈরী করে জমা দিয়েছে?

কোন কোন স্থায়ী সমিতি ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ -এর মধ্যে বাজেট তৈরী করে জমা দিয়েছে (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	ঐ সময়সীমার মধ্যে বাজেট জমা দেওয়া স্থায়ী সমিতির সংখ্যা	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ২. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ ৩. পূর্তকার্য ও পরিবহন ৪. কৃষি, সেচ ও সমবায় ৫. শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া ৬. শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ ৭. বন ও ভূমি সংস্কার ৮. মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ ৯. খাদ্য ও সরবরাহ ১০. ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি		উক্ত সংখ্যা × ১	১০		১. স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরী হয়নি। ২. নির্ধারিত সময়সীমা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। ৩. বাজেট তৈরীর বর্তমান পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাজেট করা যায় না। ৪. পঞ্চায়েত সমিতি তার সাধারণ সভায় বা অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় স্থায়ী সমিতিগুলিকে বাজেট তৈরী করে জমা দেওয়ার কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। ৫. অন্য কাজের চাপে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করা যায় নি। ৬. এই বাজেট করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মী/আধিকারিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			৫		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে?

<table>
<tr><th>স্থায়ী সমিতি</th><th>বিষয়</th><th>নির্ধারিত নম্বরের ধরণ</th><th>সর্বোচ্চ নম্বর</th><th>প্রাপ্ত নম্বর</th><th>ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ
[এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]</th></tr>
<tr><td rowspan="5">অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা (✓ দিন)</td><td>(১) জেলা পরিষদ পরিকল্পনা | (২) বাজেট ও সম্পূরক বাজেট | (৩) সম্পদ সংগ্রহ | (৪) কর্মসংস্থান প্রকল্পের অগ্রগতি
(৫) বাজার/ব্যবসা/ উৎপাদন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | (৬) সদস্য বা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ | (৭) জেলা পরিষদের বিভিন্ন ডাক-বাংলো, প্রেস, ফেরী, অতিথিশালা ও অন্যান্য সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আয়ের পরিকল্পনা
(৮) বিভিন্ন স্কীমের রূপায়ণে অনুমোদিত টাকা সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে কিনা তা দেখা ও না হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া | (৯) মেলার লাইসেন্স প্রদান ও সেসব স্থানে স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা | (১০) নিজস্ব তহবিল থেকে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অনুদান দেওয়া | (১১) ২৭ নং ফর্মের সাহায্যে আয়-ব্যয়ের বিশ্লেষণ
(১২) প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার ও তার হিসাব রাজ্য সরকারকে দেওয়া | (১৩) নিরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়া | (১৪) জেলা পরিষদের কর্মী নিয়োগ ও সংস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থার উন্নতি | (১৫) বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি ও শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত</td><td>প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর</td><td>১৫</td><td></td><td>১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না।
২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।
৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।
৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি।
৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।
৭. কর্মাধ্যক্ষ (সভাধিপতি) নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৯. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি।
১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
</table>

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতি	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ (✓ দিন)	(১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ডাক্তার আসার ব্যবস্থা করা; (২) শিশু ও মাতৃমৃত্যু কমানো; (৩) স্বাস্থ্যবিধান, পরিবেশ রক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ; (৪) নিরাপদ জল সরবরাহ ও জলের গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা করা; (৫) পরিবার পরিকল্পনা; (৬) পুষ্টি; (৭) উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণ; (৮) নিকাশী ব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদি পতঙ্গ বা জলবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ; (৯) গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক, ডিস্‌পেনসারীতে দেয় চিকিৎসা পরিষেবা; (১০) জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত মাসিক সভার রিপোর্টগুলির নিয়মিত পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাগ্রহণ; (১১) সাধারণ ও সংক্রামক অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গড়ে তোলা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১১		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
পূর্তকার্য ও পরিবহন (✓ দিন)	(১) প্রতিটি গ্রামকে সব ঋতুতে চলার উপযোগী রাস্তার সাহায্যে যুক্ত করা; (২) জেলা পরিষদের রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পথ দুর্ঘটনা কমানোর ব্যবস্থা; (৩) গ্রামাঞ্চলে নতুন নিকাশী ব্যবস্থা তৈরী; (৪) গ্রামাঞ্চলে পুরানো নিকাশী ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ; (৫) সাধারণের ব্যবহার্য পরিকাঠামো তৈরী করা; (৬) আগে যে সমস্ত পরিকাঠামো তৈরী হয়েছে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ; (৭) জেলা পরিষদের বিভিন্ন ভবন ও অন্যান্য সম্পত্তি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ; (৮) পরিবহন ব্যবস্থা (সড়ক ও জলপথ); (৯) রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা; (১০) লোকশিক্ষা সঞ্চারের এস.আই.টি. কক্ষে উপযুক্ত পরিকাঠামো বজায় রাখা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর *	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতি	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
কৃষি, সেচ ও সমবায় (✓ দিন)	(১) কৃষি সম্প্রসারণ; (২) জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো; (৩) ফলের ও ফুলের চাষ; (৪) কৃষির বৈচিত্র্য বাড়ানো; (৫) কৃষি বিপণন; (৬) ভূমি সংরক্ষণ; (৭) জল সংরক্ষণ ও জলবিভাজিকা উন্নয়ন; (৮) সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; (৯) সমবায় ও কৃষি ঋণ; (১০) বিভিন্ন ফসলে চাষীদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়া নিশ্চিত করা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া (✓ দিন)	(১) ১০০ শতাংশ বালক-বালিকার জন্য প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা; (২) শিশু শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি মূল্যায়ন ও তদারকি; (৩) বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামো; (৪) মিড ডে মিল প্রকল্প মূল্যায়ন ও তদারকি; (৫) বয়স্ক শিক্ষা এবং প্রবহমান শিক্ষা; (৬) বৃত্তিমূলক শিক্ষা; (৭) ক্রীড়া; (৮) গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র; (৯) সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশসাধন; (১০) পুরাতাত্ত্বিক ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ভবন বা ঐ জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

<table>
<tr><th>স্থায়ী সমিতি</th><th>বিষয়</th><th>নির্ধারিত নম্বরের ধরণ</th><th>সর্বোচ্চ নম্বর</th><th>প্রাপ্ত নম্বর</th><th>ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ
[এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]</th></tr>
<tr><td rowspan="2">শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ (✓ দিন)</td><td>(১) শিশুশ্রম প্রতিরোধ | (২) অল্প বয়সে বিবাহ, পণপ্রথা, নারী পাচার এবং নারী ও শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জনমত ও জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা | (৩) বালিকাদের বিদ্যালয়-ছুট বন্ধ করার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা | (৪) ICDS কেন্দ্রগুলির নিজস্ব বাড়ী তৈরী ও তার রক্ষণা-বেক্ষণ | (৫) স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংক্রান্ত কর্মসূচি
(৬) প্রতিবন্ধী কল্যাণ | (৭) তপশিলী জাতি/ উপজাতি ভুক্ত ব্যক্তিদের কল্যাণ | (৮) বয়স্ক ও দুর্বল ব্যক্তিদের কল্যাণ (IGNOAPS, NFBS ভাতাপ্রদান ও অন্যান্য পেনশন প্রকল্প সহ) | (৯) আইনি সহায়তা (Legal Aid) | (১০) ত্রাণ ও পুনর্বাসন</td><td>প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর</td><td>১০</td><td></td><td>১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না।
২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।
৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।
৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি।
৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।
৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি।
১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td>(১) ভূমি সংস্কার | (২) খাস বা পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমিতে স্বনির্ভর দলগুলিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো | (৩) এলাকার জৈব বৈচিত্র্য বজায় রাখা | (৪) চাষ ও বসবাসের জন্য জমি ক্রয় প্রকল্পের রূপায়ণ | (৫) সামাজিক বনসৃজন ও বনখামার
(৬) ভূমির সদ্ব্যবহার | (৭) খাস জমি ও ন্যস্ত জমির সদ্ব্যবহার | (৮) যৌথ উদ্যোগে বন সংরক্ষণ ও বনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ | (৯) জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি ও যথাযথ ব্যবহার | (১০) পর্যটন শিল্পের বিস্তার</td><td>প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর</td><td>১০</td><td></td><td>১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না।
২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।
৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।
৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি।
৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।
৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি।
১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td>বন ও ভূমি সংস্কার (✓ দিন)</td></tr>
</table>

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

<table>
<tr><td rowspan="2">স্থায়ী সমিতি</td><td colspan="4">বিষয়</td><td rowspan="2">নির্ধারিত নম্বরের ধরণ</td><td rowspan="2">সর্বোচ্চ নম্বর</td><td rowspan="2">প্রাপ্ত নম্বর</td><td rowspan="2">ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ
[এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]</td></tr>
<tr><td>(১)
মাছ চাষের সুযোগ বাড়ানো</td><td>(২)
মাছ চাষের জন্য মিনিকিট বিতরণ</td><td>(৩)
মাছ চাষের বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি মানুষকে জানানো</td><td>(৪)
গরু, মহিষ, ছাগল, শুকর প্রভৃতির পালন বাড়ানো</td></tr>
<tr><td rowspan="2">মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ
(✓ দিন)</td><td>(৫)
গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন</td><td>(৬)
গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা</td><td>(৭)
হাঁস মুরগীর পালন বাড়ানো</td><td>(৮)
হাঁস মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা</td><td>প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর</td><td>৮</td><td></td><td>১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না।
২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।
৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।
৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি।
৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।
৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি।
১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
</table>

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

<table>
<tr><th>স্থায়ী সমিতি</th><th colspan="6">উত্তর</th><th>নির্ধারিত নম্বরের ধরণ</th><th>সর্বোচ্চ নম্বর</th><th>প্রাপ্ত নম্বর</th><th>ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ
[এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]</th></tr>
<tr><td rowspan="2">খাদ্য ও সরবরাহ (✓ দিন)</td><td colspan="2">(১)
বিভিন্ন ধরণের রেশনকার্ডধারীরা প্রতি সপ্তাহে রেশন দোকান থেকে কোন কোন জিনিস কী কী পরিমাণে পাবেন তার তালিকা সমস্ত রেশন দোকানের সামনে নোটিশবোর্ডে টাঙানো হচ্ছে কি না তা তদারকি করা</td><td>(২)
ঐ তালিকার পরিমাণ অনুযায়ী সবাই রেশন পাচ্ছেন কি না তা তদারকি করা</td><td>(৩)
গণবন্টনের জন্য চাল সংগ্রহে সাহায্য করা</td><td>(৪)
গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্যগুলিকে হালনাগাদ (Update) করার কাজটি তদারকি করা</td><td rowspan="2">প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর</td><td rowspan="2">৮</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না।
২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।
৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।
৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি।
৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।
৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি।
১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td>(৫)
বি.পি.এল. কার্ড বিতরণে তদারকি</td><td>(৬)
যে সমস্ত পরিবার দুবেলা ঠিকঠাক খেতে পান না তাঁদের নামের তালিকা (গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক) তৈরী করার কাজটি তদারকি করা</td><td>(৭)
ঐ তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পাচ্ছেন কি না তা দেখা</td><td colspan="2">(৮)
ঐ তালিকাভুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তিরা এরকম সহায়তার সুযোগ নিতে পারছেন না বা যাঁরা এরকম সহায়তা পাচ্ছেন না তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা খানিকটা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে দিয়ে করানো এবং বাকী সহায়তা জেলা পরিষদ থেকে করা</td></tr>
</table>

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতি	উত্তর				নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি (✓ দিন)	(১) ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প	(২) হস্ত শিল্প	(৩) খাদি ও গ্রামীণ চিরন্তনী শিল্প	(৪) ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	৮		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৫) শিল্পপণ্যের বিপণন	(৬) প্রতিটি বসতিতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছানো	(৭) চাহিদা আছে এমন সমস্ত পরিবারে বিদ্যুৎ সরবরাহ	(৮) অচিরাচরিত শক্তির উৎস নির্মাণ ও ব্যবহারের প্রসার				
মোট						১০০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৫)						২০		

৫. জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলিতে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য কতগুলি মাসিক বৈঠক করে তার সংকলিত রিপোর্ট রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়েছে?		সব মাসেই (১২) এই বৈঠক হয়েছে এবং সব প্রকল্পের সংকলিত রিপোর্ট রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়েছে এমন হলে **৪**, ১১টি মাসিক বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলির সংকলিত রিপোর্ট রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়েছে এমন হলে **৩**, ১০টি মাসিক বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলির সংকলিত রিপোর্ট রাজ্যস্তরে পাঠানো হয়েছে এমন হলে **২**, ৮-৯টি বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলির সংকলিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে এমন হলে **১** এবং ৮টির কম বৈঠক হলে **০**	৪		১. প্রত্যেক মাসে এরকম বৈঠক ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. প্রত্যেক মাসে এরকম বৈঠক ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. প্রত্যেক মাসে এরকম বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. বৈঠক ডাকা হলেও তার সংকলিত রিপোর্ট তৈরী করা হয় না। ৫. বৈঠক ডাকা হলেও তার সংকলিত রিপোর্ট পাঠানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগে ঘাটতি আছে। ৬. পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে রিপোর্ট পাওয়া যায় না বা বৈঠক ডাকলেও উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

৫. জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনার সব সভাতেই অন্তত: কত শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সব সভাতেই সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন (২) সব সভাতেই অন্তত: ৮০% পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন (৩) এক বা একাধিক সভাতে ৮০%-এর কম পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন	সব সভাতেই সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এমন হলে **২,** সব সভাতেই অন্তত: ৮০% পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এমন হলে **১** এবং এক বা একাধিক সভাতে ৮০%-এর কম পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এমন হলে **০**	২		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো সব পঞ্চায়েত সমিতিতে গিয়ে পৌঁছয় না, অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতির সব প্রতিনিধিরা ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. অনেক সময়েই এত তড়িঘড়ি এই সভাগুলি ডাকা হয় যে সব পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিদের পক্ষে আসা সম্ভব হয় না। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেক পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিরা সভায় আসতে চান না। ৪. যে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির অগ্রগতি আশানুরূপ নয় তাদের প্রতিনিধিরা অপদস্থ হওয়ার ভয়ে আসতে চান না। ৫. পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে অগ্রগতি না হওয়ার কারণ হিসাবে যে অসুবিধাগুলির কথা সভায় তোলা হয় তা দূর করতে জেলা পরিষদের তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না বলে পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিরা সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. জেলা পরিষদে যে রাজনৈতিক দল/জোট ক্ষমতাসীন তাদের বিরোধী রাজনৈতিক দল/জোট যে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতায় আছে তাদের প্রতিনিধিরা বিরূপ সমালোচনার আশঙ্কায় সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. সব পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিদের ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক রূপায়িত প্রকল্পগুলি জেলা পরিষদের তরফ থেকে কতবার পরিদর্শন করা হয়েছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	১) পঞ্চায়েত সমিতি পিছু ৩ মাসে ১ বার বা তার বেশী (২) পঞ্চায়েত সমিতি পিছু ৩ মাসে ১ বারের কম কিন্তু ৬ মাসে ১ বার বা তার বেশী (৩) পঞ্চায়েত সমিতি পিছু ৬ মাসে ১ বারের কম	পঞ্চায়েত সমিতি পিছু ৩ মাসে ১ বার বা তার বেশী হলে **২,** পঞ্চায়েত সমিতি পিছু ৩ মাসে ১ বারের কম কিন্তু ৬ মাসে ১ বার বা তার বেশী হলে **১** এবং পঞ্চায়েত সমিতি পিছু ৬ মাসে ১ বারের কম হলে **০**	২		১. নিয়মিত পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক রূপায়িত প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক রূপায়িত প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. নিয়মিত পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক রূপায়িত প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক রূপায়িত প্রকল্পগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করা যায় নি। ৫. প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। ৬. গাড়ী না পাওয়া বা যাতায়াত ভাতা পাওয়ার সমস্যা থাকার কারণে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক রূপায়িত প্রকল্পগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করা যায় নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

৫. জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) যতগুলি এইরকম পরিদর্শন হয়েছে তার মধ্যে কত শতাংশ পরিদর্শনের রিপোর্ট জেলা পরিষদে জমা পড়েছে?		৮০% বা তার বেশী পরিদর্শনের রিপোর্ট জেলা পরিষদে জমা পড়েছে এমন হলে **২**, ৬০-৭৯% পরিদর্শনের রিপোর্ট জেলা পরিষদে জমা পড়েছে এমন হলে **১** এবং ৬০%-এর কম পরিদর্শনের রিপোর্ট জেলা পরিষদে জমা পড়েছে এমন হলে **০**	২		১. পরিদর্শনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার রেওয়াজ নেই। ২. পরিদর্শনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. পরিদর্শনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে পরিদর্শনের রিপোর্ট জমা দেওয়া যায় নি। ৫. অনেকেই বিরূপ মন্তব্য লিখে কারো বিরাগভাজন হতে চান না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) যতগুলি এইরকম রিপোর্ট জমা পড়েছে তার মধ্যে কত শতাংশ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে?		৮০% বা তার বেশী রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে এমন হলে **২**, ৬০-৭৯% রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে এমন হলে **১** এবং ৬০%-এর কম রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে এমন হলে **০**	২		১. পরিদর্শনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার রেওয়াজ নেই। ২. পরিদর্শনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. পরিদর্শনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. অন্যান্য অনেক বিষয় থাকায় পরিদর্শনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা যায় নি। ৫. রিপোর্টে বিরূপ মন্তব্য থাকলে অনেক সদস্যই প্রকাশ্য আলোচনায় যেতে চান না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) পদাধিকারী বা আধিকারিকদের নির্দিষ্ট করে এক বা একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া আছে কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. পদাধিকারী বা আধিকারিকদের নির্দিষ্ট করে এক বা একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়ার রেওয়াজ নেই। ২. পদাধিকারী বা আধিকারিকদের নির্দিষ্ট করে এক বা একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. পদাধিকারী বা আধিকারিকদের নির্দিষ্ট করে এক বা একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. পদাধিকারী বা আধিকারিকদের নির্দিষ্ট করে এক বা একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া অসুবিধাজনক। ৫. এর আগে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে দেখা গেছে কাজ হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আসা শেষ প্রকল্প/প্রকল্পগুচ্ছ কতদিনের মধ্যে ভেটিং করে পঞ্চায়েত সমিতিতে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে?		১০ দিনের মধ্যে হলে **২**, ১১-২১ দিনের মধ্যে হলে **১** এবং ২১ দিনের বেশী হলে **০**	২		১. তাড়াতাড়ি প্রকল্পগুলি ভেটিং করার রেওয়াজ নেই। ২. তাড়াতাড়ি প্রকল্পগুলি ভেটিং করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে তাড়াতাড়ি প্রকল্পগুলি ভেটিং করা সম্ভব হয় না। ৪. ভেটিংয়ের জন্য আসা প্রকল্পের সংখ্যা এত বেশী যে তাড়াতাড়ি সবগুলি ভেটিং করা সম্ভব হয় না। ৫. প্রকল্প ঠিকমতো তৈরী হয়না বলে ফেরৎ পাঠাতে হয়, তাই ভেটিং-এ দেরী হয়। ৬. লোকবলের অভাব বলে ভেটিং-এ দেরি হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

৫. জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) জেলা পরিষদের তরফে পঞ্চায়েত সমিতির মজুরীভিত্তিক কাজের মাস্টার রোল কতবার করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?(যার নাম লেখা আছে তার সঙ্গে দেখা করে)?		পঞ্চায়েত সমিতি পিছু গড়ে বছরে ২ বার বা তার বেশী এই রকম পরীক্ষা হলে **৪**, পঞ্চায়েত সমিতি পিছু গড়ে বছরে ১ বার বা তার বেশী কিন্তু ২ বারের কম এই রকম পরীক্ষা হলে **২** এবং পঞ্চায়েত সমিতি পিছু গড়ে বছরে ১ বারের কম এই রকম পরীক্ষা হলে **০**	৪		১. পঞ্চায়েত সমিতির মজুরীভিত্তিক কাজের মাস্টার রোল পরীক্ষা করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. পঞ্চায়েত সমিতির মজুরীভিত্তিক কাজের মাস্টার রোল পরীক্ষা করার রেওয়াজ নেই। ৩. পঞ্চায়েত সমিতির মজুরীভিত্তিক কাজের মাস্টার রোল পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৪. পঞ্চায়েত সমিতির মজুরীভিত্তিক কাজের মাস্টার রোল পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৫. মাস্টার রোল পরীক্ষা করার কাজে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সহযোগিতা পাওয়া যায় না। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে পঞ্চায়েত সমিতির মজুরীভিত্তিক কাজের মাস্টার রোল পরীক্ষা করা যায় নি। ৭. গাড়ী না পাওয়া বা যাতায়াত ভাতা পাওয়ার সমস্যা থাকার কারণে পঞ্চায়েত সমিতির মজুরীভিত্তিক কাজের মাস্টার রোল পরীক্ষা করা যায় নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) জেলা পরিষদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা জেলা পরিষদের নিজস্ব অফিসবাড়ীতে আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করার প্রয়োজন কম, সেজন্য একটি বড় হল তৈরি করা বাজে বিনিয়োগ বলে মনে হয়েছে। ২. সকলকে নিয়ে সভা করার বদলে ছোট ছোট ভাগে সভা করা বেশী ফলপ্রসূ বলে দেখা গেছে। ৩. এইরকম ঘর তৈরী করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. এইরকম ঘর তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৫. এইরকম ঘর তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করার মতো কোনো বড় ঘর জেলা পরিষদ অফিসে আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করার প্রয়োজন কম, সেজন্য একটি বড় হল তৈরি করা বাজে বিনিয়োগ বলে মনে হয়েছে। ২. সকলকে নিয়ে সভা করার বদলে ছোট ছোট ভাগে সভা করা বেশী ফলপ্রসূ বলে দেখা গেছে। ৩. এইরকম ঘর তৈরী করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. এইরকম ঘর তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা পরিষদের হাতে নেই। ৫. এইরকম ঘর তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) NIC-র সহায়তায় জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট খোলার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. ওয়েবসাইট খোলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি। ২. জেলার ওয়েবসাইট আছে কিন্তু জেলা পরিষদের কোন কাজে লাগে না। ৩. জেলার ওয়েবসাইট আছে কিন্তু জেলা পরিষদের কোন তথ্য আপলোড করা হয় না। ৪. এন.আই.সি. যেহেতু জেলা পরিষদের আওতায় নেই, জেলা পরিষদের কাজ তারা করে না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
(ঘ) জেলা পরিষদের গো-ডাউনে সমস্ত জিনিসপত্র রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরীর কথা ভাবা হয়নি। ২. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরী করার জায়গা নেই। ৩. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরী করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. গো-ডাউনের প্রয়োজন কমিয়ে জিনিসপত্র সরাসরি কাজের স্থানে বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে নিজস্ব গো-ডাউন তৈরীর কাজটি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৭. যখন গো-ডাউন তৈরী হয়েছিল তখন জায়গা পর্যাপ্তই মনে হত কিন্তু এখন আর পর্যাপ্ত জায়গা থাকছে না। ৮. গো-ডাউনের কাঠামো বাড়িয়ে পর্যাপ্ত জায়গা বের করা অসুবিধাজনক। ৯. পর্যাপ্ত জায়গা বানানোর ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের উদ্যোগের অভাব আছে। ১০. পর্যাপ্ত জায়গা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) --
(ঙ) স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের বসার নির্দিষ্ট জায়গা আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. কর্মাধ্যক্ষদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা তৈরীর কথা ভাবা হয়নি। ২. কর্মাধ্যক্ষরা শুধু সভার দিনে আসেন বলে আলাদা বসার জায়গার প্রয়োজন বোঝা যায়নি। ৩. কর্মাধ্যক্ষদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা তৈরী করার জায়গা নেই। ৪. কর্মাধ্যক্ষদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা তৈরী করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৫. প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে এই কাজটি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) জেলা পরিষদ কার্যালয়ে সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জলের যে ব্যবস্থা আছে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. অনেকবারই এটি করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৩. ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথা ভাবা হয়নি। ৪. নিয়মিত পরিষ্কার করার লোক পাওয়া যায় না। ৫. নিয়মিত পরিষ্কার করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. পরিষ্কার হচ্ছে কি না তা দেখার কেউ নেই বলে নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) জেলা পরিষদ কার্যালয়ে মহিলাদের ব্যবহার্য ভাল শৌচাগার আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. মহিলাদের জন্য ভাল শৌচাগারের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. মহিলাকর্মী বা সাক্ষাৎপ্রার্থীর সংখ্যা কম হওয়ায় শৌচাগার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয় নি। ৩. অনেকবারই এটি করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৪. এই রকম ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) জেলা পরিষদ কার্য্যালয়টি ও তার প্রাঙ্গন যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. নিয়মিত পরিষ্কার করার লোক পাওয়া যায় না। ২. নিয়মিত পরিষ্কার করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. পরিষ্কার হচ্ছে কি না তা দেখার কেউ নেই বলে নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) জেলা পরিষদের নিজস্ব কোয়ার্টার (কর্মকর্তা বা আধিকারিকদের থাকার জন্য) যথেষ্ট সংখ্যায় আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. কোয়ার্টার তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় নি। ২. কোয়ার্টারের জন্য কোনো দাবী নেই। ৩. কোয়ার্টার তৈরী করার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. কোয়ার্টার তৈরী করার জায়গার অভাব আছে। ৫. কোয়ার্টার তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করা যায় নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঞ) সরকারী আদেশনামা বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা ফাইলে পরপর সাজিয়ে রাখা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এরকম ভাবে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়নি। ৩. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঢ) ডাক ফাইল (যে চিঠিপত্রগুলি এসেছে সেগুলি সম্বলিত ফাইল) সভাধিপতি রোজ খোলেন কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. ফাইল করে সমস্ত চিঠিগুলি সভাধিপতিকে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ২. সভাধিপতি রোজ অফিসে আসেন না। ৩. সভাধিপতি এই কাজটি করতে আগ্রহ দেখান না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে সভাধিপতির পক্ষে রোজ এই কাজ করা সম্ভব হয় না। ৫. এই কাজটি জেলা পরিষদের কোনো কর্মচারী করেন। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঠ) সরকারী আদেশনামা আসার ৭ দিনের মধ্যে তার উপরে ব্যবস্থা নেওয়ার (ব্যবস্থা যিনি নেবেন তাঁকে বা যে স্থায়ী সমিতি নেবে তার কর্মাধ্যক্ষকে জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা) কাজ শুরু হয় কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. এই ব্যবস্থা নিতে বলার কাজটি কে করবেন তা ঠিক করে রাখা নেই। ২. সভাধিপতি সমস্ত আদেশনামা ৭ দিনের মধ্যে পড়ে উঠতে পারেন না, ফলে ব্যবস্থা নিতে বলতেও পারেন না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থা নিতে বলার কাজে দেরী হয়। ৪. যাঁদেরকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলতে হবে তাঁদেরকে সবসময় পাওয়া যায় না। ৫. দেরী করে ব্যবস্থা নিলেও চলে যায় বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ থাকে না। ৬. উপর থেকে চাপ আসলে তবেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ড) বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদের পরের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানানো হয় কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত পরের সাধারণ সভায় জানাতে হবে এই জানা ছিল না। ২. দশটি স্থায়ী সমিতি মিলিয়ে এত সিদ্ধান্ত থাকে যে সব সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় জানানো সম্ভব হয় না। ৩. এই সিদ্ধান্তগুলি জানাতে গেলে সাধারণ সভার মূল আলোচনা ব্যাহত হতে পারে ভেবে জানানো হয় না। ৪. আর্থিক সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্যান্য সিদ্ধান্ত জানতে সদস্যরা আগ্রহ দেখান না। ৫. স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত জানাতে উৎসাহ দেখান না। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না, ফলে সবসময় জানানোর মত সিদ্ধান্ত থাকে না। ৭. স্থায়ী সমিতির সভায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না, ফলে সবসময় জানানোর মত সিদ্ধান্ত থাকে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঢ) জেলা পরিষদের সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতির সভাগুলির কার্যবিবরণী কিভাবে লেখা হয়? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সভার মধ্যে লেখা হয়, তারপর সভাপতি তাতে সই করেন এবং সভার শেষে তা পড়ে শোনানো হয়	উত্তর (১) হলে **৩**, উত্তর (২) হলে **২**, উত্তর (৩) হলে **১**, উত্তর (৪) হলে **০** এবং উত্তর (৫) হলে **-২**	৩		১. সভার মধ্যেই কার্যবিবরণী লিখতে হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. সভার শেষে কেউ আর কার্যবিবরণী শুনতে আগ্রহ দেখান না। ৩. সভার মধ্যে লেখা বেশ কষ্টসাধ্য। ৪. সভার পরে লেখাই রেওয়াজ বলে সভার মধ্যে লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৫. দেরী করে লেখার কিছু বিশেষ সুবিধা আছে বলে দেরী করেই লেখা হয়। ৬. কাজটি বেশ পরিশ্রমসাধ্য হওয়ায় পরে করব বলে অনেক সময়েই ফেলে রাখা হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) সভার মধ্যে লেখা হয়, তারপর সভাপতি তাতে সই করেন কিন্তু সভার শেষে পড়া হয় না				
	(৩) সভার পরে সাত দিনের মধ্যে লেখা হয়				
	(৪) পরের সভার আগে লেখা হয়				
	(৫) কখন লেখা হবে তার কোনো ঠিক থাকে না				
মোট			১৬		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			৮		

৭. জেলা পরিষদ তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) Attendance Register-এ জেলা পরিষদ কর্মচারীরা ঠিক সময়মতো সই করছেন কি না তা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক লক্ষ্য রাখেন কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. Attendance Register নেই। ২. সই না করাই চলতি রেওয়াজ বলে এদিকে নজর দেওয়া হয় না। ৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিজে ঠিক সময়ে আসেন না। ৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক রোজ জেলা পরিষদ কার্যালয়ে আসেন না। ৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। ৬. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২) Demand and Collection Register (Form No. 5) নিয়মিত হালনাগাদ (Update) করা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. Demand and Collection Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার কাছে তথ্যগুলি ঠিকমতো বা সময়মতো পৌঁছয় না। ৬. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৭. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) Appropriation Register (Form 13A) নিয়মিত হালনাগাদ (Update) করা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. Appropriation Register (Form 13A) নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার কাছে তথ্যগুলি ঠিকমতো বা সময়মতো পৌঁছয় না। ৬. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৭. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৪) Appropriation Register No. 2 (Form 13B) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. Appropriation Register No. 2 (Form 13B) নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার কাছে তথ্যগুলি ঠিকমতো বা সময়মতো পৌঁছয় না। ৬. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৭. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) Imprest Cash Register (Form No. 18) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) Imprest Cash তোলা হয় না ও তাই এই রেজিস্টার রাখা হয় না। (২) Imprest Cash তোলা হয় ও রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। (৩) Imprest Cash তোলা হয়, তবে রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না।	উত্তর (১) বা (২) হলে **১** এবং উত্তর (৩) হলে **০**	১		১. Imprest Cash Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার কাছে তথ্যগুলি ঠিকমতো বা সময়মতো পৌঁছয় না। ৬. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৭. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৬) Register of Immovable Propoerties (Form No. 22) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. Register of Immovable Propoerties নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার কাছে তথ্যগুলি ঠিকমতো বা সময়মতো পৌঁছয় না। ৬. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৭. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৭) Register for Movable Propoerties (Form No. 23) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. Register of Movable Propoerties নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার কাছে তথ্যগুলি ঠিকমতো বা সময়মতো পৌঁছয় না। ৬. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৭. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৮) Advance Register (Form No. 19) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) Advance তোলা হয় না ও তাই এই রেজিস্টার রাখা হয় না। (২) Advance তোলা হয় ও রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। (৩) Advance তোলা হয়, তবে রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না।	উত্তর (১) বা (২) হলে **১** এবং উত্তর (৩) হলে **০**	১		১. Advance Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৯) Register of Receipts by Cheque (Form No. 10) এবং Cheque Issue Register (Form No. 10A) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		দুটিই নিয়মিত হালনাগাদ করা হলে **১**, একটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হলে **০** এবং কোনোটিই নিয়মিত হালনাগাদ করা না হলে **-১**	১		১. Register of Receipts by Cheque এবং Cheque Issue Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১০) জেলা পরিষদে অভিযোগ রেজিস্টার নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. এমন কোনো রেজিস্টার রাখতে হবে জানা ছিল না। ২. এমন কোনো রেজিস্টারের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৩. ভাবা হয়েছিল, কিন্তু এই খাতা কার তত্ত্বাবধানে থাকবে বোঝা যায়নি। ৪. চালু হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগ জমা না পড়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ৫. চালু হয়েছিল, কিন্তু অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগ পাওয়ার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৬. অভিযোগগুলি সম্বন্ধে তথ্য/প্রতিবেদন চেয়ে পাওয়া যায় না বলে ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৭. অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করার দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে কাউকে দেওয়া নেই। ৮. যাঁকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			৫		

(খ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
তথ্য পাওয়ার অধিকার আইন অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য জানানোর ব্যবস্থা আছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) ব্যবস্থা আছে এবং তথ্য কেউ নিয়েছে (২) ব্যবস্থা আছে কিন্তু তথ্য কেউ নেয়নি (৩) ব্যবস্থা নেই	ব্যবস্থা থাকলে ও তথ্য কেউ নিয়ে থাকলে **২**, ব্যবস্থা আছে কিন্তু তথ্য কেউ নেয়নি এমন হলে **১** এবং ব্যবস্থা নেই এমন হলে **০**	২		১. এই আইন সংক্রান্ত খবরাখবর জেলা পরিষদের কাছে নেই। ২. এই আইন বলবৎ হবার ফলে জেলা পরিষদের কি করণীয় তা এখনো বোঝা যায়নি। ৩. কেউ তথ্য জানতে চাননা/চাননি, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৪. কোন কোন তথ্য জানানো যেতে পারে স্পষ্ট নয়। ৫. কীভাবে তথ্য জানানো হবে জানা নেই। ৬. তথ্য কে জানাবে স্পষ্ট নয়, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৭. ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার প্রচার নেই বলে কেউ জানেন না এই ব্যবস্থার কথা। ৮. তথ্য জানালে নানা রকম অসুবিধা/গন্ডগোল বাধতে পারে এই জন্য ব্যবস্থা নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৮. জেলা পরিষদের কাজের স্বচ্ছতা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) জেলা পরিষদের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব / বার্ষিক প্রতিবেদন কী ভাবে জানানো হয়? (যেটি বা যেগুলি করা হয় সেটিতে বা সেগুলিতে ✓ দিন)	(১) জেলা সংসদ সভায় পেশ করা হয় (২) জেলা গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া হয় (৩) অফিস থেকে চাইলে সরবরাহ করা হয়	সমস্ত ব্যবস্থাই থাকলে **৩**, যে কোনো দুটি ব্যবস্থা থাকলে **২**, যে কোনো একটি ব্যবস্থা থাকলে **১** এবং কোনো ব্যবস্থাই নেই এমন হলে **০**	৩		১. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা ছিল না। ২. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা থাকলেও উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. গ্রন্থাগার বহু দূরে বলে সেখানে জমা দেওয়া হয় না। ৪. জেলা সংসদ সভায় পড়ে কোনো লাভ হয় না। ৫. অফিস থেকে কেউ চাইতে পারেন জানা ছিল না। ৬. অফিস থেকে চাওয়ার ব্যবস্থা করলে কর্মীদের কাজের ক্ষতি হয়। ৭. এই হিসাব বা প্রতিবেদন যে কোনো মানুষকে দিলে অযথা তর্ক-বিতর্ক হবে ভেবে দেওয়া হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) জেলা পরিষদ কার্য্যালয়ে সাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্যের নোটীশ বোর্ড আছে কি? (হ্যাঁ/না)		থাকলে **২**, না থাকলে **০**	২		১. এ ধরণের নোটিশ বোর্ড-এর প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ২. নোটিশ বোর্ড ছিল, এখন নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন আর করা হয়নি। ৩. নোটিশ বোর্ড আছে, অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) প্রতিটি কাজের স্থানে কাজের বিবরণ, খরচ ও কারা কাজ পেয়েছেন তার তালিকা স্থায়ী নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সব ক্ষেত্রেই টাঙানো হয় (২) বেশীরভাগ ক্ষেত্রে টাঙানো হয় (৩) কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাঙানো হয় (৪) কখনোই টাঙানো হয় না	সব ক্ষেত্রেই টাঙানো হলে **৩**, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে টাঙানো হলে **২**, কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাঙানো হলে **১** এবং কখনোই টাঙানো না হলে **০**	৩		১. প্রতিটি কাজের স্থানে টাঙাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. টাঙানো উচিৎ কিন্তু কখনোই টাঙানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে প্রতিটি স্থানে টাঙানো সম্ভব হয় না। ৪. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৫. এর আগে টাঙানোর পর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে আর টাঙানো হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) কেউ চাইলে মাস্টার রোলের কপি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) ব্যবস্থা আছে এবং কেউ নিয়েছে (২) ব্যবস্থা আছে কিন্তু কেউ নেয়নি (৩) ব্যবস্থা নেই	ব্যবস্থা থাকলে ও কেউ তা নিয়ে থাকলে **২**, ব্যবস্থা থাকলে ও কেউ না নিলে **১** এবং ব্যবস্থা না থাকলে **০**	২		১. কেউ চাইলে মাস্টার রোলের কপি দিতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার প্রচার নেই বলে কেউ জানেন না এই ব্যবস্থার কথা। ৩. মাস্টার রোলের কপি দিলে নানা রকম অসুবিধা/গন্ডগোল বাধতে পারে এই জন্য ব্যবস্থা নেই। ৪. ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কেউ চান না বলে ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৯. শিক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) জেলা পরিষদের এলাকার মোট মহিলা জনসংখ্যার কত শতাংশ সাক্ষর?		৯০-১০০% হলে **৫**, ৮০-৮৯% হলে **৪**, ৭০-৭৯% হলে **৩**, ৬০-৬৯% হলে **২**, ৪০-৫৯% হলে **১** এবং ৪০%-এর কম হলে **০**	৫		১. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে সাক্ষরতার হার কম। ২. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। ৩. মহিলাদের সাক্ষরতা প্রসারে কখনই কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে মহিলাদের সাক্ষরতার প্রসারে সামাজিক/পারিবারিক বাধা আছে। ৫. সুস্পষ্ট কোনো বাধা না থাকলেও পরিবারগুলি কোনো উদ্যোগ দেখায় না। ৬. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় নি। ৭. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টি জেলা পরিষদের দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) মহিলাদের সাক্ষরতার হার পুরুষদের সাক্ষরতার হারের কত কম?		অনধিক ৫% কম হলে **৫**, ৬-১০% কম হলে **৪**, ১১-১৫% কম হলে **৩**, ১৬-২০% কম হলে **২** এবং ২০%-এর অধিক কম হলে **০**	৫		১. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে সাক্ষরতার হার কম। ২. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। ৩. মহিলাদের সাক্ষরতা প্রসারে কখনই কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে মহিলাদের সাক্ষরতার প্রসারে সামাজিক/পারিবারিক বাধা আছে। ৫. সুস্পষ্ট কোনো বাধা না থাকলেও পরিবারগুলি কোনো উদ্যোগ দেখায় না। ৬. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় নি। ৭. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টি জেলা পরিষদের দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) এলাকায় ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অবস্থা কেমন? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) অনুমোদিত কেন্দ্র সবগুলি চালু আছে ও তাদের মান সন্তোষজনক (২) অনুমোদিত কেন্দ্র সবগুলি চালু আছে তবে কিছু কেন্দ্রের মান সন্তোষজনক নয় (৩) এক বা একাধিক কেন্দ্র চালু নেই	অনুমোদিত কেন্দ্র সবগুলি চালু থাকলে ও তাদের মান সন্তোষজনক এমন হলে **৩**, অনুমোদিত কেন্দ্র সবগুলি চালু আছে তবে কিছু কেন্দ্রের মান সন্তোষজনক নয় এমন হলে **২** এবং এক বা একাধিক কেন্দ্র চালু না থাকলে **০**	৩		১. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি কার্যকরীভাবে চালাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. অন্যান্য কাজের চাপে ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি চালানোর বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৩. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি চালানোর বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় নি। ৪. সরকারী অর্থের নিয়মিত যোগান না থাকার জন্য ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে কার্যকরীভাবে চালানো যায় নি। ৫. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে এলাকার পড়ুয়ারা উৎসাহ বোধ করেন না। ৬. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রের বিষয়টি জেলা পরিষদের দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৯. শিক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) জেলা পরিষদ এলাকার কত শতাংশ গ্রাম সংসদে কোনো না কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ই.জি.এস. বা ব্রীজ কোর্স কেন্দ্র) আছে?		১০০% গ্রাম সংসদে থাকলে **৪**, ৯০-৯৯% গ্রাম সংসদে থাকলে **৩**, ৮০-৮৯% গ্রাম সংসদে থাকলে **২**, ৭০-৭৯% গ্রাম সংসদে থাকলে **১** এবং ৭০%-এর কম গ্রাম সংসদে থাকলে **০**	৪		১. এই সমস্ত বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ কি ভাবে নেওয়া হবে, কোথায় যেতে হবে জানা নেই। ২. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। ৩. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার চূড়ান্ত অনুমোদন যাঁরা দেন তাঁদের কাছে জেলা পরিষদের প্রস্তাবের মূল্য নেই তাই জেলা পরিষদের আগ্রহ থাকে না। ৪. এই বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। ৫. এইসব বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৬. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার উদ্যোগ কে নেবেন স্পষ্ট নয়। ৭. বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ফল হয়নি। ৮. বিকল্প বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যার্থীরা যেতে চায় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) জেলা পরিষদ এলাকার কত শতাংশ গ্রাম সংসদের ৩ কিমির মধ্যে কোনো না কোনো উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া যায় এমন ই.জি.এস. বা রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়) আছে?		১০০% গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **৪**, ৯০-৯৯% গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **৩**, ৮০-৮৯% গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **২**, ৭০-৭৯% গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **১** এবং ৭০%-এর কম গ্রামের ৩ কিমির মধ্যে থাকলে **০**	৪		১. এই সমস্ত বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ কি ভাবে নেওয়া হবে, কোথায় যেতে হবে জানা নেই। ২. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। ৩. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার চূড়ান্ত অনুমোদন যাঁরা দেন তাঁদের কাছে জেলা পরিষদের প্রস্তাবের মূল্য নেই তাই জেলা পরিষদের আগ্রহ থাকে না। ৪. এই বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। ৫. এইসব বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৬. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার উদ্যোগ কে নেবেন স্পষ্ট নয়। ৭. বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ফল হয়নি। ৮. বিকল্প বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যার্থীরা যেতে চায় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) কত শতাংশ ব্লকের ক্ষেত্রে মিড-ডে মিলে যে খাবার দেওয়া হয় তার পরিমাণ ও গুণমান বিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?		১০০% ব্লকে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন হলে **৪**, ৯০-৯৯% ব্লকে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন হলে **৩**, ৮০-৮৯% ব্লকে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন হলে **২**, ৭০-৭৯% ব্লকে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন হলে **১** এবং ৭০%-এর কম ব্লকে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন হলে **০**	৪		১. এবিষয়ে নজর দেওয়া হয়নি। ২. এবিষয়ে নজর দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয়নি। ৩. এটিকে ব্লকের কাজ বলে মনে করা হয়েছে। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই কাজটি করার সময় পাওয়া যায়নি। ৫. লোকবলের অভাবে কাজটি করা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৫)			১০		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১০. জনস্বাস্থ্য

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) সারা বছর এলাকার পরিবারগুলি পানীয় জল কিভাবে পান? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সব ব্লকের সমস্ত পরিবারগুলি বছরের সব মাসেই ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান	সব ব্লকের সমস্ত পরিবারগুলি বছরের সব মাসেই ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান এমন হলে **৪**,	৪		১. সব ব্লকের সমস্ত পরিবারের জন্য ১০০ মিটারের মধ্যে জলের উৎসের ব্যবস্থা করা যায়নি। ২. বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে অধিকাংশ জলের উৎস শুকিয়ে যায়। ৩. এই অঞ্চলে জল জমিয়ে রাখার আধার নেই বললেই চলে। ৪. নলকূপ বসালে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ৫. কিছু এলাকার মানুষের নদী-পুকুরের জল খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৬. পানীয় জলের উৎস হিসাবে নলকূপ নির্মাণ বা কূপ খনন করা বহু জায়গায় অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে এগুলি করা হয় না। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) সব ব্লকের সমস্ত পরিবারগুলি সাধারণভাবে ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান কিন্তু বছরের কোনো কোনো মাসে পান না	সব ব্লকের সমস্ত পরিবারগুলি সাধারণভাবে ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান কিন্তু বছরের কোনো কোনো মাসে পান না এমন হলে **২**			
	(৩) সব ব্লকের সমস্ত পরিবারগুলি বছরের কোনো সময়েই ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান না	এবং সব ব্লকের সমস্ত পরিবারগুলি বছরের কোনো সময়েই ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান না এমন হলে **০**			
(খ) কত শতাংশ পরিবারের বাড়ীতেই নলবাহিত জলের বা নলকূপের বা কুঁয়ার সুযোগ আছে?		৫০% বা তার বেশী হলে **২**, ২০-৪৯% হলে **১** এবং ২০%-এর কম হলে **০**	২		১. অধিকাংশ পরিবারেরই বাড়ীতে এই ধরণের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য নেই। ২. এলাকায় সরকারী উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় জলের উৎস থাকায় অনেকেই আর বাড়ীতে এই ব্যবস্থাটি রাখেন নি। ৩. অনেক এলাকায় কাছাকাছি পুকুর থেকে পানীয় জল নেওয়ার অভ্যাসের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করা যায়নি। ৪. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) কত শতাংশ পরিবারে শৌচাগার আছে?		১০০% পরিবারে থাকলে **৪**, ৭০-৯৯% পরিবারে থাকলে **৩**, ৫০-৬৯% পরিবারে থাকলে **২**, ৩০-৪৯% পরিবারে থাকলে **১**, ৩০% এর কম পরিবারে থাকলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-২**	৪		১. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে সচেতনতার অভাব আছে। ২. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. স্যানিটারী মার্টে টাকা জমা দেওয়ার পর কবে শৌচাগারের প্লেট পাওয়া যাবে তা নিয়ে নিশ্চয়তা না থাকায় মানুষ আগ্রহী হন না। ৪. শৌচাগার নির্মাণের কাজ কিভাবে এগোনো যাবে তা জানা নেই। ৫. জেলা পরিষদের তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. পঞ্চায়েত সমিতিগুলির তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে (BPL) আছে (গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী)?		১০% বা তার কম হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৩০% হলে **৩**, ৩১-৪০% হলে **২** ৪১-৫০% হলে **১** এবং ৫০%-এর বেশী হলে **০**	৫		১. এই অঞ্চল বহুদিন ধরেই দারিদ্র পীড়িত, তাই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা প্রচুর। ২. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য জেলা পরিষদের তরফে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য জেলা পরিষদের হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই। ৪. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়নি। ৫. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই। ৬. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ঠিক কী কী করা উচিৎ জানা নেই। ৭. এলাকায় দরিদ্রের সংখ্যা এত বেশী যে কোনো উদ্যোগই যথেষ্ট হয় না। ৮. বি.পি.এল. তালিকা তৈরীর ভুলের জন্য প্রচুর পরিবারকে দারিদ্রসীমার নীচে দেখানো হয়েছে। ৯. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) (গত আর্থিক বছরে যেগুলি এন.আর.ই.জি.এ. জেলা ছিল তারা এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে NREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে? (সবকটি রূপায়ণকারী সংস্থা মিলিয়ে)		১০০ দিন বা তার বেশী হলে **৬**, ৮০-৯৯ দিন হলে **৫**, ৬০-৭৯ দিন হলে **৪**, ৪০-৫৯ দিন হলে **৩**, ২০-৩৯ দিন হলে **২** এবং ২০ দিনের কম হলে **-২**	৬		১. এই প্রকল্পে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. কিছু এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরী হচ্ছে বলে বেশী কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. জেলা থেকে টাকা পাওয়ার সমস্যার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বেশী কাজ করতে পারে নি। ৫. স্কীম ভেটিং হতে দেরী হওয়ার জন্য বেশী কাজ করা যায় নি। ৬. কাজের অগ্রাধিকার নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ার জন্য কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে দ্রুত কাজ হচ্ছে না বলে সামগ্রিকভাবে বেশী কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ৮. কাজ চাওয়া পরিবারের সংখ্যা এত বেশী যে সমস্ত পরিবারকে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার মত সক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
অথবা (খ) (হাওড়া জেলা পরিষদ এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে SGRY ও অন্যান্য প্রকল্পে দরিদ্র পরিবার পিছু গড়ে কতদিনের মজুরীভিত্তিক কাজ দেওয়া হয়েছে? (সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি ও সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে)		৪০ দিন বা তার বেশী হলে **৬**, ৩৫-৩৯ দিন হলে **৫**, ৩০-৩৪ দিন হলে **৪**, ২৫-২৯ দিন হলে **৩**, ২০-২৪ দিন হলে **২**, ১০-১৯ দিন হলে **১** এবং ১০ দিনের কম হলে **০**	৬		১. এই প্রকল্পে/প্রকল্পগুলিতে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. কিছু এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরী হচ্ছে বলে বেশী কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. টাকা পাওয়ার সমস্যার জন্য বেশী কাজ করা যায় নি। ৫. স্কীম ভেটিং হতে দেরী হওয়ার জন্য বেশী কাজ করা যায় নি। ৬. কাজের অগ্রাধিকার নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ার জন্য কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে দ্রুত কাজ হচ্ছে না বলে সামগ্রিকভাবে বেশী কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ৮. দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা এত বেশী যে সমস্ত দরিদ্র পরিবারকে ৪০ দিন বা তার বেশী কাজ দেওয়ার মত সক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নেই। ৯. দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা এত বেশী যে সমস্ত দরিদ্র পরিবারকে ৪০ দিন বা তার বেশী কাজ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নেই। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মজুরী ভিত্তিক প্রকল্পে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি ও সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দের হিসাবে যত শ্রমদিবস তৈরী করা সম্ভব ছিল তার কত শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে?		৯০-১০০% হলে **৫**, ৮০-৮৯% হলে **৪**, ৭০-৭৯% হলে **৩**, ৬০-৬৯% হলে **২**, ৫০-৫৯% হলে **১** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	৫		১. NREGS প্রকল্পে বা অন্য প্রকল্পে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. কিছু এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. কোন কাজ করা হবে তা আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরী হচ্ছে বলে বেশী কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. স্কীম ভেটিং হতে দেরী হওয়ার জন্য বেশী কাজ করা যায় নি। ৫. কাজের অগ্রাধিকার নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ার জন্য কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ৬. পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সক্ষমতার অভাব আছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে বছরে জেলা পরিষদ এলাকার কত শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে এসেছে?		২% বা তার বেশী হলে **৪**, ১.৫% বা তার বেশী কিন্তু ২%-এর কম হলে **৩**, ১% বা তার বেশী কিন্তু ১.৫%-এর কম হলে **২**, ০.৫% বা তার বেশী কিন্তু ১%-এর কম হলে **১** এবং ০.৫%-এর কম হলে **০**	৪		১. এ ব্যাপারে কোনো তথ্যভিত্তি জেলা পরিষদের কাছে নেই। ২. এ ব্যাপারে তথ্য আছে কিন্তু তাতে এ সংক্রান্ত কোনো অনুমান করা সম্ভব নয়। ৩. এ ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাতে কেউ বি.পি.এল. তালিকা থেকে উত্তীর্ণ হবেন কি না বলা যায় না। ৪. পরিবারগুলির নিজস্ব আয় জেলা পরিষদের পক্ষে হিসাব করা সম্ভব নয়। ৫. বি.পি.এল. তালিকা থেকে উঠে আসতে হলে শুধু পরিবারের আয়বৃদ্ধি নয়, নানান ক্ষেত্রে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও সুবিচারের প্রয়োজনও জড়িয়ে আছে বলে এই হিসাব করা সম্ভব নয়। ৬. প্রকৃত দারিদ্রের সাথে বি.পি.এল. তালিকা অনেকাংশেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাই এই হিসাব বাস্তবসম্মত হবে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে SGSY, SCP, TSP ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যাংক ঋণের সহায়তায় সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে যত পরিবারের নিজস্ব অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার কত শতাংশ পূরণ হয়েছে?		৯০-১০০% পূরণ হলে **৫**, ৮০-৮৯% পূরণ হলে **৪**, ৭০-৭৯% পূরণ হলে **৩**, ৬০-৬৯% পূরণ হলে **২**, ৫০-৫৯% পূরণ হলে **১** এবং ৫০%-এর কম পূরণ হলে **০**	৫		১. সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে এইরকম লক্ষ্যমাত্রা হিসাব করা হয়নি। ২. ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে ঠিকমতো সাড়া পাওয়া যায়নি। ৩. পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে এইসব প্রকল্পগুলি নিয়ে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তোলার আগের পর্যায়গুলির (গ্রেডিং বা অন্যান্য) অগ্রগতি ধীর হওয়ায় এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কাজটি ব্যাহত হয়েছে। ৫. জেলা পরিষদ থেকে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কাজের অগ্রগতি তদারকি করা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ দরিদ্র মহিলা স্বনির্ভর দলের আওতাভুক্ত?		৭০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৫০-৬৯% হলে **৪**, ৩০-৪৯% হলে **৩**, ২৫-২৯% হলে **২** এবং ২৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. স্বনির্ভর দল গঠনের কাজটি জেলা পরিষদ থেকে বিশেষ তদারকি করা হয় নি। ২. স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ৩. স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ৪. অন্য কাজের চাপে স্বনির্ভর দল গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৫. অনেকে স্বনির্ভর দলে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পরিবার থেকে সমর্থন পান না। ৬. স্বনির্ভর দল গঠনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি খুব পরিষ্কার নয়। ৭. ছমাস হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক দলের গ্রেডিং হয়নি বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদের উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৮. যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক দল লাভজনক কাজ করতে পারছে না বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৯. এস.জি.এস.ওয়াই. নয় এমন কতগুলি দল গঠিত হয়েছে তার খবর জেলা পরিষদে নেই। ১০. এস.জি.এস.ওয়াই নয় এমন দলগুলি পঞ্চায়েতের কাছ থেকে সুযোগ পায় না বলে এই দল অনেক ভেঙ্গে গেছে। ১১. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর দলের সংঘ আছে?		৭৫-১০০%.-এ থাকলে **৫**, ৫০-৭৪%.-এ থাকলে **৪**, ২৫-৪৯%.-এ থাকলে **৩**, ১৫-২৪%.-এ থাকলে **২**, ১-১৪%.-এ থাকলে **১** এবং কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে না থাকলে **০**	৫		১. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে সংঘ গঠনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. সংঘ গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ৩. সংঘ গঠনের বিষয়টি জেলা পরিষদ থেকে তদারকি করা হয়নি। ৪. সংঘ গঠনের বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে তদারকি করা হয়নি। ৫. অন্য কাজের চাপে সংঘ গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৬. সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি খুব পরিষ্কার নয়। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে স্বনির্ভর দলের সংখ্যা যথেষ্ট কম বলে তাদের সংঘ গঠন করা যায়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতিতে স্বনির্ভর দলের মহাসংঘ আছে?		৭৫-১০০%.-এ থাকলে **৫**, ৫০-৭৪%.-এ থাকলে **৪**, ২৫-৪৯%.-এ থাকলে **৩**, ১৫-২৪%.-এ থাকলে **২**, ৫-১৪%.-এ থাকলে **১** এবং কোনো পঞ্চায়েত সমিতিতে না থাকলে **০**	৫		১. মহাসংঘ গঠনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. মহাসংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. মহাসংঘ গঠনের বিষয়টি জেলা পরিষদ থেকে তদারকি করা হয়নি। ৪. অন্য কাজের চাপে মহাসংঘ গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৫. পঞ্চায়েত সমিতিতে স্বনির্ভর দলের সংখ্যা যথেষ্ট কম বলে মহাসংঘ গঠন করা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			২০		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে জেলা পরিষদ এলাকায় কত শতাংশ জমি সেচের সুবিধা যুক্ত?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৮০-১০০% হলে **৫**, ৬০-৭৯% হলে **৪**, ৪০-৫৯% হলে **৩**, ২০-৩৯% হলে **২**, ৫-১৯% হলে **১**, ৫%-এর কম হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. কিছু এলাকায় সার্বিক ভাবে সেচের সুযোগ ভালো নয়। ২. কিছু এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় সেচের উৎস নেই। ৩. সেচের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজন, যা বহুদিন করা হয়নি। ৪. কিছু এলাকায় চাষ-আবাদ ভালো হয়না, তাই সেচের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. এলাকায় গরীব চাষির সংখ্যাই বেশী, তাই তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে সেচের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ৬. সেচের সুযোগ বাড়ানোর চেয়ে রাস্তাঘাট ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় দাবী বেশী থাকে বলে সেচের জন্য কোনো বিনিয়োগ করা হয় না। ৭. এবিষয়ে দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের এই ভেবে কোনোরকম নজর দেওয়া হয়নি। ৮. সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগগুলির অর্থবরাদ্দ ও অন্য অসুবিধার জন্য এই জেলায় সেচের এলাকা বাড়েনি। ৯. জেলা পরিষদের তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১০. পঞ্চায়েত সমিতিগুলির তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১১. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১২. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে জেলা পরিষদ এলাকায় কত শতাংশ মৌজায় বিদ্যুৎ আছে?		৮০-১০০% হলে **৫**, ৭০-৭৯% হলে **৪**, ৬০-৬৯% হলে **৩**, ৫০-৫৯% হলে **২**, ৩০-৪৯% হলে **১** এবং ৩০%-এর কম হলে **০**	৫		১. এলাকায় সার্বিক ভাবেই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ভালো নয়। ২. জেলা পরিষদের হাতে বিদ্যুতায়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ ছিল না। ৩. কিছু এলাকায় ইলেকট্রিকের পোল বহুদিন এসেছে কিন্তু বিদ্যুৎ আসেনি। ৪. কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ একবার এসেছিল কিন্তু তার চুরি হয়ে যাওয়ায় ডব্লু.বি.এস.ই.ডি.সি.এল../সি.ই.এস.সি. আর নতুন করে তার টানেনি। ৫. কিছু এলাকায় পিছিয়ে পড়া মৌজার সংখ্যাই বেশী এবং সেখানেই বৈদ্যুতিকরণ হয়নি। ৬. বহুবার ডব্লু.বি.এস.ই.ডি.সি.এল./সি.ই.এস.সি.-কে বলা হয়েছে কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট উত্তর দেয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে জেলা পরিষদ এলাকায় কত শতাংশ বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে?		৮০-১০০% হলে **৫**, ৭০-৭৯% হলে **৪**, ৬০-৬৯% হলে **৩**, ৫০-৫৯% হলে **২**, ৩০-৪৯% হলে **১** এবং ৩০%-এর কম হলে **০**	৫		১. জেলা পরিষদ এলাকায় অনেক মৌজাতেই বিদ্যুৎ নেই। ২. কিছু মৌজায় মাঝখান দিয়ে বিদ্যুতের তার চলে গেছে কিন্তু বসতি এলাকায় কোনো বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। ৩. এই অঞ্চলে গরীব মানুষের সংখ্যাই বেশী, তাই তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ৪. ইলেকট্রিকের পোল বহুদিন এসেছে কিন্তু বিদ্যুৎ আসেনি তাই অনেক বাড়িতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ নেই। ৫. ডব্লু.বি.এস.ই.ডি.সি.এল./সি.ই.এস.সি.-কে বহু এলাকায় একাধিকবার বলা সত্ত্বেও উদ্যোগী করা যায় নি। ৬. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে জেলা পরিষদ এলাকায় কত শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিকাঠামো আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে **৫**, ৮০-৯৯% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. উপযুক্ত পরিকাঠামো বলতে যা বোঝানো হয়েছে সেই জায়গায় পৌঁছতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এই পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই পরিকাঠামো আছে এমন বিদ্যালয়গুলিতে নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা বিদ্যালয়গুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৬. অনেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাব দেখা যায়। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে জেলা পরিষদ এলাকায় কত শতাংশ মহকুমা/গ্রামীণ হাসপাতালের উপযুক্ত পরিকাঠামো আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে **৫**, ৮০-৯৯% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. উপযুক্ত পরিকাঠামো বলতে যা বোঝানো হয়েছে সেই জায়গায় পৌঁছতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে হাসপাতালের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এই পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত মহকুমা/গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই পরিকাঠামো আছে এমন হাসপাতালগুলিতে নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা হাসপাতালগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৫)			১০		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১৩. বিপর্যয় মোকাবিলা

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য জেলা পরিষদ কোনো আগাম পরিকল্পনা করে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. এই এলাকায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই কখনো এরকম পরিকল্পনা হয়নি। ২. কীভাবে এইরকম পরিকল্পনা হবে জানা নেই। ৩. আগাম পরিকল্পনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় এই ধরণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ৫. পরিকল্পনা করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে পরে আর কিছু করা হয়নি। ৬. এই কাজ জেলা পরিষদের নয়, তাই এই পরিকল্পনা জেলা পরিষদ করে না। ৭. এই এলাকা যে ধরণের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা জেলা পরিষদের নেই। ৮. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় বলে পরিকল্পনা করে এর মোকাবিলা করা খুব কঠিন। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) বিপর্যয়কালীন আশ্রয়স্থল তৈরী করা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. এই এলাকায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই আশ্রয়স্থল তৈরী করা হয়নি। ২. কীভাবে আশ্রয়স্থল তৈরী করা হবে জানা নেই। ৩. আশ্রয়স্থল তৈরী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. বিপর্যয় হতে পারে এমন গ্রামের কাছাকাছি আশ্রয়স্থল তৈরী করার মতো জায়গা নেই আর গ্রামের মানুষকে বিপর্যয়ের সময় দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়না। ৫. অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় আশ্রয়স্থল তৈরী করা হয়নি। ৬. বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে আশ্রয়স্থল তৈরী করা হয়নি। ৭. এই কাজ জেলা পরিষদের নয়, তাই আশ্রয়স্থল তৈরী করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) বিপর্যয় হলে বিপন্ন পরিবারগুলিকে দ্রুত উদ্ধার করার আগাম পরিকল্পনা করা আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. এই এলাকায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই কখনো এরকম পরিকল্পনা হয়নি। ২. কীভাবে এইরকম পরিকল্পনা হবে জানা নেই। ৩. আগাম পরিকল্পনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় এই ধরণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ৫. আগে পরিকল্পনা করে স্থানীয় মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইত্যাদির সহায়তা চাওয়া হয়েছিল কিন্তু বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি। ৬. পরিকল্পনা করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে পরে আর কিছু করা হয়নি। ৭. এই কাজ জেলা পরিষদের নয়, তাই এই পরিকল্পনা জেলা পরিষদ করে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১৩. বিপর্যয় মোকাবিলা (চলছে)

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) বিপর্যয় হলে ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. এই এলাকায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। ২. ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা কীভাবে করা হবে জানা নেই। ৩. ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই কাজ জেলা পরিষদের নয়, তাই ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। ৫. আগাম ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সময় কার্যকরী হবে কি না এই আশঙ্কায় ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। ৬. ব্যবসায়ী/সরবরাহকারীদের সঙ্গে কথা বলে রেখেও প্রয়োজনের সময় ত্রাণসামগ্রী পাওয়া যায় নি বলে এখন আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. এই এলাকায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই কখনো এরকম কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. কীভাবে এইরকম উদ্যোগ নেওয়া হবে জানা নেই। ৩. এই উদ্যোগ রূপায়ণের অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. প্রশিক্ষণ দেওয়ার লোক পাওয়া যায়নি। ৫. উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় যুবকদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে কিছু করা যায়নি। ৬. এই কাজ জেলা পরিষদের নয়, তাই এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) যে পরিবারগুলি দুবেলা ঠিকঠাক খেতে পান না তাঁদের (গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক) নামের তালিকা কতগুলি পঞ্চায়েত সমিতিতে তৈরী হয়েছে?		সবকটি পঞ্চায়েত সমিতিতে তৈরী হলে **৫**, ৭৫-৯৯% পঞ্চায়েত সমিতিতে তৈরী হলে **৪**, ৫০-৭৪% পঞ্চায়েত সমিতিতে তৈরী হলে **৩**, ২৫-৪৯% পঞ্চায়েত সমিতিতে তৈরী হলে **২**, ১-২৪% পঞ্চায়েত সমিতিতে তৈরী হলে **১** এবং একটি পঞ্চায়েত সমিতিতেও তৈরী না হলে **-৩**	৫		১. পঞ্চায়েত সমিতিগুলির গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক এইরকম তালিকা তৈরী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব জানা ছিল না। ২. এইরকম তালিকা তৈরী করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সচেতন করা এবং কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ও সহায়তা করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. এইরকম তালিকা তৈরী করানো বেশ অসুবিধাজনক কারণ নানান অন্যায্য দাবী এসে পড়েছে যেগুলি এড়ানো খুব মুস্কিল হচ্ছে। ৪. কী পদ্ধতিতে সঠিক তালিকা তৈরী করা যাবে ও কিভাবে তা হালনাগাদ করা যাবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা যাচ্ছে না। ৫. বারবার বলেও পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দিয়ে এই তালিকা তৈরী করানো যাচ্ছে না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ঐ তালিকাভুক্ত পরিবারগুলি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পাচ্ছেন কি না তা কতগুলি পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হয়েছে?		সবকটি পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **৫**, ৭৫-৯৯% পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **৪**, ৫০-৭৪% পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **৩**, ২৫-৪৯% পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **২**, ১-২৪% পঞ্চায়েত সমিতিতে খতিয়ে দেখা হলে **১** এবং একটি পঞ্চায়েত সমিতিতেও খতিয়ে দেখা না হলে **-৩**	৫		১. এই কাজগুলি পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দিয়ে করাতে হবে তা জানা ছিল না। ২. এই কাজগুলি করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সচেতন করা ও সহায়তা করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. রেশনে কী পরিমাণে সহায়তা পাওয়ার কথা তা পঞ্চায়েত সমিতিগুলি জানতে পারে না। ৪. প্রশাসনিক অসুবিধার জন্য অনেককে যথাযথশ্রেণীর রেশনকার্ড দেওয়া যায়নি। ৫. রেশনে যে পরিমাণ সহায়তা পাওয়ার কথা তা পঞ্চায়েত সমিতিগুলি জানলেও এই পরিবারগুলি ঠিক সেই পরিমাণে পাচ্ছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হয়নি। ৬. যে পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করার প্রয়োজন, তা বিভাগীয় আধিকারিকদের বারবার বলেও ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই এদিকে আর নজর দেওয়া হয় না। ৭. অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার / অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে যে পরিমাণ সহায়তা পাওয়ার কথা তা এই পরিবারগুলি ঠিক সেই পরিমাণে পাচ্ছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ঐ তালিকাভুক্ত যে সমস্ত পরিবার অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের সুযোগ নিতে পারছেন না বা ঐ তালিকাভুক্ত যে সমস্ত পরিবার এরকম সহায়তা পাচ্ছেন না তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিজে থেকে সহায়তা করার পর বাকী সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা জেলা পরিষদ নিজে এককভাবে করেছে	গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিজে থেকে সহায়তা করার পর বাকী সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা জেলা পরিষদ নিজে এককভাবে করেছে এমন হলে **৫,**	৫		১. এইরকম সহায়তা করার বিষয়টি জানা ছিল না। ২. এইরকম সহায়তা করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিজেরা এই ধরণের পরিবারগুলিকে কোনো সহায়তা করেনি বলে জেলা পরিষদের তরফেও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. জেলা পরিষদের নিজের উদ্যোগে এই ধরণের পরিবারগুলিকে সহায়তা করার সামর্থ্য নেই। ৫. এইসব কাজের বিষয়ে কোনো ভাবনাচিন্তাই কখনো করা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিজে থেকে সহায়তা করার পর আংশিক প্রয়োজনীয় সহায়তা জেলা পরিষদ নিজে এককভাবে করেছে এবং বাকী অংশের জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে	গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিজে থেকে সহায়তা করার পর আংশিক প্রয়োজনীয় সহায়তা জেলা পরিষদ নিজে এককভাবে করেছে এবং বাকী অংশের জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে এমন হলে **৩,**			
	(৩) গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিজে থেকে সহায়তা করার পর আংশিক প্রয়োজনীয় সহায়তা জেলা পরিষদ নিজে এককভাবে করেছে কিন্তু বাকী অংশের জন্য রাজ্য সরকারকে কোনো অনুরোধ জানায়নি	গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিজে থেকে সহায়তা করার পর আংশিক প্রয়োজনীয় সহায়তা জেলা পরিষদ নিজে এককভাবে করেছে কিন্তু বাকী অংশের জন্য রাজ্য সরকারকে কোনো অনুরোধ জানায়নি এমন হলে **২,**			
	(৪) জেলা পরিষদ নিজে কোনো সহায়তা করেওনি বা রাজ্য সরকারকেও কোনো অনুরোধ জানায়নি	জেলা পরিষদ নিজে কোনো সহায়তা করেওনি বা রাজ্য সরকারকেও কোনো অনুরোধ জানায়নি এমন হলে **-১**			
	(৫) জেলার কোনো পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ধরণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি	এবং জেলার কোনো পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ধরণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এমন হলে **-৩**			

পরের পাতায়.....

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কত শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় NFBS-এর একটিও আবেদন অনুমোদন করা হয়নি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)		০% হলে **৫**, ১-২% হলে **৪**, ৩-৪% হলে **৩**, ৫-৭% হলে **২**, ৮-১০% হলে **১**, ১১%-২০% হলে **০** এবং ২০%-এর বেশী হলে **-৩**	৫		১. এই স্কীম নিয়ে জেলা পরিষদ থেকে তদারকির অভাব আছে। ২. এই স্কীম নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. এই স্কীম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে পঞ্চায়েত সমিতিতে এই স্কীমটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে এই স্কীমটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৬. আগে বেশ কিছু ক্ষেত্রে টাকা পেতে খুব দেরী হওয়ার জন্য অনেকে নিরুৎসাহিত হয়ে আবেদন করেন না। ৭. এই স্কীমটি নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ভালোভাবে প্রচার করা হয়নি, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউ আবেদন করেন না। ৮. অনেকক্ষেত্রেই মারা যাওয়ার ১ বছরেরও বেশী পরে পরিবারের থেকে আবেদন করা হয়েছে, সেইজন্য আবেদন মঞ্জুর করা যায়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে সবকটি পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে কত শতাংশ ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক PROFLAL স্কীমের আওতায় এসেছে?		৬০-১০০% হলে **৫**, ৪০-৫৯% হলে **৪**, ২০-৩৯% হলে **৩**, ১০-১৯% হলে **২**, ৫-৯% হলে **১** এবং ৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. এই স্কীম নিয়ে জেলা পরিষদ থেকে তদারকির অভাব আছে। ২. এই স্কীম নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. এই স্কীম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ তালিকা জেলা পরিষদে নেই তাই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ৫. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের এই স্কীমের আওতায় আনার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে এই স্কীমের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৭. মেয়াদপূর্তির পর বা মেয়াদপূর্তির আগেই কেউ মারা গেলে টাকা পেতে অনেক দেরী হয় বলে অনেকে এই স্কীমের আওতায় আসতে চান না। ৮. এই স্কীমের জন্য বিশেষ কোনো কর্মচারী না থাকায় কেউ উৎসাহ দেখান না। ৯. SASPFUW স্কীম বেশী সুবিধাজনক বলে কৃষি শ্রমিকরাও এখন ঐ স্কীমে নাম লেখাচ্ছেন। ১০. এই স্কীম নিয়ে যথেষ্ট প্রচার করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) কত শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতিতে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষ পর্যন্ত PROFLAL স্কীমের পুরো তথ্য কম্পিউটারে তোলা হয়েছে?		১০০% হলে **৫**, ৯০-৯৯% হলে **৪**, ৮০-৮৯% হলে **৩**, ৭০-৭৯% হলে **২**, ৬০-৬৯% হলে **১**, ৫০-৫৯% হলে **০**, ৪০-৪৯% হলে **-১**, ২৫-৩৯% হলে **-২**, এবং ২৫%-এর কম হলে **-৩**	৫		১. এই তথ্য কম্পিউটারে তোলার কাজটির ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ থেকে তদারকির অভাব আছে। ২. এই তথ্য কম্পিউটারে তোলার কাজটির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই তথ্য কম্পিউটারে তোলার কাজটির ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৪. কম্পিউটারে তথ্য তোলার কাজটি করার জন্য টেন্ডার ডাকতে অনেক দিন দেরী হয়েছে। ৫. টেন্ডার ডাকার পরে কম্পিউটারে তথ্য তোলার কাজ শুরু করতে অনেকদিন দেরী হয়েছে। ৬. একসাথে সব পঞ্চায়েত সমিতিতে কম্পিউটারে তথ্য তোলার কাজ শুরু হয়নি। ৭. এত তথ্য দ্রুত কম্পিউটারে তোলার মত পরিকাঠামো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তির নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে সবকটি পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে কত শতাংশ অসংগঠিত শ্রমিক SASPFUW স্কীমের আওতায় এসেছে?		৬০-১০০% হলে **৫**, ৪০-৫৯% হলে **৪**, ২০-৩৯% হলে **৩**, ১০-১৯% হলে **২**, ৫-৯% হলে **১** এবং ৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. এই স্কীম নিয়ে জেলা পরিষদ থেকে তদারকির অভাব আছে। ২. এই স্কীম নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. এই স্কীম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. অসংগঠিত শ্রমিকদের সম্পূর্ণ তালিকা জেলা পরিষদে নেই তাই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ৫. অসংগঠিত শ্রমিকদের এই স্কীমের আওতায় আনার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে এই স্কীমের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৭. মেয়াদপূর্তির পর বা মেয়াদপূর্তির আগেই কেউ মারা গেলে টাকা পেতে অনেক দেরী হয় বলে অনেকে এই স্কীমের আওতায় আসতে চান না। ৮. এই স্কীমের জন্য বিশেষ কোনো কর্মচারী না থাকায় কেউ উৎসাহ দেখান না। ৯. এই স্কীম নিয়ে যথেষ্ট প্রচার করা হয়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) সবকটি পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে কত শতাংশ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো প্রকল্পে সুযোগসুবিধা দেওয়া গেছে?		৮৫-১০০% হলে **৫**, ৭০-৮৪% হলে **৪**, ৫৫-৬৯% হলে **৩**, ৪০-৫৪% হলে **২**, ২৫-৩৯% হলে **১** এবং ২৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. প্রতিবন্ধীদের কোন প্রকল্পে কী ধরণের সুযোগ দেওয়া যাবে তা জানা নেই। ২. মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কত জানা না থাকায় এই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ৩. প্রত্যেক বছর কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৪. বিভিন্ন প্রকল্পে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৫. প্রতিবন্ধীরা অনেকেই প্রকল্পগুলির কথা জানেন না, তাই সুযোগ-সুবিধা নিতে এগিয়ে আসেন না। ৬. সবকটি পঞ্চায়েত সমিতির তথ্য না থাকায় সামগ্রিক হিসাব করা সম্ভব নয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৪)			১০		

(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার

১৫. জেলা পরিষদের উপবিধি

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উপবিধি (Bye-Law) অনুসারে নতুন ভাবে নির্ধারিত অভিকর (Rate), ফি ইত্যাদির আদায় ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের তুলনায় কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে?		৫০% বা তার বেশী বৃদ্ধি পেলে **৬**, ৪০-৪৯% বৃদ্ধি পেলে **৫**, ৩০-৩৯% বৃদ্ধি পেলে **৪**, ২০-২৯% বৃদ্ধি পেলে **৩**, ১৫-১৯% বৃদ্ধি পেলে **২**, ১০-১৪% বৃদ্ধি পেলে **১**, ১০%-এর কম বৃদ্ধি পেলে **০** এবং উপবিধি তৈরী না হয়ে থাকলে **-২**	৬		১. এখনো উপবিধি তৈরী হয়নি। ২. অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই হিসাব মতো আদায় হচ্ছে না। ৩. নতুন ভাবে নির্ধারিত অভিকর, ফি আদায় হলেও তা পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি। ৪. অভিকর, ফি প্রভৃতির আদায় বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ৫. অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে কাউকে দেওয়া নেই। ৬. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি অভিকর/ফি ইত্যাদি আদায়ের বিষয়টি নিয়মিতভাবে তদারকি করেন না। ৭. যাঁদের কাছ থেকে অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায় হওয়ার কথা তাঁরা এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে তাঁদের উপর জোর খাটানো যাচ্ছে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) উপবিধি তৈরী করা হয়ে থাকলে সেই উপবিধি অনুযায়ী অভিকর/ফি কিভাবে আদায় করা হয়? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সম্ভাব্য সব ধারা ব্যবহার করে অভিকর/ফি আদায় করা হয় (২) কোনো কোনো ধারা ব্যবহার করে অভিকর/ফি আদায় করা হয় (৩) অভিকর/ফি আদায় করা হয় না	সম্ভাব্য সব ধারা ব্যবহার করে অভিকর/ফি আদায় করা হলে **৪**, কোনো কোনো ধারা ব্যবহার করে অভিকর/ফি আদায় করা হলে **২** এবং অভিকর/ফি আদায় করা না হলে **০**	৪		১. উপবিধি তৈরী হয়নি তাই অভিকর, ফি আদায়ে কোনো ধারা ব্যবহৃত হয় না। ২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে যে নমুনা উপবিধি সরবরাহ করা হয়েছিল সেটাই জেলা পরিষদের উপবিধি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, জেলা পরিষদ তার নিজের মত করে পরিবর্তন করে নেয়নি সেজন্য অনেক ধারা এই জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ৩. উপবিধি অনুযায়ী ধারা ব্যবহার করায় অনেক অসুবিধা আছে, তাই সেগুলি ব্যবহৃত হয় না। ৪. স্থানীয় চাপে অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৫. সমস্ত ধারা ব্যবহার করে অভিকর, ফি আদায়ে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি অভিকর/ফি ইত্যাদি আদায়ের বিষয়টি নিয়মিতভাবে তদারকি করেন না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের জেলা পরিষদ পরিকল্পনা তৈরী করার সময় সামগ্রিক প্রাপ্তব্য সম্পদের কোনো হিসাব করা হয়েছিল কি? (হ্যাঁ/না)	(১) বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচির প্রাপ্তব্য সম্পদ		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. জেলা পরিষদে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. রাজ্যস্তরে জানতে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ৩. সমস্ত সরকারী কর্মসূচিতে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে তার হিসাব করা খুব কঠিন। ৪. সাধারণত আগের বছর যা পাওয়া গেছে তার ১০% বাড়িয়ে হিসাব করা হয় কিন্তু অনেক সময়েই এই হিসাব মেলে না বলে এখন এই ধরণের হিসাব করার আগ্রহ কমে গেছে। ৫. এই ধরণের হিসাব করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) এলাকার বিভিন্ন অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত সম্পদ		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. জেলা পরিষদে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত সম্পদের হিসাব করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. চেষ্টা করে দেখা গেছে, অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত সম্পদের হিসাব করা খুব কঠিন। ৪. এই সম্পদ ব্যবহারের কোনো পরিকল্পনা করা হয় না বলে এই ধরণের হিসাব করা হয় না। ৫. এই ধরণের সম্পদ ব্যবহার করায় কোনো লাভ নেই ভেবে হিসাব করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) জেলা পরিষদের নিজস্ব সংগ্রহযোগ্য সম্পদ		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. জেলা পরিষদে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. নিজস্ব তহবিল হিসাবে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে তার হিসাব করা খুব কঠিন। ৩. নিজস্ব তহবিলের টাকা ব্যবহারের কোনো পরিকল্পনা করা হয় না বলে এই ধরণের হিসাব করা হয় না। ৪. নিজস্ব তহবিল বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে ব্যয় হয়ে যায় বলে একে পরিকল্পনার হিসাবে আনা হয় না। ৫. এই ধরণের হিসাব করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. নিজস্ব তহবিল সংগ্রহের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের জেলা পরিষদ পরিকল্পনা ১০ মার্চ ২০০৮ তারিখের মধ্যে জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি?			জেলা পরিষদের পরিকল্পনা ১০ মার্চের মধ্যে অনুমোদিত হলে **২**, জেলা পরিষদের পরিকল্পনা ১০ মার্চের পরে অনুমোদিত হলে **১** এবং জেলা পরিষদে পরিকল্পনা তৈরী না হলে **-২**	২		১. জেলা পরিষদে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. সেভাবে কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা হয় না, তাই ১০ মার্চের মধ্যে বলে কিছু নেই। ৩. পরিকল্পনা হয় কিন্তু ১০ মার্চের মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৫. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৬. পরিকল্পনা করে আগে দেখা গেছে যে নানান চাপে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা যায় না তাই আর পরিকল্পনা তৈরী করা হয় না। ৭. স্থায়ী সমিতিগুলি কোনো প্রস্তাব দেয়নি বলে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের জেলা পরিষদ স্তরের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলির পাঠানো গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সবকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে (২) কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে (৩) কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়নি (৪) পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এরূপ প্রস্তাব পাঠায়নি	সবকটি প্রস্তাব গৃহীত হলে **২**, কিছু প্রস্তাব গৃহীত হলে **১**, কোনো প্রস্তাব গৃহীত না হলে **০** এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এরকম কোনো প্রস্তাব না পাঠালে **-২**	২		১. পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে এইরকম প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়নি। ২. জেলা পরিষদের উপর আস্থা না থাকার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলি কোনো প্রস্তাব পাঠায়নি। ৩. বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির প্রস্তাব গ্রহণের সংখ্যার মধ্যে সমতা রাখার জন্য কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি। ৪. যে পঞ্চায়েত সমিতির নিজেদের কাজের অগ্রগতি খুব খারাপ তাদের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করেই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়নি। ৫. আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি। ৬. পঞ্চায়েত সমিতির পাঠানো প্রস্তাবের কাজগুলি পরের বছর পঞ্চায়েত সমিতিরই করা উচিৎ ভেবে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়নি। ৭. বিরোধী দলের দায়িত্বে থাকা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আসা প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের জেলা পরিষদের বাজেট ১০ মার্চ ২০০৮ তারিখের মধ্যে জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি?		জেলা পরিষদের বাজেট ১০ মার্চের মধ্যে অনুমোদিত হলে **২**, জেলা পরিষদের বাজেট ১০ মার্চের পরে অনুমোদিত হলে **১** এবং জেলা পরিষদে বাজেট তৈরী না হলে **-৫**	২		১. জেলা পরিষদে বাজেট তৈরী হয় না। ২. বাজেট হয় কিন্তু ১০ মার্চের মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয় না। ৪. বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে জানা যায়নি বলে বাজেট তৈরী করা যায়নি। ৫. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয় না। ৬. বাজেট অনুযায়ী কাজ করা নানা কারণে সম্ভব হয় না, তাই বাজেট করার উৎসাহ থাকে না। ৭. স্থায়ী সমিতিগুলি সময়মতো বাজেট তৈরী করেনি বলে নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট তৈরী করা যায়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) বাজেটের বাইরে খরচ হলে তা সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানো এবং অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেটের (Supplementary and Revised Budget) অর্ন্তভুক্ত করা হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানো হয় এবং তা অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেটের অর্ন্তভুক্ত করা হয় (২) সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানো হয় কিন্তু অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেটের অর্ন্তভুক্ত করা হয় না (৩) কিছুই করা হয় না	সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানো হয় এবং তা অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেটের অর্ন্তভুক্ত করা হয় এমন হলে **২**, সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানো হয় কিন্তু অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেটের অর্ন্তভুক্ত করা হয় না এমন হলে **১** এবং কিছুই করা না হলে **০**	২		১. বাজেটই করা হয় না, তাই বাজেট বর্হিভূত খরচের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ২. সাধারণ সভা ডেকে পাশ করাতে হবে এটা জানা ছিল না। ৩. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৪. সভাধিপতির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৫. সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল কিন্তু সেখানে পাশ হয়নি। ৭. অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেট তৈরী হয় না, তাই সেখানে ঢোকানোর প্রশ্নই ওঠে না। ৮. অতিরিক্ত ও সংশোধিত বাজেটে ঢোকাতে হবে এটা জানা ছিল না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) কাজের অনুমোদন দেওয়ার আগে	(১) তা পরিকল্পনায় আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. জেলা পরিষদে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না, তাই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২. পরিকল্পনায় আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. পরিকল্পনা নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজটি প্রয়োজনীয় হলে সেটি পরিকল্পনায় আছে কি না তা দেখার দরকার আছে বলে মনে করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) বাজেটে সংস্থান আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. জেলা পরিষদে কোনো বাজেট তৈরী হয় না, কাজেই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২. বাজেটে আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. বাজেট নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. বাজেট তো আনুমানিক এই ভেবে আর দেখা হয়না। ৬. প্রয়োজন হলে পরে সম্পূরক বাজেটে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে ভেবে আর দেখা হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) কাজের নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কোনো প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরী হয় না, তাই দেখার প্রশ্ন ওঠে না। ২. নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. প্ল্যান ও এস্টিমেট সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজ করাটাই বেশী প্রয়োজনীয় এই ধারণা থেকে কাজ হয়ে গেলে সেই অনুযায়ী রেকর্ড ঠিক রাখার জন্য প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরী করা হয়। ৬. অনেক সময় কাজ শুরু করার পর প্ল্যান ও এস্টিমেট পালটে যায় বলে এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৪) অর্থের জোগান আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. বাজেট করা হয় না বলে অর্থের জোগান কোন সমস্যা হয় না। ২. অর্থের জোগান থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৪. যেহেতু প্রতি বছরের শেষে প্রায় সব খাতে অনেক টাকা থেকে যায়, অর্থের জোগান সমস্যা হবে না বলে ধরে নেওয়া হয়। ৫. গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে মালপত্র কেনার টাকা বা মজুরী বা দুটোই দরকার পড়লে টাকা পাওয়ার পর মেটানো যেতে পারে ভেবে অর্থের জোগান দেখা হয় না। ৬. ঠিকাদারদের দেরী করে টাকা দিলেও চলে বলে জোগান আছে কিনা দেখা হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ছ) এস্টিমেটের মধ্যে কাজ করা সম্ভব না হলে বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়া হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কোনো এস্টিমেট করা হয় না, তাই বাড়তি এস্টিমেটের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ২. কাজ শেষ হলে এস্টিমেট করা হয় তাই বাড়তি এস্টিমেটের প্রশ্ন আসে না। ৩. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নিতে হবে এটা জানা ছিল না। ৪. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন কিভাবে নিতে হবে জানা নেই। ৫. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মাথাপিছু নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব কত?		মাথাপিছু সংগ্রহের পরিমাণ ৫ টাকা বা তার বেশি হলে **১০**, ৪.৫০ টাকা থেকে ৪.৯৯ টাকা হলে **৯**, ৪ টাকা থেকে ৪.৪৯ টাকা হলে **৮**, ৩.৫০ টাকা থেকে ৩.৯৯ টাকা হলে **৭**, ৩ টাকা থেকে ৩.৪৯ টাকা হলে **৬**, ২.৫০ টাকা থেকে ২.৯৯ টাকা হলে **৫**, ২ টাকা থেকে ২.৪৯ টাকা হলে **৪**, ১.৫০ টাকা থেকে ১.৯৯ টাকা হলে **৩**, ১.২৫ টাকা থেকে ১.৪৯ টাকা হলে **২**, ১ টাকা থেকে ১.২৪ টাকা হলে **১** এবং ১ টাকার কম হলে **০**	১০		১. নিজস্ব রাজস্বের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয়নি। ২. নিজস্ব রাজস্বের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. উপবিধি অনুযায়ী অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই হিসাব অনুযায়ী আদায় হচ্ছে না। ৪. স্থানীয় চাপে উপবিধির অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৫. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিৎ ভেবে অনেকে টাকা দিতে উৎসাহী হন না। ৬. জেলা পরিষদের হাতে পুকুর, খেয়াঘাট বা অন্য আয়বর্ধক সম্পদ বেশী নেই বলে সেখান থেকে রাজস্ব বেশী আদায় হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের বার্ষিক ডিমান্ডের কত শতাংশ আদায় হয়েছে?		৯০%-এর বেশী হলে ৫, ৮৫-৮৯% হলে ৪, ৮০-৮৪% হলে ৩, ৭৫-৭৯% হলে ২, ৭০-৭৪% হলে ১, ৭০%-এর কম হলে ০ এবং বার্ষিক ডিম্যান্ডের কোনো তালিকা না থাকলে -২	৫		১. রাজনৈতিক কারণে সম্পদ সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ২. ডিম্যান্ড-এর তালিকায় পরিমাণ বেশী দেখানো আছে, তাই শতাংশের হিসাবে সংগ্রহ কম হয়। ৩. যাঁরা জেলা পরিষদ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন তাঁরাই অ-কর দিতে বাধ্য হন, অন্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। ৪. অ-কর না দেওয়ার জন্য কখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অ-কর দিতে মানুষ খুব একটা উৎসাহী থাকেন না। ৫. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে মানুষ অ-কর দিতে উৎসাহী হন না। ৬. জেলা পরিষদ মানুষকে যে পরিষেবা দেয় তার মান সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ আছে বলে মানুষ অ-কর দিতে উৎসাহী হন না। ৭. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিৎ ভেবে অনেকে অ-কর দিতে উৎসাহী হন না। ৮. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের জন্য কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া নেই। ৯. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরী করতে হবে জানা ছিল না। ১০. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের তুলনায় কত শতাংশ বেশি?		বৃদ্ধি ৩০% বা তার বেশি হলে ৫, ২০-২৯% হলে ৪, ১০-১৯% হলে ৩, ৬-৯% হলে ২, ৩-৫% হলে ১, ৩%-এর কম হলে ০ এবং ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের তুলনায় কমে গেলে -২	৫		১. উপবিধি তৈরী হয়নি। ২. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরী হয়নি। ৩. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরী হলেও সেই অনুযায়ী সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. রাজনৈতিক কারণে অভিকর/ফি/টোল আদায় সম্ভব নয়। ৫. এলাকায় অভিকর/ফি/টোল আদায়ের সুযোগ বেশী না থাকার কারণে নিজস্ব তহবিল বাড়ানো সম্ভব নয়। ৬. গত বছর আদায় ভালোই ছিল তাই এ বছর বৃদ্ধির পরিমাণ কম। ৭. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে সংগ্রহ বাড়ে না। ৮. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের জন্য কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া নেই। ৯. ক্যাশিয়ার ব্যস্ত থাকেন বলে জেলা পরিষদ অফিসে আদায় হয় না। ১০. সরকারের দেওয়া টাকা পুরো খরচ হয় না বলে এই রাজস্ব সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ১১. আয়বর্ধক সম্পদ কাজে লাগিয়ে (পুকুর / খেয়াঘাট / খাস বা পতিত জমি / গাছ) আয় বাড়ানোর উদ্যোগ কম। ১২. জেলা পরিষদের হাতে যে সমস্ত পুকুর, খেয়াঘাট ইত্যাদি আছে সেখান থেকে আয় বাড়ানোর সুযোগ নেই। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		

১৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ক্যাশবই শেষ কবে লেখা হয়েছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		গত কাল হলে **৫**, বিগত ৩ দিনের মধ্যে হলে **৪**, বিগত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **৩**, বিগত ৮-১৫ দিনের মধ্যে হলে **২**, বিগত ১৬-৩০ দিনের মধ্যে হলে **০** এবং ৩০ দিনেরও আগে হলে **-২**	৫		১. নিয়মিত ক্যাশবই লেখার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত ক্যাশবই লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি খরচ করেন তাই ভাউচারগুলি সময়মতো পাওয়া যায় না বলে ক্যাশবই নিয়মিত লেখা হয় না। ৪. দৈনিক ক্যাশবই লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই লেখা হয় না। ৫. দৈনিক ক্যাশবই লেখার সময় হয়না, তাই লেখা হয় না। ৬. সাবসিডিয়ারী ক্যাশবইগুলি সব লেখা হয় না বলে মূল ক্যাশবই সময়মতো লেখা হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) সাবসিডিয়ারি ক্যাশবই শেষ কবে লেখা হয়েছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		গত কাল হলে **৫**, বিগত ৩ দিনের মধ্যে হলে **৪**, বিগত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **৩**, বিগত ৮-১৫ দিনের মধ্যে হলে **২**, বিগত ১৬-৩০ দিনের মধ্যে হলে **০** এবং ৩০ দিনেরও আগে হলে **-২**	৫		১. নিয়মিত সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি খরচ করেন তাই ভাউচারগুলি সময়মতো পাওয়া যায় না বলে ক্যাশবই নিয়মিত লেখা হয় না। ৪. দৈনিক সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই লেখা হয় না। ৫. দৈনিক সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার সময় হয়না, তাই লেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক শেষ কবে ক্যাশবইতে স্বাক্ষর করেছেন? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		গত কাল হলে **৫**, বিগত ৩ দিনের মধ্যে হলে **৪**, বিগত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **৩**, বিগত ৮-১৫ দিনের মধ্যে হলে **২**, বিগত ১৬-৩০ দিনের মধ্যে হলে **০** এবং ৩০ দিনেরও আগে হলে **-২**	৫		১. নিয়মিত ক্যাশবই হালনাগাদ করা হয় না বলে সই করার সুযোগ নেই। ২. নিয়মিত ক্যাশবই সই করার রেওয়াজ নেই। ৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়মিত জেলা পরিষদে আসেন না। ৪. নিয়মিত ক্যাশবই সই করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৫. অন্য কাজের চাপে নিয়মিত ক্যাশবই সই করার সময় হয়না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ১লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখে কত টাকা লিক্যুইড ক্যাশ ছিল? (ইম্প্রেস্ট ক্যাশ বাদে)		১ টাকাও না থাকলে **৫**, ১ - ৫০০০ টাকা থাকলে **৪**, ৫০০১ - ১০০০০ টাকা থাকলে **৩**, ১০০০১ - ১৫০০০ টাকা থাকলে **২**, ১৫০০১ - ২৫০০০ টাকা থাকলে **১**, ২৫০০১ - ৩০০০০ টাকা থাকলে **০** এবং ৩০০০০ টাকার বেশী থাকলে **-২**	৫		১. লিক্যুইড ক্যাশ রাখা যায় না জানা ছিল না। ২. বিভিন্ন প্রয়োজনে সবসময়ই কিছু লিক্যুইড ক্যাশ হাতে রাখতে হয়। ৩. কর্মকর্তাদের চাপে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। ৪. আধিকারিকদের চাপে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। ৫. বিভিন্ন স্থানীয় চাপসৃষ্টিকারীর দাবীতে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। ৬. জেলা পরিষদের কর্মচারীর প্রয়োজনে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। ৭. কত টাকা লাগবে তার হিসাব ভুল ছিল, পরে আর বাড়তি টাকা জমা দেওয়া হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

১৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) ১লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখে যে লিক্যুইড ক্যাশ আছে তা কতদিন আগে তোলা হয়েছে?		কোনো লিক্যুইড ক্যাশ নেই বা ঐ দিন বা তার আগের দিন টাকা তোলা হয়েছে এমন হলে **৫**, ২ দিন আগে টাকা তোলা হয়েছে এমন হলে **৪**, ৩ দিন আগে টাকা তোলা হয়েছে এমন হলে **৩**, ৪-৫ দিন আগে টাকা তোলা হয়েছে এমন হলে **২**, ৬-১৫ দিন আগে টাকা তোলা হয়েছে এমন হলে **০** এবং ১৫ দিনের আগে থেকে টাকা তোলা থাকলে **-২**	৫		১. বার বার টাকা তোলা অসুবিধাজনক, তাই একবারে টাকা তুলে রাখা হয়। ২. টাকা তুলতে যাবার লোক পাওয়া যায় না, তাই একবারে বেশী করে তুলে রাখা হয়। ৩. বার বার টাকা তুলে আনায় বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তাই একবারে বেশী করে তুলে রাখা হয়। ৪. এই নিয়ম অনেকদিন চলে আসছে, পাল্টাবার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৫. টাকা তুলে রাখায় অনেক সুবিধা তাই একবারে তুলে রাখা হয়। ৬. কর্মকর্তাদের চাপে অনেকদিন টাকা তুলে রাখতে হয়। ৭. আধিকারিকদের চাপে সবসময়ই বেশ কিছু টাকা হাতে রাখতে হয়। ৮. বিভিন্ন স্থানীয় চাপসৃষ্টিকারীর দাবীতে টাকা তুলে রাখতে হয়। ৯. জেলা পরিষদের কর্মচারীর চাপে অনেকদিন টাকা তুলে রাখতে হয়। ১০. কত টাকা লাগবে তার হিসাব ভুল ছিল, পরে আর বাড়তি টাকা জমা দেওয়া হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) Integrated Fund Monitoring and Accounting System (IFMAS) চালু হয়েছে কি এবং কী অবস্থায় আছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) চালু হয়েছে এবং ক্যাশবই হাতে লেখা হয় না (২) চালু হয়েছে কিন্তু ক্যাশবই হাতে লেখা হয় (৩) চালু হয়েছে বটে কিন্তু রিপোর্ট ইত্যাদি হাতে লেখা ক্যাশবই থেকেই তৈরি করা হয়	চালু হয়েছে এবং ক্যাশবই হাতে লেখা হয় না এমন হলে **৫**, চালু হয়েছে কিন্তু ক্যাশবই হাতে লেখা হয় এমন হলে **২** এবং চালু হয়েছে বটে কিন্তু রিপোর্ট ইত্যাদি হাতে লেখা ক্যাশবই থেকেই তৈরি করা হয় এমন হলে **০**	৫		১. সফট্ওয়্যারটি লাগানো হয়েছিল কিন্তু কর্মচারীরা এটি ব্যবহার করতে চান না। ২. প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর অনেকদিন ব্যবহার না হওয়ায় কর্মচারীরা ঠিক সড়গড় হয়ে উঠতে পারেননি। ৩. প্রশিক্ষণ যথেষ্ট হয় নি। ৪. যাঁরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তাঁদের দু-একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এখন আর নেই তাই অসুবিধা হচ্ছে। ৫. সফট্ওয়্যার ব্যবহারে সমস্যা হলে সমাধান কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই বলে ব্যবহার করা হয় না। ৬. সফটওয়্যার ব্যবহারে কাজ বেড়েই যাবে কমবে না এই ধারণা থেকে ব্যবহার করা হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৩০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)			১০		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১৯. নিরীক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) শেষ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার (Statutory Audit by Examiner of Local Accounts) প্রতিবেদন জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হয়নি। ৪. নিরীক্ষায় জেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা সমীচীন হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. নিরীক্ষা প্রতিবেদন উত্তরসহ পেশ করা উচিৎ যা তৈরী করা সময়সাপেক্ষ, তাই আর প্রতিবেদন পেশ করা যায় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ১লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখে কতগুলি অডিট প্যারার কোনোরকম উত্তর দিতে বাকী ছিল? (উত্তরের ঘরে যে ক'টি অডিট প্যারার উত্তর দিতে বাকী ছিল সেই সংখ্যাটি লিখুন)		কোনো প্যারার উত্তর দেওয়া বাকী নেই এমন হলে **৬**, অর্ধেক বা তার কম প্যারার উত্তর দেওয়া বাকী থাকলে **৩**, অর্ধেকের বেশী প্যারার উত্তর দেওয়া বাকী থাকলে **১** এবং একটিও উত্তর দেওয়া না হলে **-২**	৬		১. অডিট প্যারার উত্তর দেওয়ার কোনো গুরুত্ব আছে বলে ভাবা হয়নি। ২. অডিট প্যারার উত্তর কিভাবে দিতে হবে জানা নেই। ৩. অডিট প্যারার সংখ্যা অনেক তাই সবকটির উত্তর দেওয়া যায়নি। ৪. অনেকগুলি অডিট প্যারারই কোনো সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৫. অনেকগুলি অডিট প্যারা ভালো করে বোঝা যায় নি তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৬. অনেক অডিট প্যারা ভুল বা অর্থহীন এবং রাজ্য সরকার তা বুঝবেন ভেবে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় নি। ৭. উত্তর দিলে আগে যাঁরা পদাধিকারী বা কর্মচারী ছিলেন তাঁরা অসুবিধায় পড়তে পারেন ভেবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৮. উদ্যোগের অভাবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৯. অন্যান্য কাজের চাপে উত্তর দেওয়া যায়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১৯. নিরীক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) শেষ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার প্রতিবেদনে (Statutory Audit by Examiner of Local Accounts) যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার ভিত্তিতে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে (২) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৩) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৪) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৫) কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি	সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হলে **৫**, কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **৩**, সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **১**, কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **০** এবং কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে **-২**	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কি করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৪. আগে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেখা গেছে তাতে কোনো ফল হয় না। ৫. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরী হয়ে যায়। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো করে বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৭. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে জেলা পরিষদ সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি। ৮. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৯. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১০. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (Internal Audit) প্রতিবেদন জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হয়নি। ৪. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় জেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা সমীচিন হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১৯. নিরীক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (Internal Audit) প্রতিবেদনে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার ভিত্তিতে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে (২) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৩) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৪) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৫) কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি	সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হলে **৫**, কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **৩**, সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **১**, কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **০** এবং কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে **-২**	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কি করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৪. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরী হয়ে যায়। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো করে বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে জেলা পরিষদ সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি। ৭. কিছু প্রশ্ন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হলে অনেক কাজ বেড়ে যায় বলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৮. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৯. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ভেবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১০. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১১. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মোট প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **২০**, ৮০-৮৯% হলে **১৬**, ৭০-৭৯% হলে **১২**, ৬০-৬৯% হলে **৮**, ৫০-৫৯% হলে **৪** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	২০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে ডিজাইন/প্ল্যান/এস্টিমেট দেরী করে ভেটিং হওয়ায় বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা দেরী করে কাজ করায় বেশী অর্থ ব্যয় হয়নি। ৬. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৭. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৮. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৯. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১০. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১১. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১২. কাজের জন্য পাশের জমি ব্যবহার করা নিয়ে অসন্তোষে অনেক কাজ শুরু করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয়নি। ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রামীণ জল সরবরাহ (RWS) প্রকল্পে প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কারিগরি সহায়তা পেতে দেরী হওয়ায় বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৭. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৮. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৯. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১০. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা দেরী করে কাজ করায় বেশী অর্থ ব্যয় হয়নি। ৫. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৭. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৮. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৯. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১০. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা দেরী করে কাজ করায় বেশী অর্থ ব্যয় হয়নি। ৫. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৭. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৮. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৯. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১০. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (RIDF) থেকে প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **৫**, ৮০-৮৯% হলে **৪**, ৭০-৭৯% হলে **৩**, ৬০-৬৯% হলে **২**, ৫০-৫৯% হলে **১** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	৫		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা দেরী করে কাজ করায় বেশী অর্থ ব্যয় হয়নি। ৫. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৭. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৮. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ৯. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১০. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা যায়নি, তাই বেশী অর্থ ব্যয় হয় নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) অর্থের দ্রুত সদ্ব্যবহারের জন্য ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের কটি মাসের শেষে কোন খাতে কত অর্থ অব্যয়িত আছে তা নিয়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?		প্রতি মাসের শেষে (১২ বার) আলোচনা করে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হলে **১০**, ৮-১১টি মাসের শেষে আলোচনা করে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হলে **৮**, ৬-৭টি মাসের শেষে আলোচনা করে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হলে **৬**, ৪-৫টি মাসের শেষে আলোচনা করে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হলে **৪** এবং ৪টির কম মাসের শেষে আলোচনা করা হলে বা নিয়মিত ব্যবস্থা নেওয়া না হলে **০**	১০		১. প্রত্যেক মাসে এইরকম বৈঠক ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. প্রত্যেক মাসে এইরকম বৈঠক ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. প্রত্যেক মাসে এইরকম বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. বৈঠক ডাকা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলিতে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ৫. বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল কিন্তু তার ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ছ) বরাদ্দ পাওয়ার দিন থেকে গড়ে কত দিনের মধ্যে কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?		৭ দিনের মধ্যে হলে **১০**, ৭ দিনের পরে কিন্তু ১৪ দিনের মধ্যে হলে **৮**, ১৪ দিনের পরে কিন্তু ১ মাসের মধ্যে হলে **৫**, ১ মাসের পরে কিন্তু ২ মাসের মধ্যে হলে **২**, ২ মাসের পরে কিন্তু ৩ মাসের মধ্যে হলে **০** এবং ৩ মাসের পরে হলে **-২**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে কাজ শুরু করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে কাজ শুরু করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে কাজ শুরু করা যায়নি। ৪. ঠিকাদার নিয়োগ করতে অনেক সময় লেগেছে বলে কাজ শুরু করতে দেরী হয়েছে। ৫. সভাধিপতি / সহকারী সভাধিপতির উদ্যোগের অভাবে কাজ শুরু করা যায়নি। ৬. জেলা পরিষদের কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ৭. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে কাজ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়নি। ৮. কিছু জেলা পরিষদের সদস্যের উদ্যোগের অভাবে কাজ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় কাজ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়নি। ১০. কাজের জন্য পাশের জমি ব্যবহার করা নিয়ে অসন্তোষে অনেক কাজ দ্রুত শুরু করা যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন থেকে গড়ে কত দিনের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়?		৩০ দিনের মধ্যে হলে **১০**, ৩০ দিনের পরে কিন্তু ৬০ দিনের মধ্যে হলে **৫**, ৬০ দিনের পরে কিন্তু ৯০ দিনের মধ্যে হলে **০** এবং ৯০ দিনের পরে হলে **-২**	১০		১. প্ল্যান/এস্টিমেট করতে দেরি হয় বলে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ২. ভেটিং-এ দেরী হয় বলে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ৩. বিভিন্ন কর্মচারীর ও আধিকারিকের কাজের সমন্বয়ের অভাব আছে বলে ঠিক সময়ে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ৪. সভাধিপতি/কর্মাধ্যক্ষরা ফাইল সই করতে দেরি করেন বলে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ৫. ফিনান্সিয়াল কন্ট্রোলার অ্যান্ড চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসারের কাছে দেরি হয় বলে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে দেরি হয়। ৬. ঠিকাদার নিয়োগ করতে অনেক সময় লেগেছে বলে কাজ শুরু করতে দেরী হয়েছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) কত শতাংশ স্কীমের কাজ নির্ধারিত সময় ও এস্টিমেটের মধ্যে (দুটি বিষয় একত্রে) সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে?		৮০% বা তার বেশী স্কীমের কাজ নির্ধারিত সময় ও এস্টিমেটের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হলে **১০**, ৬০-৭৯% স্কীমের কাজ নির্ধারিত সময় ও এস্টিমেটের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হলে **৫** এবং ৬০%-এর কম স্কীমের কাজ নির্ধারিত সময় ও এস্টিমেটের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হলে **০**	১০		১. জমির সমস্যার জন্য কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ২. উপকরণ সরবরাহে দেরি হয় বলে কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ৩. কন্ট্রাকটর তার কোনো সুবিধার জন্য দেরি করে বলে কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ৪. আংশিক অ্যাডভান্স দিতে দেরি হয় বলে কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ৫. কাজ শুরু করার পর স্থানীয় মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে সময় ও এস্টিমেট বদল করতে হয়। ৬. রাজনৈতিক দল থেকে হস্তক্ষেপের কারণে কাজ শেষ হতে দেরি হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঞ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট নিজস্ব তহবিল: নিজস্ব তহবিল থেকে মোট ব্যয়: নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে ১০, ৮০-৮৯% হলে ৮, ৭০-৭৯% হলে ৬, ৬০-৬৯% হলে ৪, ৫০-৫৯% হলে ২ এবং ৫০%-এর কম হলে ০	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. নিজস্ব তহবিলের বেশীর ভাগ টাকাই বছরের শেষ দিকে সংগৃহীত হয়েছে তাই বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. নিজস্ব তহবিল সম্ভাব্য খরচের জন্য ধরে রাখা থাকে তাই বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. নিজস্ব তহবিলের টাকা দীর্ঘমেয়াদী আমানত করে রাখলে লাভ হবে বলে ব্যবহার করা হয়নি। ৭. কয়েক বছরের টাকা জমিয়ে রাখলে কোনো একটা বড় কাজে হাত দেওয়া যাবে এই ভেবে টাকা ধরে রাখা হয়েছে। ৮. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৯. জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের অভাবে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১০. কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১১. ঠিকাদার নিয়োগ করতে অনেক সময় লেগেছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ট) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়েছে?	অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১০%-এর কম হলে **৫**, ১০-১৪% হলে **৪**, ১৫-১৯% হলে **৩**, ২০-২৪% হলে **২**, ২৫-২৯% হলে **১**, ৩০-৪৯% হলে **০**, ৫০-৫৯% হলে **-১**, এবং ৬০% বা তার বেশী হলে **-২**	৫		১. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয় এবং তার জন্য নিজস্ব তহবিল ছাড়া অন্য কোনো উৎস নেই। ২. জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ কম, তাই শতাংশের হিসাবে অফিস পরিচালনায় ব্যয় বেশী। ৩. সদস্যদের দাবীতে বিভিন্ন সভায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৪. কর্মচারীদের দাবীতে যাতায়াত ভাতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৫. সব উন্নয়ন বা পরিষেবামূলক কাজ সরকারী টাকায় করা যাবে এই ধারণা থেকে নিজস্ব তহবিলের টাকা অফিস পরিচালনায় ব্যয় করা হয়। ৬. অফিস পরিচালনা ছাড়া অন্য কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঠ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন ইত্যাদি) ব্যয় হয়েছে?	সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	৪০% বা তার বেশী হলে **৫**, ৩০-৩৯% হলে **৪**, ২০-২৯% হলে **৩**, ১০-১৯% হলে **২**, ৫-৯% হলে **১** এবং ৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য সামাজিক কর্মসূচিতে বেশী ব্যয় করা যায়নি। ২. কী ধরণের সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা নেই। ৩. সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৪. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ড) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে?	শিক্ষাখাতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১৫%-এর বেশী হলে **৫**, ১৩-১৫% হলে **৪**, ৯-১২% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১** এবং ৩%-এর কম হলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এত কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য শিক্ষাখাতে বেশী ব্যয় করা যায়নি। ৩. শিক্ষাখাতে কোন কাজে ব্যয় করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়নি। ৪. শিক্ষার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরই কাজ করবে ভেবে এখানে কোনো খরচ করা হয়নি। ৫. শিক্ষাখাতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৬. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, শিক্ষাখাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, শিক্ষাখাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঢ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয়েছে?	স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১৫%-এর বেশী হলে **৫**, ১৩-১৫% হলে **৪**, ৯-১২% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১** এবং ৩%-এর কম হলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এত কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য স্বাস্থ্যখাতে বেশী ব্যয় করা যায়নি। ৩. স্বাস্থ্যখাতে কোন কাজে ব্যয় করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়নি। ৪. স্বাস্থ্যের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরই কাজ করবে ভেবে এখানে কোনো খরচ করা হয়নি। ৫. স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৬. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ণ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে?	নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১৫%-এর বেশী হলে **৫**, ১৩-১৫% হলে **৪**, ৯-১২% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১** এবং ৩%-এর কম হলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এত কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে বেশী ব্যয় করা যায়নি। ৩. নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে কোন কাজে ব্যয় করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়নি। ৪. নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরই কাজ করবে ভেবে এখানে কোনো খরচ করা হয়নি। ৫. নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৬. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ত) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে উল্লিখিত কোনো দৃষ্টান্তমূলক কাজ করা হয়েছে কি? (যেটি বা যেগুলি করা হয়েছে সেটিকে বা সেগুলির ক্রমিক সংখ্যাকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	১. দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিদের ভাতা বা খাবার দেওয়া ২. অপুষ্ট শিশু / গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া ৩. দরিদ্র ব্যক্তিদের ওষুধ/শীতবস্ত্র কিনে দেওয়া ৪. মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া ৫. গ্রামীণ শিল্পীদের সহায়তা দেওয়া ৬. বিদ্যালয় / শিশু শিক্ষা কেন্দ্র / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র / উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র / প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র / ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গৃহনির্মাণ বা উন্নীতকরণ ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -	সাত রকমের মধ্যে যে কোনো পাঁচ রকম কাজ করে থাকলে **৫**, যে কোনো চার রকম কাজ করে থাকলে **৪**, যে কোনো তিন রকম কাজ করে থাকলে **৩**, যে কোনো দুই রকম কাজ করে থাকলে **২**, যে কোনো এক রকম কাজ করে থাকলে **১** এবং এই ধরণের কোনো কাজ না করে থাকলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এতই কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য এই সব কাজ করা যায়নি। ৩. এই সব কাজ করার কথা ভাবা হয়নি। ৪. এই সব কাজ কিভাবে করা হবে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। ৫. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৬. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. এই সব কাজ রাজ্য সরকারের তহবিল/উদ্যোগ দিয়েই করা যাবে বলে ভাবা হয়েছে। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(থ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া উচিৎ এমন সব কাজই পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) ১০০% কাজই দেওয়া হয়েছে (২) অধিকাংশ কাজই দেওয়া হয়েছে (৩) কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে (৪) পঞ্চায়েত সমিতিকে কোনো দায়িত্ব না দিয়ে নিজেরাই করেছেন	১০০% কাজই দেওয়া হয়েছে এমন হলে **৫**, অধিকাংশ কাজই দেওয়া হয়েছে এমন হলে **২**, কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে এমন হলে **১** এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে কোনো দায়িত্ব না দিয়ে নিজেরাই করেছেন এমন হলে **০**	৫		১. সহায়ক নীতির ভিত্তিতে কাজ দেওয়ার কথা ভাবা হয়নি। ২. সহায়ক নীতির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে কাজ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নতুন কাজ নিতে আগ্রহী নয়। ৪. পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে কাজ দিলে তারা কাজ শেষ করতে দেরী করতে পারে ভেবে কাজ দেওয়া হয়নি। ৫. পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে কাজ দিলে তারা আর্থিক এবং/অথবা কারিগরি সহায়তা চাইতে পারে ভেবে কাজ দেওয়া হয়নি। ৬. কিছু পঞ্চায়েত সমিতির নিজেদের কাজের অগ্রগতি খুব খারাপ হওয়ায় তাদেরকে ইচ্ছা করেই এই কাজ দেওয়া হয়নি। ৭. পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। ৮. বিরোধী রাজনৈতিক দল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতিকে কাজ দেওয়া হয়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৪০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৭)			২০		

২১. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও সময়মতো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা

(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সদ্ব্যবহার শংসাপত্র কখন পাঠানো হয়?		টাকা পাওয়ার ৩ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **৭**, টাকা পাওয়ার ৪ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **৩**, টাকা পাওয়ার ৬ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **১** এবং টাকা পাওয়ার ৬ মাসের বেশী দেরী হলে **০**	৭		১. কাজ শুরু হতে দেরী হয়েছে বলে কাজ শেষ হতেও দেরী হয়েছে, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হয়েছে। ২. কাজ ঠিক সময়ে শুরু হলেও শেষ হতে দেরী হয়েছে, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হয়েছে। ৩. কাজ শেষ করার পর ব্যয়ের ক্ষেত্রে নানান অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হয়েছে। ৪. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না তাই দেরী হয়েছে। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠে নি। ৬. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৭. প্রকল্পের প্রতিবেদন/রিটার্ন পাঠানোর পর সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২) প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে সদ্ব্যবহার শংসাপত্র কখন পাঠানো হয়?		যে কয়েক মাসের জন্য টাকা পাঠানো হয়েছে তার মধ্যেই পাঠানো হলে **৩**, তা শেষ হওয়ার পরে ১৫ দিনের মধ্যে পাঠানো হলে **২**, তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **১** এবং তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের বেশী দেরী হলে **০** এবং কখনই না পাঠানো হলে **-২**	৩		১. প্রশাসনিক ব্যয়ের শংসাপত্র পাঠাতে হয় জানা ছিল না। ২. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না তাই দেরী হয়েছে। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠে নি। ৪. দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয়ের কিছু টাকা ধরে রাখা ছিল বলে শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হয়েছে। ৫. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
জেলা পরিষদ এই তথ্য ও প্রতিবেদনগুলি সাধারণভাবে কখন রাজ্য সরকারকে পাঠান?	(১) NREGA/ SGRY মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে **২**, না হলে **০**	২		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৩. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৪. শুধুমাত্র উপর থেকে চাপ আসলে তবেই প্রতিবেদন পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) IAY মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে **২**, না হলে **০**	২		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৩. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৪. শুধুমাত্র উপর থেকে চাপ আসলে তবেই প্রতিবেদন পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.....

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা (চলছে)

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
জেলা পরিষদ এই তথ্য ও প্রতিবেদনগুলি সাধারণভাবে কখন রাজ্য সরকারকে পাঠান?	(৩) Backward Village সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে **৩**, না হলে **০**	৩		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৩. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৪. শুধুমাত্র উপর থেকে চাপ আসলে তবেই প্রতিবেদন পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৪) এগুলি ছাড়া রাজ্য সরকার, জেলা পরিষদের কাছে বিভিন্ন সময়ে চেয়ে পাঠান এমন তথ্য বা প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে **৩**, নির্ধারিত সময়ের পরে ৭ দিনের মধ্যে হলে **২**, নির্ধারিত সময়ের পরে ১৫ দিনের মধ্যে হলে **১** এবং নির্ধারিত সময়ের ১৫ দিনেরও বেশি পরে হলে **০**	৩		১. বিভিন্ন কাজের চাপে এই ধরণের প্রতিবেদনের সবগুলি ঠিক সময়ে পাঠানো হয় নি। ২. এই ধরণের প্রতিবেদন এত চাওয়া হয় যে সবগুলি সময়ে পাঠানো সম্ভব হয় নি। ৩. প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সবসময় তৈরী থাকে না, সেগুলি জোগাড় করতে সময় লাগে। ৪. এই ধরণের প্রতিবেদনের সবগুলি পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৫. যে প্রতিবেদনগুলির জন্য উপর থেকে বারবার চাপ এসেছে সেগুলিই পাঠানো হয়েছে, অন্যগুলি পাঠানো হয়নি। ৬. কর্মচারীর অভাবের জন্য এই ধরণের প্রতিবেদনগুলি ঠিক সময়ে পাঠানো যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট				১০		

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

সামগ্রিক

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা			
১. জেলা পরিষদের দেয় পরিষেবা		৩০	
২. জেলা পরিষদের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ	(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতিগুলির কটি করে সভা হয়েছে?	১৫	
	(খ) জেলা পরিষদের সাধারণ সভা বিষয়ক	৫	
	(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের সাধারণ সভাগুলিতে ও স্থায়ী সমিতিগুলির সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল?	১০	
৩. জেলা পরিষদের কাজে অন্যস্তরের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ	(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের জেলা সংসদ সভাদুটিতে উপস্থিতির হার	১০	
৪. জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির কার্যকারিতা	(ক) কোন কোন স্থায়ী সমিতি ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের জন্য তাদের বাজেট তৈরী করে জমা দিয়েছে?	৫	
	(খ) কোন কোন স্থায়ী সমিতি ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের বাজেট ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০০৭-এর মধ্যে তৈরী করে জমা দিয়েছে?	৫	
	(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে?	২০	
৫. জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা		১০	
৬. জেলা পরিষদ ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা		৮	
৭. জেলা পরিষদ তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা	(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত	৫	
	(খ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত	২	
৮. জেলা পরিষদের কাজের স্বচ্ছতা		১০	
৯. শিক্ষা		১০	
১০. জনস্বাস্থ্য		১০	
১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী		২০	
১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন		১০	
১৩. বিপর্যয় মোকাবিলা		৫	
১৪. সামাজিক নিরাপত্তা		১০	
মোট (নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা)		**২০০**	

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

সামগ্রিক (চলছে)

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার			
১৫. জেলা পরিষদের উপবিধি		১০	
১৬. জেলা পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট		১০	
১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ		২০	
১৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা		১০	
১৯. নিরীক্ষা		১০	
২০. অর্থের সদ্ব্যবহার		২০	
২১. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও সময়মতো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা	(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র	১০	
	(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা	১০	
মোট (সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার)		**১০০**	
সর্বমোট		**৩০০**	
প্রকৃত সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর (= সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)		**১০০**	

নির্বাহী আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সীল: সভাধিপতির স্বাক্ষর ও সীল:

..... তারিখে জেলা পরিষদের বর্ধিত সাধারণ সভায় স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সকলে মিলে আলোচনা করে পূরণ করা হয়েছে।

নির্বাহী আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সীল: সভাধিপতির স্বাক্ষর ও সীল:

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন আপনাদের জন্য। এটিকে আপনাদের পছন্দমত করে তৈরী করতে মতামত দিন।

(১) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে নতুন যে যে প্রশ্নগুলি ঢোকানো প্রয়োজন	
(২) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন	
(৩) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নে পরিবর্তন করা প্রয়োজন (কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন উল্লেখ করুন)	

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতা

(১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের প্রধান সাফল্য :	সাফল্যের কারণ :
(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের প্রধান ব্যর্থতা :	ব্যর্থতার কারণ :

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই প্রতিবেদনটির বিভিন্ন বিষয় (প্রশ্নে নির্দিষ্টভাবে অন্য কোনো সময় বা তারিখের কথা বলা না থাকলে) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে ১ এপ্রিল, ২০০৮-এ সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের অবস্থান ধরে পূরণ করতে হবে। জেলা পরিষদ প্রতিটি বিষয়ে পৃথকভাবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেই নিজের মূল্যায়ন করে নির্ধারিত নিয়মে উত্তর ও নম্বর দিয়ে এই প্রতিবেদনটি পূরণ করবেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নে সর্বোচ্চ নম্বর দেওয়া আছে। এই সর্বোচ্চ নম্বর থেকে সর্বনিম্ন নম্বরের (০ বা ঋণাত্মক) মধ্যে জেলা পরিষদের প্রাপ্ত নম্বর কিভাবে ঠিক হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে 'নির্ধারিত নম্বরের ধরণ'-এ। কিছু প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর (negative marks) পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যদি নির্ধারিত নিয়মে জেলা পরিষদ কোথাও ঋণাত্মক নম্বর পায় তবে তা লিখতে হবে এবং যোগ করতে হবে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অন্য প্রশ্নে পাওয়া (ধনাত্মক) নম্বরকে কমিয়ে দেবে ঐ ঋণাত্মক নম্বর।

এছাড়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে 'ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ' বলে একটি কলম যোগ করা আছে। ভাল নম্বর কোনটিকে ধরা হবে তা আমরা ঠিক করে দিচ্ছি না। পশ্চিমবঙ্গের জেলা পরিষদগুলির মধ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতি এতটাই আলাদা যে সারা রাজ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট নম্বরের অবস্থানকে সবচেয়ে ভাল মান হিসাবে চিহ্নিত করে দেওয়া সম্ভবও নয় বা উচিৎও নয়। তাই কোনো নম্বরকে ভাল নম্বর হিসাবে ঠিক করে দেওয়া হয়নি। জেলা পরিষদ নিজেই ঠিক করবেন কোনটি ভাল নম্বর। জেলার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আন্তরিক চেষ্টা থাকলে যে নম্বর পাওয়া সম্ভব, তাকেই ভাল নম্বর ভাবতে হবে। একেকটি প্রশ্নে এই ভাল নম্বর এক এক রকম হতেই পারে। কোনো প্রশ্নে জেলা পরিষদ যে নম্বরটিকে ভাল নম্বর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেই নম্বরের থেকে কম নম্বর পেলে তখন ঐ ভাল নম্বর না পাওয়ার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। এই কারণ একটিও হতে পারে বা একাধিকও হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণের তালিকা দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটি বা যেগুলি এই জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটি বা সেগুলির বাঁদিকের ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করতে হবে। যে কারণগুলি উল্লেখ করা আছে তার বাইরের কোনো কারণ হলে সেটিকে বা সেগুলিকে অন্যান্য কারণের স্থানে লিখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বলতার কারণগুলি চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। দুর্বলতার নির্দিষ্ট কারণগুলি চোখের সামনে থাকলে তবেই আগামী দিনে জেলা পরিষদের পক্ষে সেগুলিকে কাটিয়ে উঠে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয়, শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলা যাবে। আর রাজ্যস্তর থেকে যদি কোনো সহায়তা দেওয়ার দরকার থাকে, তাও দেওয়া সম্ভবপর হবে।

প্রথমে জেলা পরিষদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ধরতে চাওয়া হয়েছে 'এক নজরে জেলা পরিষদ'-এর প্রশ্নগুলিতে। এছাড়া সমগ্র প্রতিবেদনটিকে দুটি বৃহত্তর ভাগে ভাগ করা হয়েছে – (ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা (১ থেকে ১৪ নং প্রশ্ন) ও (খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার (১৫ থেকে ২১ নং প্রশ্ন)।

এক নজরে জেলা পরিষদ

(১) – (৪) : ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

(৫) সংখ্যালঘু বলতে বোঝানো হয়েছে হিন্দু ছাড়া অন্য যে কোনো সম্প্রদায়।

(৬) সাক্ষরতার হার = (সাক্ষর জনসংখ্যা × ১০০) ÷ (মোট জনসংখ্যা – ০ থেকে ৬ বছর বয়সী জনসংখ্যা)

(৭) ২০০৮-এ বিভিন্ন শ্রেণীতে কতগুলি করে পরিবার আছে তা লিখতে হবে।

(৮) ২০০৮-এর অবস্থা অনুসারে বাস্তবসম্মত ধারণার ভিত্তিতে লিখতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের / পঞ্চায়েত সমিতির স্বমূল্যায়নের তথ্য যোগ করে পাওয়া যাবে।

(৯) – (১০) : বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে (১০)-এ বিভিন্ন শ্রেণীতে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা নয়, বর্তমানে ঐ শ্রেণীভুক্ত কতজন আছেন তা লিখতে হবে।

(১১) – (৩২) : সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি এবং নটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নাম লিখতে হবে এবং তাঁরা যে শ্রেণীতে পড়েন সেই শ্রেণীর কোড নম্বরটি লিখতে হবে।

(৩৩), (৩৪) : রাজনৈতিক দলের কোডটি লিখতে হবে।

(৩৫) : কত জন সদস্য সভাধিপতি নির্বাচনে বর্তমান সভাধিপতি পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন সেই সংখ্যাটি লিখতে হবে।

(৩৬) : যে পদটি/পদগুলি খালি সেগুলি লিখতে হবে।

(৩৭) – (৫৩) : বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে উত্তর লিখতে হবে। পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা

১.(ক) জেলা পরিষদের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে থাকা রাস্তাগুলিকে নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক রাস্তাকে লম্বায় বা প্রসারে বাড়াতে হতে পারে। কোথাও রাস্তার গুণগত মান উন্নত করতে হতে পারে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হলে সব রাস্তার একটি তালিকা (রোড রেজিস্টার) রাখা অবশ্য প্রয়োজন। এই রেজিস্টার সময়োপযোগী করে রাখতে হবে যাতে যে কোনো সময়েই একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। এই কারণে রোড রেজিস্টারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে রোড রেজিস্টার রাখা অর্থে একটি সম্পূর্ণ তথ্যসহ রেজিস্টার যা ১ এপ্রিল ২০০৮-এর অবস্থানকে বুঝিয়ে দিচ্ছে এরকম ভাবতে হবে। প্রসঙ্গত পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের 27-04-2005 এর স্মারক নং 401/PA/RD/O/14S-8/03 এর মাধ্যমে রোড রেজিস্টার রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারজন্য একটি ফর্মাটও প্রচার করা হয়েছে। সেই ফর্মাট অনুযায়ী রোড রেজিস্টার রাখা না হয়ে থাকলে অবিলম্বে রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ। যেখানে বর্তমানে রোড রেজিস্টার নেই সেখানে ০ পাওয়া যাবে।

(খ) জেলা পরিষদের দায়িত্বে থাকা রাস্তাগুলি সবই জেলার মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মূল সংযোগকারী রাস্তা এবং এদের উপর দিয়ে প্রতিনিয়ত ভারী যানবাহন যাতায়াত করে। সেই হিসাবে শুধু পিচ দেওয়া পাকা রাস্তাকে বা কংক্রীট রাস্তাকে সব ঋতুতে চলার উপযুক্ত বলে ভাবতে হবে। অল্প কিছু বোল্ডার ফেলা রাস্তা বা মোরাম রাস্তাকে (যেগুলি উন্নতমানের উপাদান দিয়ে ভালভাবে তৈরী করা হয়েছে এবং নিয়মিত মেরামত করে ভারী যানবাহন চলার উপযোগী করে রাখা হয়) সব ঋতুতে চলার উপযোগী বলে ধরা যায়। সবদিক বিবেচনা করে জেলা পরিষদ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। শতাংশের হিসাব মোট রাস্তার (কিলোমিটার) দৈর্ঘ্যের তুলনায় করতে হবে।

(গ) যে সব রাস্তা ৪-৫টি গ্রাম বা বড় কোনও ব্যবসাকেন্দ্রকে সংযোগ করে এবং কয়েক হাজার মানুষের প্রয়োজন মেটায়, সেই সব রাস্তায় মালপত্র ও যাত্রী পরিবহনের প্রয়োজন ও দাবী থাকা স্বাভাবিক। এই সব রাস্তার প্রসারতা, বহনক্ষমতা এবং সাধারণ মান বাড়ানোর দরকার হতে পারে। এই প্রশ্নে বুঝতে হবে কতগুলি রাস্তাকে পরিবহনের উপযোগী করার প্রয়োজন আছে এবং তার মধ্যে কতগুলিতে এই প্রয়োজন মেটানো গেছে। রাস্তার দৈর্ঘ্য নয়, সংখ্যাই এখানে বিবেচ্য।

(ঘ) জেলা পরিষদ এলাকায় তার দায়িত্বে এই ধরণের রাস্তা মোট যত কিলোমিটার আছে তার মধ্যে কত কিলোমিটার সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন তা শতাংশের হিসাবে জানতে চাওয়া হয়েছে। এই প্রয়োজন বিচার করতে হবে রাস্তাটি যে মান অনুযায়ী ও যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৈরী হয়েছিল সেই প্রয়োজন অক্লেশে মেটাচ্ছে কিনা তাই বুঝে। অর্থাৎ রাস্তার কোন অংশে ভাঙ্গাচোরা বা গর্ত নেই, যানবাহন বা মানুষজন সেই রাস্তায় নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারছে এই সব দেখে বিচার করতে হবে। তথ্য থাকলে তবেই জেলা পরিষদ নির্ধারিত নিয়মে ০, ১, ২ বা ৩ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে রাস্তার অবস্থা যাই হোক না কেন জেলা পরিষদ -১ পাবেন।

(ঙ) এলাকার মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা বা স্থান বে-আইনি দখলে আছে বলতে এইসব এলাকায় কোনো জবরদখল আছে এরূপ অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। বাস্তুহীন পরিবার রাস্তা বা খালপাড় বা অন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে ঘর করে থাকলে তাঁরা যতই দুঃস্থ হোন না কেন তাকে জবরদখল বলেই ভাবতে হবে (অবশ্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যার জন্য কেউ অল্পদিনের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে অস্থায়ী ছাউনি বানালে তা এই হিসাবে আসবে না)। সেই পরিবারকে অবশ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ঘর (প্রয়োজন হলে জমিসহ) করে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

(চ) এখানে জেলা পরিষদের সম্পত্তি বলতে জেলা পরিষদের নিজস্ব বা আগে বা সম্প্রতি ন্যস্ত সব স্থাবর সম্পত্তি বোঝাচ্ছে। এর মধ্যে জেলা পরিষদ ভবন সহ ডাক-বাংলো, অতিথিশালা বা অন্যান্য যা প্রতিষ্ঠান আছে সবই ধরতে হবে। সম্পত্তির তালিকা মোটামুটি হালনাগাদ করা থাকলেই তালিকা আছে বলে ধরতে হবে। কোনো সম্পত্তি যদি সাধারণভাবে দেখে মেরামতের প্রয়োজন আছে বলে মনে না হয় এবং সেইসঙ্গে যে কাজে ঐ সম্পত্তিটি ব্যবহার হওয়ার কথা সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যাচ্ছে এমন হয়, তাহলেই সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক বলে ভাবা যাবে। সম্পত্তির আংশিক মেরামতের প্রয়োজন থাকলে বা যে কাজে সম্পত্তিটি ব্যবহার হওয়ার কথা সেই কাজ সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে করা যাচ্ছে না এমন হলে রক্ষণাবেক্ষণ আংশিক সন্তোষজনক ভাবা যাবে। আর ব্যাপক মেরামতির প্রয়োজন থাকলে বা যে কাজে সম্পত্তিটি ব্যবহার হওয়ার কথা সেই কাজ করা না গেলে রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক নয় বলে ধরতে হবে।

(ছ) বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে, এরকম কোন জায়গায় যদি অন্য কেউ (বাজার কমিটি বা অন্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান) ব্যবস্থা নিয়ে থাকে এবং তা চালু থাকে, সেগুলিকেও হিসাবে আনা যাবে।

(জ) প্রয়োজনের বিচারে এবং স্বাস্থ্যবিধানের নীতি অনুসারে সব বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক) / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অনুমোদিত হাই মাদ্রাসাতে বালক ও বালিকাদের জন্য জলের ব্যবস্থাসহ পৃথক শৌচাগার থাকবে। আবার যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৫০ জনের বেশী পড়ুয়া আছে সেখানে বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থাসহ একাধিক শৌচাগার থাকবে। কাজেই এই নিয়মের ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা আলাদাভাবে বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী শৌচাগারের সংখ্যা ঠিক করতে হবে। এখানে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং যেখানে সম্ভব, সেই প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কাজটি করানো যেতে পারে। তবে অনেক জায়গাতেই প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে হবে। স্বেচ্ছায় দেওয়া শ্রম বা অর্থ এই ব্যাপারে কাজে লাগানো যেতে পারে। যাই হোক, বর্তমান (অর্থাৎ, ১-৪-২০০৮ তারিখের) পরিস্থিতির বিচারে জেলা পরিষদ নম্বর পাবে।

(ঝ) জেলা পরিষদের উদ্যোগের ফলে বা মালিকানায় বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি আছে কিনা বা তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় বলতে এই সম্পত্তিগুলি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে, ব্যবহার হচ্ছে এবং এখন মেরামতের প্রয়োজন নেই এমন বোঝাবে। যে সম্পদ যে প্রয়োজনে ব্যবহার হওয়ার কথা সেই সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বিনা অসুবিধায় জনসাধারণ (যেখানে অনুমোদন প্রয়োজন সেই অনুমোদন নিয়ে) ব্যবহার করতে পারলে সেই সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য বলে ভাবা যাবে। জেলা পরিষদ এগুলি নিজের ব্যবস্থাপনায় বা অর্থানুকূল্যে করবে এমন কোনও কথা নেই, ব্যবস্থা আছে কিনা এটিই বিবেচ্য।

(ঞ) জেলা পরিষদ এলাকার নিকাশী (বিশেষ করে একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা নিয়ে যে সব নিকাশী ব্যবস্থা আছে) ব্যবস্থাগুলির অবস্থা সন্তোষজনক বলতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিকাশী ব্যবস্থা আছে এবং সেগুলিতে বড় ধরণের সংস্কারের প্রয়োজন নেই এমন বোঝানো হয়েছে। নিকাশী ব্যবস্থা বেশ কিছু আছে (যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়) এবং/অথবা কয়েকটিতে সংস্কারের প্রয়োজন এমন হলে সেটিকে আংশিক সন্তোষজনক বলে ধরা যাবে। আর নিকাশী ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল এবং/অথবা অধিকাংশগুলিই সংস্কারের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে অর্থাৎ বিভিন্ন বাড়ী থেকে বেরোনো নোংরা জল বা বৃষ্টির জল জমে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে এমন হলে সেটিকে সন্তোষজনক নয় বলে ধরতে হবে। আবার, কোনো রকম ব্যবস্থা না থাকলে সন্তোষজনক নয় বলেই ভাবতে হবে।

(ট) জেলা পরিষদের পক্ষে বন্যা প্রতিরোধের যে সমস্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব বলতে বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, রিংবাঁধ দেওয়া প্রভৃতি বোঝানো হয়েছে। এগুলি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে করা হয়ে থাকে তাহলে সন্তোষজনক ধরতে হবে। এই কাজগুলি কোন সরকারী দপ্তর বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান করে থাকলে সেগুলিও হিসাবে ধরা যাবে। এগুলি বেশ কিছু জায়গায় করা হলে (যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়) সেটিকে আংশিক সন্তোষজনক হিসাবে ধরতে হবে। এগুলি খুব কম পরিমাণে করা হলে সেটিকে সন্তোষজনক নয় বলে ধরতে হবে।

(ঠ) এই নার্সারি জেলা পরিষদের নিজের বা পঞ্চায়েত সমিতিগুলির বা বন দপ্তরের বা কোন স্বনির্ভর দল অথবা স্বেচ্ছাসেবী দলের উদ্যোগে হতে পারে এবং চারা গাছের জন্য কিছু মূল্য (নিয়ন্ত্রিত হলেই ভাল) দিতে হতে পারে। এখানে বিচার করতে হবে জেলার মধ্যেই জেলার প্রয়োজনমতো পর্যাপ্ত চারাগাছ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। পাওয়া গেলে (যার উদ্যোগেই হোক না কেন) জেলা পরিষদ নম্বর পাবে।

(ড) জেলা পরিষদের মালিকানা ও পরিচালনাধীন রাস্তা বা ব্রীজের মোট যত কিলোমিটার অংশে আলো থাকা দরকার (যেখানে রাস্তা জনবহুল এলাকার মধ্যে দিয়ে গেছে অথবা যেখানে মানুষ বা যানবাহনের নিরাপত্তার জন্য আলো থাকা প্রয়োজন) তার মধ্যে কত কিলোমিটার রাস্তা বা ব্রীজে আলো আছে সেই অনুযায়ী হিসাব করতে হবে।

(ঢ) বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী [পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলী, ২০০৪ {৯ই আগস্ট ২০০৬ পর্যন্ত সংশোধনী সহ} – ২৭ নং নিয়মের উপ-নিয়ম ১এ] ইঁট বা কংক্রীটের মেঝেযুক্ত বাড়ীর কাঠামোর ভিতের মাপ ৩০০ বর্গমিটারের বেশী হলে বা উচ্চতা ৬.৫ মিটারের বেশী হলে বা উভয়ই বেশী হলে সেই বাড়ীর বা কাঠামোর প্ল্যান অনুমোদনের জন্য জেলা পরিষদের কাছে আসবে এবং জেলা পরিষদ ৩০ দিনের মধ্যে তা অনুমোদন করে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফেরৎ পাঠাবে। যতগুলি এইরকম প্ল্যান এসেছে তার অধিকাংশই কত দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুমোদন করে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে সেই হিসাবে নম্বর দিতে হবে। এই রকম কোনো প্ল্যান জেলা পরিষদে না আসলে সেটি দুর্বলতা হিসাবেই চিহ্নিত হবে এবং সেক্ষেত্রে ঋণাত্মক নম্বর পাওয়া যাবে ও তা মোট ধনাত্মক নম্বরকে কমিয়ে দেবে।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২.(ক) এক্ষেত্রে মুলতবী সভা যা এক সপ্তাহ পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে মূলসভা ও মুলতুবি সভা নিয়ে একটি সভা হিসাবে গুণতে হবে। তবে কোনো রকম তলবী সভাকে এই হিসাবে আনা যাবে না। সভার সংখ্যা গুণে নম্বর দিতে হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৪ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

(খ) (১): কোনো মুলতবী সভার পরের সপ্তাহে যদি কোরাম হয়ে বা এমনকি পূর্ণ সংখ্যার সদস্য উপস্থিত হয়ে সভা করেন, তাহলেও প্রথম যে সভা মুলতবী হয়েছে শুধু তাকেই এখানে হিসাবে আনতে হবে।

(২): সম্পূর্ণ সহমতের ভিত্তিতে জেলা পরিষদে কাজ করা সম্ভব হলে তা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাধারণত যে কোনো প্রস্তাবে নানান ধরণের মত উঠে আসে এবং তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন হয়। অনেক সময়েই আলোচনার পরেও কেউ বিরোধী কোনো মতে স্থির হয়ে থাকেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মতের আদানপ্রদান অবশ্যই ভালো লক্ষণ। কোনো বিরোধী প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয় তাহলেও তা লিপিবদ্ধ থাকা উচিৎ। এখানে বিরোধী মত বা প্রস্তাব অর্থে বিরোধী কোনো সদস্যের মত/প্রস্তাব নয়। শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত হল, দলমত নির্বিশেষে যে কোনো সদস্য যদি তার বিপরীত কোনো মত বা প্রস্তাব দিয়ে থাকেন (ও আলোচনার পরেও সেই মতে স্থির থাকেন) এবং সেগুলি কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে (আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবক বা প্রস্তাবের অন্য কোনো সমর্থক তার মত থেকে সরে না এলে প্রস্তাবটি অবশ্যই লিপিবদ্ধ হওয়া উচিৎ), সেগুলিকেই হিসাবে ধরতে হবে। কার্যবিবরণী দেখে কটি সভায় বিরোধী মত/প্রস্তাব লেখা হয়েছে সেই সংখ্যাটি গুণে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।

(গ) এখানে সদস্যদের হিসাবের মধ্যে রাজ্য সরকার নিযুক্ত সদস্যদেরও ধরতে হবে। তবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ধরা হবে না। আবার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ ইত্যাদি কারণে কোনো পদ যদি শূন্য থাকে বা কোনো সদস্য সাময়িকভাবে অপসারিত (সাসপেনশান) হওয়ার জন্য সভায় যোগ দিতে না পারেন, তাহলে মোট সদস্যসংখ্যা থেকে সেই অনুযায়ী বাদ দিতে হবে। সবগুলি সভায় উপস্থিতির মোট সংখ্যাকে সভার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে গড় উপস্থিতি বের করতে হবে। তারপর মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে গড় উপস্থিতির শতকরা হিসাব করতে হবে। মধ্যবর্তী সময়ে মোট সদস্য সংখ্যার কোন পরিবর্তন হলে (পদত্যাগ, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে) সেই পরিবর্তনকে ধরে গড় হিসাব বের করতে হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

৩.(ক) বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে মোট যতজনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে উপস্থিতির শতাংশ হিসাব হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

৪.(ক) এখানে যে কয়টি স্থায়ী সমিতির বাজেট তৈরী হয়ে জমা পড়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

(খ) এখানে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে কটি স্থায়ী সমিতির বাজেট তৈরী হয়ে জমা পড়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

(গ) এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার করা উদ্দেশ্য নয়। উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৫.(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের বা পঞ্চায়েত সমিতির কাজের অগ্রগতির দায় জেলা পরিষদের নয়। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিগুলির অগ্রগতি বা তার অভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে কিনা এবং রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে কিনা তাই বিবেচ্য হবে। অবশ্য, পর্যালোচনা বা রিপোর্টে গ্রাম পঞ্চায়েতের বা পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থান সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বা পঞ্চায়েত সমিতির নজরে আনা বাঞ্ছনীয় হবে।

(খ) এখানে কোনো পঞ্চায়েত সমিতির কতজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তা বিচার্য নয়। কতগুলি পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি (প্রতিনিধি সংখ্যা যাই হোক) উপস্থিত ছিলেন তার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।

(গ) কোন নির্বাচিত পদাধিকারী বা কোন আধিকারিক – এদের সবার পরিদর্শন এখানে হিসাবে আসবে। যারা আইন বা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এরূপ পরিদর্শন করার অধিকারী, তাদের জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আগেই পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ বা নির্দেশ করতে হবে এমনও কোন প্রয়োজন নেই।

(ঘ) মোট পরিদর্শনের ভিত্তিতে জমা পড়া রিপোর্টের শতকরা হিসাব করতে হবে।

(ঙ) জমা পড়া রিপোর্টের সংখ্যার ভিত্তিতে আলোচনার শতকরা হিসাব হবে।

(চ) দায়িত্ব ভাগ করার যথার্থতা এখানে বিচার্য নয়। নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

(ছ) বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্রকল্প জেলা পরিষদের দপ্তরে পৌঁছনোর পরে কতদিনের মধ্যে ভেটিং করে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে।

(জ) এক এক দফায় কতগুলি মাষ্টার রোল বা একটি মাষ্টার রোলে কতজনকে পরীক্ষা করা হয়েছে তা বিবেচ্য নয়। তবে যে কোন দফায় মোটামুটি সন্তোষজনক ধারণা তৈরী করার মতো পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

৬.(ক) পর্যাপ্ত জায়গা অর্থে সবাই বসে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে সদস্যরা, বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মীরা এবং জনসাধারণ এসে স্বচ্ছন্দে বসে আলোচনা করতে পারেন এরকম জায়গা বোঝাবে।

(খ) সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি নিয়ে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করা যেতে পারে এমন ঘরের কথা ভাবতে হবে।

(গ) জেলা পরিষদের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকা প্রয়োজন এবং তাতে জেলা পরিষদ ছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের তথ্য থাকা প্রয়োজন।

(ঘ) জেলা পরিষদের নিজস্ব গো-ডাউনে প্রয়োজন মেটানোর মতো পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।

(ঙ) স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের বসার নির্দিষ্ট জায়গা অধিকাংশ জায়গাতেই নেই। এদিকে নজর দিতে হবে। যাইহোক বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।

(চ) নিয়মিত (সপ্তাহে অন্তত একদিন) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নিলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।

(ছ) ভাল শৌচাগার অর্থে যে শৌচাগার ব্যবহারযোগ্য রাখা হয় ও জলের ব্যবস্থা আছে সেগুলিকে ধরতে হবে।

(জ) নিয়মিত (সপ্তাহে অন্তত একদিন) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নিলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।

(ঝ) বর্তমান অবস্থান প্রয়োজন মেটাতে পারছে কিনা সেই হিসাবে বিচার করতে হবে।

(ঞ) সরকারী আদেশনামা বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা গার্ড ফাইলে পরপর সাজিয়ে রাখলে পরে যে কোনো সময়ে খুব সহজেই পাওয়া যায়। বর্তমানে এরকম ব্যবস্থা না থাকলে অবিলম্বে এইভাবে রাখতে শুরু করতে হবে।

(ট) ডাক ফাইল রোজ খুলে দেখা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সভাধিপতির দায়িত্ব। বর্তমানে কোনো শিথিলতা থাকলে অবিলম্বে সেটা কাটিয়ে উঠতে হবে।

(ঠ) সরকারী আদেশনামা আসার পর অতি দ্রুত তার উপর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থা যিনি নেবেন তাঁকে অবশ্যই সাত দিনের মধ্যে জানাতে হবে। বর্তমানে এখানে দুর্বলতা থাকলে তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে। জানানোর সাত দিনের মধ্যে কাজ শুরু না হলে যাঁকে জানানো হয়েছে তাঁকে আবার তাগাদা দিতে হবে।

(ড) দশটি স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানাতে হবে এবং সাধারণ সভা তা অনু-সমর্থন (র‍্যাটিফিকেশন) করবে বা পরিবর্তন করবে। এটি অবশ্যই করা দরকার। এরকম সিদ্ধান্তের সংখ্যা প্রচুর হলে প্রয়োজনে সাধারণ সভার একাধিক সভা ডাকতে হতে পারে।

(ঢ) কার্যবিবরণী সভার মধ্যেই লেখা হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে। বর্তমানে এইরকম ব্যবস্থা না থাকলে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

৭.(ক) এখানে উল্লিখিত রেজিস্টারগুলি ঠিকমতো রাখা হয় কিনা তা জানতে চাওয়া হয়েছে। রেজিস্টারগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টার জেলা পরিষদকে রাখতে হয় যেগুলি না থাকলে জেলা পরিষদের হিসাব-নিকাশ ঠিকমতো রাখা যায় না বা তার কাজ করায় অসুবিধা হয়। সুতরাং এই তালিকার বাইরের রেজিস্টারগুলি না রাখলেও চলবে বা সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ এরকম ভাবার কোনো সুযোগ নেই। কাজের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য বিশেষ কয়েকটি রেজিস্টার এখানে ধরা হয়েছে। লক্ষণীয় যে রেজিস্টারগুলি শুধু খুললেই হবে না, সেগুলি সবসময় হালনাগাদ করে রাখতে হবে – তবেই প্রাপ্তব্য নম্বর পাওয়া যাবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

(খ) তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে। নীতির দিক থেকেও এই অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। কেউ তথ্য পেলে বোঝা যায় যে শুধু কাগজে নয় বাস্তবেও তথ্য জানানো হচ্ছে। সেই অনুযায়ী নম্বরের বিন্যাস করা হয়েছে।

৮. জেলা পরিষদের সব কাজে স্বচ্ছতা আছে এবং সব কর্মসূচী ও কর্মধারা উৎসাহী সাধারণ মানুষের জানবার সুযোগ আছে – এই তথ্য জানার জন্য এই প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে। প্রশ্নগুলিতে বিভিন্ন ধাপ রাখা আছে এবং প্রকৃত অবস্থা যে ধাপমতো হবে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।

৯.(ক) জেলা পরিষদের মোট মহিলা জনসংখ্যার কত শতাংশ সাক্ষর = জেলা পরিষদ এলাকার মোট সাক্ষর মহিলা জনসংখ্যা × ১০০ ÷ (জেলা পরিষদের মোট মহিলা জনসংখ্যা – জেলা পরিষদের ০ থেকে ৬ বছর বয়সী মোট কন্যাশিশুর সংখ্যা)।

(খ) পুরুষ সাক্ষরতার শতকরা হার থেকে মহিলা সাক্ষরতার শতকরা হার বিয়োগ করে বিয়োগফলের ভিত্তিতে নম্বর দিতে হবে।

(গ) এখানে কেন্দ্রের সংখ্যা বিবেচনায় আনা হয়নি। সবগুলি কেন্দ্র চালু আছে এবং অন্তত অর্ধেক সংখ্যকের মান সন্তোষজনক এমন হলেই ৩ নম্বর পাওয়া যাবে। আবার, সবগুলি কেন্দ্র চালু আছে কিন্তু অর্ধেকের বেশী সংখ্যকের মান সন্তোষজনক নয়, এমন হলে ২ নম্বর পাওয়া যাবে। এলাকার মধ্যে কোনো একটি কেন্দ্র চালু না থাকলেই ০ পাওয়া যাবে।

(ঘ) জেলা পরিষদ এলাকার কত শতাংশ গ্রাম সংসদে কোনো না কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে = (প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ই.জি.এস. বা ব্রীজ কোর্স কেন্দ্র আছে এমন গ্রাম সংসদ × ১০০) ÷ মোট গ্রাম সংসদ।

(ঙ) জেলা পরিষদ এলাকার কত শতাংশ গ্রাম সংসদের ৩ কিমির মধ্যে কোনো না কোনো উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া যায় এমন ই.জি.এস. বা রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়) আছে = (৩ কিমির মধ্যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আছে এমন গ্রাম সংসদের সংখ্যা × ১০০) ÷ জেলা পরিষদ এলাকার মোট গ্রাম সংসদের সংখ্যা।

(চ) মিড ডে মিলের খাবার সারাবছর সঠিকভাবে সবকটি স্কুলেই দিতে হবে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও তদারকি করতে হবে। এর সাথে সাথে সাধারণ মানুষকেও উৎসাহিত করতে হবে যাতে তাঁরা বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী দান করে তাঁদেরই সন্তানের খাবারের মান উন্নত করার প্রয়াসে সামিল হন। অবশ্য মানুষের কাছ থেকে দান সংগ্রহের আগে সরকারীভাবে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা যেন সঠিক মানে বাচ্চাদের কাছে পৌঁছয় তা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে। সেইজন্যই খাবারের পরিমাণ ও গুণমান বিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা দরকার। ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কোনো ব্লকের অন্তত ২টি বিদ্যালয়ে এরকম পরীক্ষা করা হয়ে থাকলে তবেই সেই ব্লককে হিসাবে আনা যাবে। যত শতাংশ ব্লকে এইরকম পরীক্ষা করা হয়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৫ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

১০.(ক) যে কোন নিরাপদ পানীয় জলের উৎসকে (যেমন নলবাহিত জল, বাঁধানো চাতাল সহ নলকূপ বা কূঁয়া বা বিশেষভাবে শুধু পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত পুষ্করিণী) এই হিসাবে আনা যাবে।

(খ) (নল বাহিত জল, নলকূপ বা কূপের সুযোগ আছে এমন পরিবারের সংখ্যা × ১০০) ÷ মোট পরিবারের সংখ্যা = প্রয়োজনীয় শতাংশ। এই সুযোগ কোনো পরিবার ব্যক্তিগত চেষ্টায় বা যৌথভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে করলেও তা হিসাবে আনা যাবে।

(গ) (শৌচাগার আছে এমন পরিবারের সংখ্যা × ১০০) ÷ মোট পরিবারের সংখ্যা = প্রয়োজনীয় শতাংশ।

১১.(ক) কত শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে = (বি.পি.এল. পরিবার × ১০০) ÷ মোট পরিবার।

(খ) গত আর্থিক বছরে NREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে = গত আর্থিক বছরে সবকটি রূপায়ণকারী সংস্থা মিলিয়ে এই প্রকল্পে মোট যত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ÷ কাজের দাবী জানিয়েছে এমন মোট পরিবারের সংখ্যা।

অথবা (খ) এখানে গড় হিসাব চাওয়া হয়েছে। গত আর্থিক বছরে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি ও সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে সবকটি দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পে সৃষ্ট মোট শ্রমদিবসকে (অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকের) মোট বি.পি.এল. পরিবারের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

(গ) (গত বছরের মোট শ্রমদিবস × ১০০) ÷ গত বছরের শ্রমদিবসের লক্ষ্যমাত্রা = প্রয়োজনীয় শতাংশ।

(ঘ) বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে পরিবার যে আয় করেছে ও প্রকল্প ছাড়া পরিবার আর যা আয় করেছে তা যোগ করে মোট আয়ের ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। এই হিসাব কিছুটা আনুমানিক হবে তবে অনুমানগুলি বাস্তবভিত্তিক হতে হবে। মোট বি.পি.এল. পরিবারসংখ্যার ভিত্তিতে শতাংশ হিসাব হবে।

(ঙ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় এই সমস্ত প্রকল্পগুলিতে মোট যতগুলি পরিবারকে ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তায় নিজস্ব অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করা হবে বলে ধরা হয়েছিল তার মধ্যে কত শতাংশ পরিবারকে ঐ আর্থিক বছরে ব্যাঙ্ক ঋণের আওতায় আনা গেছে সেই হিসাবে নম্বর দিতে হবে।

(চ) (সবকটি স্বনির্ভর দলের মোট সদস্যা × ১০০) ÷ (১৮ বছর বা তার বেশী বয়সী মোট দরিদ্র মহিলার সংখ্যা) = প্রয়োজনীয় শতাংশ।

(ছ) স্বনির্ভর দলের সংঘ হল এমন একটি সংগঠন যার মাধ্যমে মহিলাদের দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে নিজেদের সমস্যা পারস্পরিক সহযোগিতায় নিজেরাই সমাধান করতে পারে এবং রোজগার বাড়ানো, সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি কাজেও বড়ো আকারে অংশ নিতে পারে। এরকম সংগঠনের মাধ্যমে স্বনির্ভর দলের আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠবে। সংঘের একটি সাধারণ পরিষদ থাকবে (যা গঠিত হবে সংঘের সদস্য দলগুলির সকল সদস্যকে নিয়ে) এবং একটি পরিচালন সমিতি থাকবে (যা গঠিত হবে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে থেকে ৭-১১ জনকে বেছে নিয়ে)। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সংঘ গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে কটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ধরণের সংঘ আছে তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে।

(জ) গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের স্বনির্ভর দলের সকল সংঘগুলিকে নিয়ে ব্লকস্তরে একটি মহাসংঘ গঠিত হবে। একটি ব্লকে একটি মহাসংঘ গঠিত হবে, তবে ব্লকে ন্যূনতম চারটি সংঘ না থাকলে মহাসংঘ গঠন করা ঠিক হবে না। মহাসংঘের লক্ষ্য হবে ব্লকের মহিলা স্বনির্ভর দলগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যাতে দলগুলি নিজেদের সমস্যা নিজেরাই তাদের সংগঠনের মাধ্যমে সমাধান করতে পারে। মহাসংঘ সদস্য সংঘগুলির/দলগুলির সামর্থ্য বৃদ্ধি ও সামাজিক কাজকর্মের দায়িত্বে থাকবে। মহাসংঘ সংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্যের আদান প্রদান ঘটিয়ে তাদের সাধারণ সমস্যাগুলি একসঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করবে। সরকারি, বেসরকারি নানা পরিষেবা কোথায় কী পাওয়া যায় তার তথ্য এবং সুযোগ সুবিধা সংঘের মাধ্যমে দলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মহাসংঘ কাজ করবে। মহাসংঘ সংঘের দলগুলির সদস্যদের আয় বাড়ানো ও সংঘের দলগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনের ব্যাপারে সহায়তা করবে এবং সংঘের দলগুলি যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। সংঘের ও দলের সদস্যাদের নানা বিষয়ে সচেতন করে তোলা, বিকেন্দ্রীকৃত গ্রাম পরিকল্পনায় এবং গ্রাম সংসদের, গ্রাম পঞ্চায়েতের ও পঞ্চায়েত সমিতির নানা কাজে দলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্যও মহাসংঘ কাজ করবে। যেখানে এখনও মহাসংঘ গঠিত হয়নি সেখানে অবিলম্বে গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমানে কটি পঞ্চায়েত সমিতিতে এই ধরণের মহাসংঘ আছে তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

১২.(ক) মোট চাষযোগ্য জমির আয়তনের ভিত্তিতে হিসাব হবে। সেচযুক্ত অর্থে সব ধরণের সেচই ধরা যাবে। প্রয়োজনমতো জল বৃহৎ সেচ প্রকল্প, নদী বা বড় খাল থেকে পাম্প দিয়ে তোলা, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ (গুচ্ছ বা একক) পাম্প দিয়ে বা শ্রমশক্তিতে (ডোঙা বা এই ধরণের কিছুর সাহায্যে) তোলা হলে সেই জমি সেচ যুক্ত ধরা হবে। অন্যভাবে, কোন জমি যে কোনভাবে জল পেয়ে খরিফ এবং রবি মরশুমে অন্তত একটি করে (একাধিক হতেও বাধা নেই) ফসল তুললে সেই জমি সেচযুক্ত ভাবা যাবে।

(খ) মোট মৌজা ধরে হিসাব করতে হবে। মৌজার যেকোন অংশে বিদ্যুৎ পৌছলে সেই মৌজায় বিদুৎ আছে বলে ধরা যাবে।

(গ) জেলা পরিষদের মোট বাড়ীর সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।

(ঘ) উপযুক্ত পরিকাঠামো বলতে বিদ্যালয় বা কেন্দ্রগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পাকা বাড়ী যাতে প্রতিটি শ্রেণীর নির্দিষ্ট কক্ষ আছে ও বাড়ীর বাউন্ডারী আছে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের উপকরণ বা কেন্দ্র পরিচালনার উপকরণ আছে এমন বোঝানো হয়েছে।

(ঙ) এক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ উপযুক্ত পরিকাঠামো অর্থে যা বোঝেন তা ভাবতে হবে। এই সঙ্গে হাসপাতালের বাড়ি মেরামতের প্রয়োজন আছে কিনা, চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের বসার ব্যবস্থা, রুগীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার্থী ও অন্যান্য অপেক্ষমান মানুষের থাকার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা ও ন্যূনতম ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা ঠিকমতো আছে কিনা সেগুলি দেখতে হবে।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৫ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

১৩. প্রশ্নগুলি তথ্যভিত্তিক এবং হ্যাঁ বা না-সূচক তথ্য ও নথির ভিত্তিতে উত্তর ঠিক করে নম্বর দিতে হবে। প্রশ্নে বিপর্যয় অর্থে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা – বন্যা, খরা, ঝড় বা ভূমিকম্প (সুনামি সহ) – ভাবা হয়েছে। এখানে পরিকল্পনা করা হয়েছে কি না তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে। তবে পরিকল্পনা করার পর দুর্যোগ ঘটলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজই (যেসব আগাম ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন) করা না হয়ে থাকলে সেগুলি শুধুই কাগজের পরিকল্পনা। সেখানে কোনো নম্বর পাওয়া যাবে না।

১৪.(ক)-(গ) গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার (২০০৫) ৪ নং প্রশ্নটিতে খাদ্যের নিরাপত্তার বিষয়টি রাখা হয়েছিল। এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে সারা রাজ্যে ৪.৩১ শতাংশ পরিবার এই প্রশ্নে ১ নম্বর পেয়েছেন (বছরের অধিকাংশ সময়ে দিনে একবারের কম পেট ভরে খেতে পান) এবং ১৫.৮৭ শতাংশ পরিবার এই প্রশ্নে ২ নম্বর পেয়েছেন (সাধারণত দিনে একবার পেট ভরে খেতে পান কিন্তু কখনো কখনো তাও পান না)। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ২০.১৮ শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ধারেকাছেও পৌঁছনো যায়নি। এই বাস্তবতা থেকেই এই প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে। যে সমস্ত পরিবার দুবেলা ঠিকঠাক খেতে পান না তাঁদের নামের তালিকা তৈরী করা সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক সেই নামের তালিকা কতগুলি পঞ্চায়েত সমিতিতে তৈরী হয়েছে তা ধরতে চাওয়া হয়েছে (ক) প্রশ্নে। সেই তালিকার পরিবারগুলি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পাচ্ছেন কি না তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইটি ধরা হয়েছে (খ) প্রশ্নে। এইসবের বাইরে যে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে সেটি কিভাবে পূরণ করা হচ্ছে তা (গ) প্রশ্নে ধরা হয়েছে। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে যে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে সেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের (স্মারক নং: ৪৪৩৬/পি.এন/ও/১/৪এ-১/০৬ তারিখ: ৪.১১.২০০৮) ১৩(ক) প্রশ্নে ধরা হয়েছে এবং পঞ্চায়েত সমিতির যে যে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে সেগুলি পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের (স্মারক নং: ৪৭৩৭/পি.এন./ও/১/৪এ-২/০৬ তারিখ: ২৬.১১.২০০৮) ১৪.(ক)-(গ) প্রশ্নে ধরা হয়েছে। ঐ প্রতিবেদনে পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনের উত্তর ও নম্বরগুলি দিতে হবে। এমন আশা করা হচ্ছে না যে এই স্তরের পরিবারগুলির সবাইকে এখুনি প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব, যদিও সহায়তার ক্ষেত্র কতটা বিস্তারিত তার ভিত্তিতেই নম্বর দিতে হবে। আসলে বিষয়টি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও এই ব্যাপারে একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এটি সকলের নজরে নিয়ে আসার তাগিদেই প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে। আর এখানে জেলা পরিষদের কাজ হল পঞ্চায়েত সমিতিগুলি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সচেতন করা এবং যেখানে দরকার পূর্ণ সহযোগিতা করা। শুধু উত্তর বা নম্বর দেওয়া নয় – এই উত্তর, নম্বর এবং ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলি খতিয়ে দেখে অবিলম্বে যে ঘাটতিগুলি আছে সেগুলি মেটাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। খাদ্যের অধিকার মানুষের প্রথম অধিকার এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থাগুলি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিতে হবে।

(ঘ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে ৫০৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ১টি আবেদনও আসেনি। যে ৫০৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি আবেদনও মঞ্জুর করা গেলো না সেই এলাকাগুলিতে প্রচারে অবশ্যই বড়সড় ঘাটতি আছে। সেই দিকে যথাযথ নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকেই স্বমূল্যায়নে এই প্রশ্নটি রাখা হয়েছে।

(ঙ) PROFLAL স্কীমের আওতায় আসা কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাকে ১০০ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে জেলার গ্রামীণ এলাকার মোট কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রয়োজনীয় শতাংশ পাওয়া যাবে। কোনো তথ্য না থাকলে ০ পাওয়া যাবে।

(চ) পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে সমস্ত তথ্য কম্পিউটারে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই প্রশ্নটি রাখা হয়েছে।

(ছ) SASPFUW স্কীমের আওতায় আসা অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যাকে ১০০ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে জেলার গ্রামীণ এলাকার মোট অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রয়োজনীয় শতাংশ পাওয়া যাবে। কোনো তথ্য না থাকলে ০ পাওয়া যাবে।

(জ) জেলায় মোট প্রতিবন্ধী কতজন আছেন তার ভিত্তিতে শতাংশ ঠিক হবে। কোনো তথ্য না থাকলে ০ পাওয়া যাবে।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৪ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার

১৫.(ক) উপবিধি অনুযায়ী নতুনভাবে অভিকর, ফি ইত্যাদি নির্ধারিত হলে সেই অনুযায়ী এগুলির আদায় কত শতাংশ বৃদ্ধি পেল তার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট নিয়মে নম্বর পাওয়া যাবে। উপবিধি তৈরী হওয়ার আগে অনেক জায়গায় যোগাযোগের মাধ্যমে বা অনুরোধ করে কিছু অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায় করা হয়েছে। আগের সেই মোট আদায়কে ভিত্তি ধরতে হবে। যেখানে উপবিধি তৈরী হওয়ার আগে কোনো অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায় হয়নি, সেখানে উপবিধির পর আদায় হলে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি বলে ধরতে হবে ও সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।

(খ) 'কোনো কোনো ধারা' শব্দগুচ্ছটি বলতে সংগ্রহযোগ্য মোট ধারার অন্ততঃ ৩০% ব্যবহার হলেই ২ নম্বর পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

১৬.(ক-খ) সব প্রশ্নগুলিই বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে ঠিক করতে হবে। প্রাপ্তব্য অর্থের হিসাব সঠিক ছিল কি না বা পরিকল্পনাটি নিখুঁত ছিল কি না ইত্যাদি এখানে বিবেচ্য নয়। তবে হিসাব বা পরিকল্পনা যতখানি সম্ভব বাস্তবসম্মত হবে বলে এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে। এখানে পদ্ধতিগুলি বা বিভিন্ন ধাপ ঠিক মতো মানা হচ্ছে কি না সেটাই দেখতে হবে।

(গ) কোন প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব বা আইন বা অন্যান্য পরিকাঠামোয় করা সম্ভব নয়, এমন হলে সে সব প্রস্তাব পঞ্চায়েত সমিতিতে ফেরৎ পাঠাতে হবে এবং সেগুলি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বলে ধরা হবেনা। কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়েও আর্থিক বা অন্য অসুবিধার জন্য চলতি বছরে ধরা যাচ্ছে না এবং পরের বছর অগ্রাধিকার দিয়ে ধরা হবে এমন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হলে ও পঞ্চায়েত সমিতিকে সেভাবে জানিয়ে দিলে সেগুলি গৃহীত প্রস্তাব বলে ধরা যাবে। পঞ্চায়েত সমিতি যদি এইরকম কোনো প্রস্তাব না পাঠিয়ে থাকে তবে তাদেরকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা হয় নি বা করা যায় নি। বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ব্যবস্থায় এটি কাম্য নয়। সেইজন্যই পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এরকম প্রস্তাব না পাঠালে সেটিকে জেলা পরিষদের ব্যর্থতা বলে ধরা হয়েছে এবং তার জন্য -২ নম্বর ধরা হয়েছে।

(ঘ-ছ) বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে উত্তর ও নম্বর দিতে হবে।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

১৭.(ক) মাথাপিছু নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব = মোট নিজস্ব তহবিল ÷ মোট জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১)।

(খ) এখানে বার্ষিক ডিমান্ড বলতে পূর্ব বছরগুলির বকেয়া (আদায়যোগ্য) এবং ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের ডিমান্ড একসাথে ধরে তার কত শতাংশ আদায় হয়েছে তার ভিত্তিতে নম্বর দিতে হবে। প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর লক্ষ্যণীয়।

(গ) গত আর্থিক বছরের সংগৃহীত রাজস্ব তার আগের বছরের তুলনায় কত শতাংশ বেশি = [২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের নিজস্ব তহবিল – ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের নিজস্ব তহবিল) × ১০০] ÷ ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের নিজস্ব তহবিল। প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর লক্ষ্যণীয়।

১৮.(ক-গ) যে তারিখে উত্তর দেওয়া হচ্ছে, সেই তারিখের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। সাবসিডিয়ারী ক্যাশবই একাধিক হবে এবং সবচেয়ে খারাপ অবস্থানের ভিত্তিতেই নম্বর দিতে হবে। যদি একটি সাবসিডিয়ারী ক্যাশবই ৩ দিনের মধ্যে হালনাগাদ করা হয় এবং আর একটি ১০ দিনের মধ্যে, তাহলে ১০ দিনের ভিত্তিতে ২ নম্বর পাওয়া যাবে। অবশ্য এমন হতে পারে যে ক্যাশবইয়ে বা সাবসিডিয়ারী ক্যাশবইয়ে বিগত কয়েকদিন কোনো আয়-ব্যয় হয়নি। তাহলে সেই অনুযায়ী একটি মন্তব্য রাখতে হবে। এই মন্তব্য যে তারিখে হবে, সেইদিন শেষ লেখা হয়েছে বলে ভাবতে হবে। ক্যাশবইয়ে স্বাক্ষরও সেই অনুযায়ী ধরা যাবে। ক্যাশবই বা সাবসিডিয়ারী ক্যাশবই যদি ১ মাসেরও বেশী সময় না লেখা হয়, তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি বলে ভাবতে হবে। সেরকম জায়গায় আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা খুবই কঠিন। তাই সেই জেলা পরিষদকে -২ পাওয়ার যোগ্য বলে ধরা হয়েছে।

(ঘ-ঙ) ১লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। লিক্যুইড ক্যাশের যে অংশটি সবথেকে আগে তোলা হয়েছে, সেই দিনকেই তোলার দিন হিসাবে ধরে হিসাব করতে হবে। এখানে দিন অর্থে কাজের দিনগুলিকে (ছুটির দিন বাদে) ধরতে হবে। এখানেও বেশী টাকা তোলা থাকলে বা বেশীদিন ধরে টাকা তোলা থাকলে ধারণা করার সুযোগ আছে যে কাজের বা টাকা তোলার ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা করা হয় না, আর্থিক শৃঙ্খলার দিকে নজর দেওয়া হয় না বা হিসাবপত্র সময়মতো রেখে নিজেদের আর্থিক অবস্থান সম্বন্ধে নিজেদের পরিষ্কার ধারণা করা বা সকলকে ধারণা দেওয়ার কোনো উদ্যম নেই। এছাড়া এই ধরণের অবস্থায় অর্থের অপচয় হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। সেই কারণে এখানেও ঋণাত্মক (-) নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশ্নগুলিতে নির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ধাপে নম্বর দেখানো আছে। প্রকৃত অবস্থা বিচার করে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।

(চ) বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

১৯.(ক) কোনো সাধারণ সভায় নির্দিষ্টভাবে আলোচনা হলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।

(খ) ১ লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখে উত্তর দেওয়া হয়নি এমন যতগুলি অডিট প্যারা আছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর লক্ষ্যণীয়।

(গ) যে সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে বা প্রতিবেদনে যে সব প্রস্তাব বা সুপারিশ রাখা হয়েছে, তার কটিতে ব্যবস্থা কোন সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। অবশ্য, ব্যবস্থা নেওয়া মানে এই নয় যে সব অভিমত বা সুপারিশ সম্বন্ধে জেলা পরিষদকে একমত হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে তাদের কর্মপদ্ধতি যথাযথ ও আইনসম্মত বলে ভাবতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে যুক্তি দিয়ে লিখে রাখতে হবে ও নিয়মমতো নিরীক্ষা আধিকারিক ও অন্যান্য কতৃপক্ষকে জানাতে হবে। প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর লক্ষ্যণীয়।

(ঘ) কোনো সাধারণ সভায় নির্দিষ্টভাবে আলোচনা হলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।

(ঙ) যে সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে বা প্রতিবেদনে যে সব প্রস্তাব বা সুপারিশ রাখা হয়েছে, তার কটিতে ব্যবস্থা কোন সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। অবশ্য, ব্যবস্থা নেওয়া মানে এই নয় যে সব অভিমত বা সুপারিশ সম্বন্ধে জেলা পরিষদকে একমত হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে তাদের কর্মপদ্ধতি যথাযথ ও আইনসম্মত বলে ভাবতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে যুক্তি দিয়ে লিখে রাখতে হবে ও নিয়মমতো নিরীক্ষা আধিকারিক ও অন্যান্য কতৃপক্ষকে জানাতে হবে। প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর লক্ষ্যণীয়।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

২০.(ক-ঙ) প্রত্যেকটি প্রশ্নে প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় × ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০০৭ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)

(চ) অর্থের দ্রুত সদ্ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক মাসের শেষে কোন খাতে কত অর্থ অব্যয়িত আছে তা নিয়ে আলোচনা করা দরকার এবং সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এতে অর্থের সদ্ব্যবহার বাড়বে। বিগত আর্থিক বছরের যে কটি মাসের শেষে এরকম আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।

(ছ-ঝ) বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(ঞ) জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল অর্থে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে অভিকর, ফি, ফাইন, লেভি ইত্যাদি বাবদ (বকেয়া সহ) যা আদায় হয়েছে এবং জেলা পরিষদের বিভিন্ন সম্পদ থেকে গত আর্থিক বছরে যে অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে তার যোগফলকে বোঝাবে। নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিলের মধ্যে থেকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০০৭ তারিখে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সংগৃহীত নিজস্ব তহবিল)।

(ট) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিলের মধ্যে থেকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে অফিস পরিচালনার জন্য আপ্যায়ণ ও অন্যান্য খাতে [Stationery, Contingency ইত্যাদিতে] যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০০৭ তারিখে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সংগৃহীত নিজস্ব তহবিল)।

(ঠ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিলের মধ্যে থেকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে পরিবারভিত্তিক প্রচার, ছোট-বড় সভা, প্রচারপত্র বিলি ইত্যাদিতে যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০০৭ তারিখে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সংগৃহীত নিজস্ব তহবিল)।

(ড) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিল থেকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে শিক্ষাখাতে যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০০৭ তারিখে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সংগৃহীত নিজস্ব তহবিল)।

(ঢ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিল থেকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে স্বাস্থ্যখাতে যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০০৭ তারিখে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সংগৃহীত নিজস্ব তহবিল)।

(ণ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিল থেকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০০৭ তারিখে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সংগৃহীত নিজস্ব তহবিল)।

(ত) উল্লিখিত কাজগুলির গুরুত্ব অপরিসীম এবং এই কাজগুলি করলে সাধারণ মানুষের মনে পঞ্চায়েত সম্পর্কে ভাল ধারণা তৈরী হয়। নিজস্ব তহবিল থেকে এইসব কাজগুলি করে নানাভাবে প্রচারের মাধ্যমে সেগুলি যদি আমরা নাগরিকদেরকে জানাই তাহলে আগামী দিনে নিজস্ব তহবিল বাড়ানো অনেক সুবিধাজনক হয়। ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যে সব রকমের কাজ করা হয়েছে সেগুলির ক্রমিক সংখ্যাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং যতগুলিকে চিহ্নিত করা হল সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে। এখনও যদি কোনো কাজ শুরু না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেদিকে নজর দিতে হবে। যে সব জেলা পরিষদ নিজস্ব তহবিল থেকে উন্নয়নের কাজ করেননি তাঁরা এখানে কোনো নম্বর পাবেন না।

(থ) বিকেন্দ্রীকরণের সহায়ক নীতি: যে কাজ যে স্তরে করা প্রয়োজন ও সম্ভব সেই কাজ সেই স্তরেই করা এবং তার উপরের স্তরে না করা। এই নীতির ফলে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে করা সম্ভব এমন কাজগুলি জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে রূপায়ণ করবে। শুধু যে কাজগুলি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে করা সম্ভব নয় এমন কাজগুলিই জেলা পরিষদ রূপায়ণ করবে।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৭ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

২১.(ক) (১) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র সবথেকে দেরী করে যে প্রকল্প সম্বন্ধে পাঠানো হয়েছে তার সময় ধরে নম্বর পাওয়া যাবে।
(২) প্রশাসনিক ব্যয় সংক্রান্ত বরাদ্দ দু ধরণের হতে পারে – (১) কর্মচারীদের বেতন ও (২) পদাধিকারীদের সাম্মানিক, দৈনিক ভাতা সহ ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য নৈমিত্তিক খরচ। এই বরাদ্দগুলি শেষ যে সময়কালের জন্য পাওয়া গেছে সেই সময়ের ভিতরে যদি সদ্ব্যবহার শংসাপত্র দেওয়া হয়ে থাকে তবে ৩ পাওয়া যাবে এবং সেই সময়কাল শেষ হওয়ার পরে ১৫ দিনের মধ্যে বা ১ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে সেই অনুযায়ী পর্যায়ভিত্তিক নম্বর রাখা হয়েছে। এখানে ঋণাত্মক নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(খ) বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী, এই অংশে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির তথ্য বেশীরভাগ যে সময়ে পাঠানো হয় সেই সময় ধরে নম্বর দিতে হবে।

সামগ্রিক: সব কটি প্রশ্নে প্রাপ্ত নম্বর এখানে লিখতে হবে। ১ থেকে ১৪ নম্বর প্রশ্নে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় মোট প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। ১৫ থেকে ২১ নম্বর প্রশ্নে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এই দুই মোট প্রাপ্ত নম্বরকে যোগ করে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর পাওয়া যাবে।

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

রাজ্যস্তরের মতামতের জন্য

জেলা পরিষদ যে সব প্রশ্নগুলিতে সঠিক নম্বর দেয়নি সেগুলি কেটে ঐ নম্বরের পাশে সঠিক নম্বরটি লিখে দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী সামগ্রিক নম্বরের সারণীটিকেও (৭৯-৮০ পাতা) পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। আর যে নম্বরগুলি কাটা হয়নি সেগুলি সঠিক নম্বর।

.....

মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ

জেলা পরিষদের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়নে জেলা পরিষদগুলির প্রাপ্ত নম্বর *

জেলা পরিষদ	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা (সর্বোচ্চ নম্বর : ২০০) প্রশ্ন নং (১-১৪)	সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার (সর্বোচ্চ নম্বর : ১০০) প্রশ্ন নং (১৫-২১)
বাঁকুড়া	১৪০.২৫	৮২.০০
বীরভূম	১৫৫.৪০	৮২.১০
বর্ধমান	১৫৯.৮১	৮২.৬০
কুচবিহার	১১০.৯৪	৫০.৭০
দক্ষিণ দিনাজপুর	**	**
হাওড়া	১৫৮.৫২	৮৪.৩৭
হুগলী	১৫২.২০	৭৫.৫০
জলপাইগুড়ি	১৫০.৪০	৬০.৮০
মালদা	১০০.০০	৪৭.৩৭
মুর্শিদাবাদ	**	**
নদীয়া	১৫৫.২৫	৭৬.৫০
উত্তর ২৪ পরগণা	১৪৫.০০	৫২.২০
পশ্চিম মেদিনীপুর	১৪৬.৬৮	৭৫.৩০
পূর্ব মেদিনীপুর	**	**
পুরুলিয়া	১২৫.১৫	৫৩.৯০
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ	১৪৭.৩০	৬৮.৩০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১৩০.৪৫	৭৬.১০
উত্তর দিনাজপুর	১১৫.৫০	৫৮.৫৩
রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর	**১৫৯.৮১ (বর্ধমান)**	**৮৪.৩৭ (হাওড়া)**

* – পরীক্ষা করার পর মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক পরিবর্তিত এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত নম্বর।

** – স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েনি।